



# তাহারেই পড়ে মনে

— সুফিয়া কামাল



## ➡ কবিতা বিন্যাস

শিক্ষার্থীগণ! সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি মুখস্থনির্ভর নয়, পাঠ্যবইনির্ভর মৌলিক বিদ্যা। তাই অনুশীলন অংশ শুরু করার পূর্বে গল্পটির শিখন ফল, পাঠ পরিচিতি, লেখক পরিচিতি, উৎস পরিচিতি, বস্তুসংক্ষেপ, নামকরণ, শব্দার্থ ও টীকা ও বানান সতর্কতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা একান্ত আবশ্যিক।

## ➡ পাঠ সহায়ক অংশ (Supplement)

✱ শিখন ফল.....	৪
✱ পাঠ পরিচিতি.....	৪
✱ লেখক পরিচিতি.....	৪
✱ উৎস পরিচিতি.....	৫
✱ বস্তুসংক্ষেপ.....	৫
✱ নামকরণ.....	৫
✱ শব্দার্থ ও টীকা.....	৬
✱ বানান সতর্কতা.....	৬

## ➡ অনুশীলন অংশ (Practice)

✱ অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর.....	৭
✱ মাস্টার ট্রেইনার কর্তৃক সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর.....	৮
✱ টেক্সট বুক এনালাইসিস.....	২০
ক. জ্ঞানমূলক.....	২০
খ. অনুধাবনমূলক.....	২২
✱ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর.....	২৪
• অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর.....	২৪
• মাস্টার ট্রেইনার কর্তৃক যাচাইকৃত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর.....	২৪
ক. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর.....	২৪
খ. বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্নোত্তর.....	২৭
গ. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্নোত্তর.....	৩১

## ➡ রিভিশন অংশ (Revision)

✱ বাড়ির কাজ.....	৩২
✱ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা.....	৩২

## ➡ পরীক্ষা-প্রস্তুতি যাচাই অংশ (Assesment)

- ✱ সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক-৩৩

## ➡ পাঠ সহায়ক অংশ (Supplement)

সৃজনশীল পদ্ধতি মুখস্থনির্ভর বিদ্যা নয়, পাঠ্যবই নির্ভর মৌলিক বিদ্যা। তাই অনুশীলন অংশ শুরু করার আগে গল্প/কবিতার শিখন ফল, পাঠ পরিচিতি, লেখক পরিচিতি, উৎস পরিচিতি, বস্তুসংক্ষেপ, নামকরণ, শব্দার্থ ও টীকা ও বানান সতর্কতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি উপস্থাপন করা হয়েছে। এসব বিষয়গুলো জেনে নিলে এ অধ্যায়ের যেকোনো সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব হবে।

#### ✱ শিখন ফল

- প্রকৃতিতে বসন্ত-আগমন সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।
- কবির সাথে কবি-ভক্তের সম্পর্কের প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পারবে।
- বসন্ত সম্পর্কে কবির উদাসীনতার কারণ অনুধাবন করতে পারবে।
- রিক্ত কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের প্রতি কবির একান্ত অনুরাগের তাৎপর্য সম্পর্কে জানতে পারবে।
- প্রকৃতি ও মানবমনের তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক নিজের ভাষায় বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- কবিতাটির বৈশিষ্ট্য-নাটকীয়তা বা সংলাপনির্ভরতা সম্পর্কে জানতে পারবে

#### ✱ কবি পরিচিতি

নাম	সুফিয়া কামাল
জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ : ২০ জুন, ১৯১১। জন্মস্থান : শায়েস্তাবাদ, বরিশাল। পৈতৃক নিবাস : কুমিল্লা
পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়	পিতার নাম : সৈয়দ আবদুল বারী। মাতার নাম : নওয়াবজাদী সৈয়দা সাবেরা খাতুন।
শিক্ষাজীবন	অনানুষ্ঠানিক ও স্বশিক্ষায় শিক্ষিত।
কর্মজীবন ও সংসার জীবন	কলকাতার একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, পরবর্তীতে সাহিত্য সাধনা ও নারী আন্দোলনে ব্রতী হন। ১৯২৩ সালে মামাতো ভাই সৈয়দ নেহাল হোসেনকে বিয়ে, ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে স্বামীর অকাল মৃত্যু এবং ১৯৩৯ সালে কামাল উদ্দিন আহমদকে বিয়ে করে ‘সুফিয়া কামাল’ নাম গ্রহণ।
সাহিত্য সাধনা	কাহিনীকাব্য : সাঁঝের মায়া, মায়া কাজল, উদাত্ত পৃথিবী, মন ও জীবন, প্রশস্তি ও প্রার্থনা, মৃত্তিকার স্বাণ ইত্যাদি। গল্প : কেয়ার কাঁটা। ভ্রমণ কাহিনী : সোভিয়েতের দিনগুলো। স্মৃতিকথা : একান্তরের ডায়েরী। শিশুতোষ গ্রন্থ : ইতল বিতল, নওল কিশোরের দরবারে।
পুরস্কার ও সম্মাননা	সুফিয়া কামাল পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ‘তখমা-ই ইমতিয়াজ’ নামক জাতীয় পুরস্কার, বাংলা একাডেমী পুরস্কার, একুশে পদক, বেগম রোকেয়া পদক, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্বর্ণপদক, নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক, মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার, Women's Federation for World Peace Crest, স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের Lenin Centenary Jubile Medal, Czechoslovakia Medal সহ কয়েকটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পান।
বিশেষ কৃতিত্ব	সমাজসেবা ও নারীকল্যাণমূলক কাজে অনন্য অবদান এবং ‘জননী সাহসিকা’ খ্যাতি লাভ।
জীবনাবসান	২০ নভেম্বর, ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ।

#### ✱ পাঠ-পরিচিতি

সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯) বাংলাদেশের বিশিষ্ট মহিলা কবি। ‘তাহারেই পড়ে মনে’ তাঁর এক অনবদ্য ও অনন্য সৃষ্টি। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত এ কবিতাটি ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ‘মাসিক মোহাম্মদী’ পত্রিকায় নবম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এ কবিতায় কবির ব্যক্তিজীবনের দুঃখময় ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে। শীতের অবসানে প্রকৃতিতে বসন্তের আগমন ঘটেছে। বসন্ত মানেই নতুন প্রাণ, বসন্ত মানেই নতুনের জাগরণ আর নতুন সৃষ্টিসম্ভার। তৃণ-গুলা ও পত্রপল্লবে মুকুলের মনোহর সৌরভে দক্ষিণা-স্নিগ্ধ সমীরণ ভরে উঠেছে। মৌমাছির গুঞ্জন, মাধবী ফুলের কুঁড়ির নাচন আর বনে বনে পাখ-পাখালির কলকাকলি মনকে নতুন আনন্দ শিহরণে উদ্বেলিত করে তোলে। এমন স্নিগ্ধ মধুর ও মনোমুগ্ধকর পরিবেশেও কবিকণ্ঠে আজ নীরব ও মন দুঃখভারাক্রান্ত। বসন্তকে বরণ করে নেয়ার কোনো উৎসাহ-ই কবির নেই। বসন্তের প্রতি তিনি পুরোপুরি উদাসীন। প্রকৃতির মন ভোলানো রূপকে সম্বোধে পাশ কাটিয়ে কবি নীরবতা পালন করছেন। বসন্তের প্রতি কবির এমন উদাসীন্য দেখে তাঁর ভক্তরা মর্মাহত ও ব্যথাতুর হয়ে পড়েছেন। তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্ত কবিকণ্ঠে বসন্ত-বন্দনা শুনতে উৎসুক।

তাই বসন্ত-সংগীত রচনার জন্যে তারা কবিকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। উত্তরে কবি শুধু এটুকু বলেন যে, বসন্ত কবির গানের অপেক্ষায় বসে থাকে নি। সে ফাগুনকে ভুলে নি। তাই ঋতু পরিক্রমায় ফাগুনের রেশ বুকের গন্ধ দিয়ে বসন্তকে অর্ধা নিবেদন করেছে। বসন্ত নিজের চিরন্তন ঐশ্বর্য দিয়ে প্রকৃতিকে সুশোভিত করেছে। এতদসত্ত্বেও বসন্তের প্রতি কবির নির্লিপ্ততা ও ঔদাসীন্য বসন্তকে হয়তোবা ব্যথিত করে তুলতে পারে। কিন্তু কবি বসন্তকে অভ্যর্থনা জানাতে অক্ষম। শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন পথে মাঘ মাস তার সমুদয় রিক্ততা ও হাহাকার নিয়ে বিদায় নিয়েছে। শীতের বিদায়ের করুণ স্মৃতিতে কবির হৃদয় আজ বেদনায় ভারাক্রান্ত। তিনি শীতের সেই বিদায় ব্যথা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। সেই বেদনাঘন স্মৃতিচারণে তিনি ব্যাপ্ত। তাই বসন্তের সমারোহকে বরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। শীতের রিক্ততার মাঝেই কবি নিজ জীবনের অনন্ত শূন্যতা ও মর্মপিড়ার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। তাই বসন্তের সামগ্রিক আয়োজনকে ব্যর্থ করে দিয়ে তাঁর হৃদয়ে শীতের রিক্ততা বারবার আবির্ভূত হচ্ছে।

#### ✱ উৎস পরিচিতি

সুফিয়া কামালের ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটি ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ‘মাসিক মোহাম্মদী’ পত্রিকায় [নবম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৪২] প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এটি ‘সাঁঝের মায়া’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

#### ✱ রচনা পরিচিতি

‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় ভাগ্যাহত কবি বসন্তের আগমনলগ্নে দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে অতীত হয়ে যাওয়া শীতের স্মৃতিচারণ করেছেন। মানুষের মন সাধারণত প্রগতিশীল। অর্থাৎ সামনের দিকে ধাবিত হয়। অতীতকে কেউ স্মরণ করতে চায় না। কিন্তু কবির বেলায় তা ব্যতিক্রম। অনুভূতিশীল কবিহৃদয় অতীতের রিক্ততাকে ভুলতে পারছেন না। তাই বসন্তের আবির্ভাবেও কবি হারিয়ে যাওয়া শীতের স্মৃতি হৃদয় থেকে মুছে ফেলতে পারছেন না। বারবার অতীত শীতের কথাই তাঁর মনে পড়ছে। বসন্ত কবিমানসের আবেগাপ্ত অবস্থার কাছে বসন্তের সকল আয়োজনের ডালি পরাজিত হয়েছে বলেই আলোচ্য কবিতায় কবিরমনের অবস্থাই প্রধানরূপে প্রতিভাত।

#### ✱ বস্তুসংক্ষেপ

বেগম সুফিয়া কামালের অনেক কবিতাতেই তাঁর স্বজন হারানোর বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। আলোচ্য ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটিও এর ব্যতিক্রম নয়। তাঁর সাহিত্য সাধনার প্রধান সহায়ক ও উৎসাহদাতা স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের আকস্মিক মৃত্যুতে কবির জীবনে প্রচণ্ড শূন্যতা ও দুঃসহ বিষণ্ণতা নেমে আসে। কবি ব্যক্তিজীবনের সবচেয়ে প্রিয়জনকে কোনোমতেই ভুলতে পারছেন না। বারবার শুধু তাঁর কথাই মনে পড়ছে। তাই কবিতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ভিত্তিতে বিচার করলে কবিতাটির ‘তাহারেই পড়ে মনে’ নামকরণ অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও সার্থক হয়েছে।

এ কবিতায় কবির ব্যক্তিজীবনের দুঃখময় ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে। তাঁর সাহিত্য সাধনার প্রধান সহায়ক ও উৎসাহদাতা স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের আকস্মিক মৃত্যুতে কবির জীবনে শূন্যতা নেমে আসে। তাই স্বামীর কথাই কবির মনে পড়ে বারবার। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার নামকরণ যথার্থ ও সার্থক হয়েছে।

#### ✱ নামকরণ

সাহিত্যের নামকরণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সংগত কারণেই যেকোনো রচনার নামকরণ অত্যাৱশ্যক। নামকরণ ব্যতিরেকে কোনো রচনাই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। অর্থপূর্ণ একটি শিরোনাম রচনার বিষয়বস্তুকে পাঠকের কাছে সুস্পষ্ট করে তুলতে পারে। সাহিত্যের নামকরণ একটি আর্ট বা বিশেষ কলা। পাস্চাত্য মনীষী Cavendis বলেন "A beautiful name is more valuable than a lot of wealth." অর্থাৎ, একটি সুন্দর নাম একগাদা সম্পদের চেয়েও উত্তম। নামকরণের ক্ষেত্রে লেখককে কতকগুলো দিকের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হয়। কখনও বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ওপর নির্ভরশীল নাম নির্বাচন করা হয়। কখনও রচনার মূলবক্তব্যের রূপক অর্থে কিংবা স্থান, কাল বা পাত্রভেদে নামকরণ করা হয়ে থাকে।

তবে ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটির নামকরণ করা হয়েছে অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ভিত্তিতে।

#### ✱ বানান সতর্কতা

অধীর, আগমনী, উত্তরী, কুহেলি, গীতি, তরী, তীব্র, ধীরে ধীরে নীরব, পুষ্পারতি, মাধবী, সন্ধ্যাসী, সমীর।

#### ✱ শব্দার্থ ও টীকা

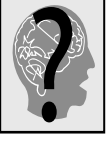
হে কবি	— কবিভক্ত এখানে কবিকে সম্বোধন করেছেন।
নীরব কেন	— উদাসীন হয়ে আছেন কেন? কেন কাব্য ও গান রচনায় সক্রিয় হচ্ছেন না।
ফাগুন যে এসেছে ধরায়	— পৃথিবীতে ফাল্গুন অর্থাৎ বসন্তের আবির্ভাব ঘটেছে।
বরিয়্যা	— বরণ করে।
লবে	— নেবে।
তব বন্দনায়	— তোমার রচিত বন্দনা—গানের সাহায্যে। অর্থাৎ বন্দনা—গান রচনা করে বসন্তকে কি তুমি বরণ করে নেবে না?

- দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি? – কবির জিজ্ঞাসা— বসন্তের দখিনা বাতাস বইতে শুরু করেছে কি—না। উদাসীন কবি যে তা লক্ষ্য করেন নি তার এই জিজ্ঞাসা থেকে তা স্পষ্ট হয়।
- সমীর – বাতাস।
- বাতাবি লেবুর ফুল... – বসন্তের আগমনে বাতাবি লেবুর ফুল ও আমের মুকুলের গন্ধে দখিনা বাতাস দিগ্বিদিক সুগন্ধে ভরে তোলে। কিন্তু উন্মাদ কবি এসব কিছুই লক্ষ্য করেন নি। কবির জিজ্ঞাসা তাঁর উদাসীনতাকেই স্পষ্ট করে।
- অধীর আবুল – বসন্তের এ কথায় আমরা নিশ্চিত হই প্রকৃতিতে বসন্তের সব লক্ষণ মূর্ত হয়ে উঠেছে। অথচ কবি তা লক্ষ্য করছেন না।
- এখনো দেখনি তুমি? – কবিভক্তের এ কথায় আমরা নিশ্চিত হই প্রকৃতিতে বসন্তের সব লক্ষণ মূর্ত হয়ে উঠেছে। অথচ কবি তা লক্ষ্য করছেন না।
- কোথা তব নব পুষ্পসাজ – বসন্ত এসেছে অথচ কবি নতুন ফুলে ঘর সাজান নি। নিজেও ফুলের অলংকারে সাজেন নি।
- অলং – অলঙ্ক, দৃষ্টি অগোচরে।
- পাথার – সমুদ্র।
- রচিয়া – রচনা করে।
- লহ – নাও।
- বরিয়া – বরণ করে।
- বসন্তেরে আনিতো... –
- ফাগুন ঝরিয়া – কবি বন্দনা—গান রচনা করে বসন্তকে বর্ণনা করলেও বসন্ত অপেক্ষা করে নি। ফাল্গুন আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিতে বসন্ত এসেছে।
- করিলে বৃথাই – ব্যর্থ করলে। অর্থাৎ কবি—ভক্তের অনুযোগ—বসন্তকে কবি বরণ না করায় বসন্তের আবেদন গুরুত্ব হারিয়েছে।
- পুষ্পারতি – ফুলের বন্দনা বা নিবেদন।
- পুষ্পারতি লভে নি কি –
- ঋতুর রাজন? – ঋতুরাজ বসন্তকে বরণ ও বন্দনা করার জন্য গাছে গাছে ফুল ফোটে নি? অর্থাৎ বসন্তকে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর জন্যেই যেন ফুল ফোটে।
- মাধবী – বাসন্তী লতা বা তার ফুল।
- অর্ঘ্য বিরচন – অঞ্জলি বা উপহার রচনা। প্রকৃতি বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয়ে ফুল ও তার সৌরভ উপহার দিয়ে বসন্তকে বরণ করে।
- উপেক্ষায় ঋতুরাজে কেন –
- কবি দাও তুমি ব্যথা – কবিভক্ত বুঝতে পারছেন না, কবি যথারীতি সানন্দে বসন্ত বন্দনা না করে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন কেন।
- কুহেলি – কুয়াশা।
- উত্তরী – চাদর, উত্তরীয়।
- কুহেলি উত্তরী তলে –
- মাঘের সন্ধ্যাসী – কবি শীতকে মাঘের সন্ধ্যাসীরূপে কল্পনা করেছেন। বসন্ত আসার আগে সর্বত্যাগী—সর্বরিক্ত সন্ধ্যাসীর মতো মাঘের শীত যেন কুয়াশার চাদর গায়ে মিলিয়ে গেছে।
- পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে – শীত প্রকৃতিতে দেয় রিক্ততার রূপ। গাছের পাতা যায় ঝরে। গাছ হয় ফুলহীন। শীতের এ রূপকে বসন্তের বিপরীতে স্থাপন করা হয়েছে। প্রকৃতি বসন্তের আগমনে ফুলের সাজে সাজলেও কবির মন জুড়ে আছে শীতের রিক্ততার ছবি। শীত যেন সর্বরিক্ত সন্ধ্যাসীর মতো কুয়াশার চাদর গায়ে পত্রপুষ্পহীন দিগন্তের পথে চলে গেছে।
- তাহারেই পড়ে মনে – প্রকৃতিতে বসন্ত এলেও কবির মন জুড়ে আছে শীতের রিক্ত ও বিষণ্ণ ছবি। কবির মন দুঃখ ভারাক্রান্ত। তার কণ্ঠ নীরব। শীতের করুণ বিদায়কে তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। তাই বসন্ত তার মনে কোনো সাড়া জাগাতে পারছে না। বসন্তের সৌন্দর্য তার কাছে অর্থহীন, মনে কোনো আবেদন জানাতে পারছে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তাঁর প্রথম স্বামী ও কাব্যসাধনার প্রেরণা—পুরুষের আকস্মিক মৃত্যুতে কবির অন্তরে যে বিষণ্ণতা জাগে তারই সুস্পষ্ট প্রভাব ও ইজিত এ কবিতায় ফুটে উঠেছে।

## ➡ অনুশীলন অংশ (Practice)

## উদ্দীপক ১ → নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

যারে খুব বেসেছিঁনু ভালো  
সে মোরে ছেড়ে চলে গেল  
যে ছিল মোর জীবন ছায়া  
রেখে গেছে শুধু মায়া।  
লাগে না ভালো অপরিপূর্ণ প্রকৃতি  
যতই করুক কেউ মিনতি  
আমি এখন রিক্ত শূন্য  
মন পড়ে রয়েছে তার জন্য  
সে দিল মোরে কেমনে ফাঁকি  
আমি এখন বড় একাকী।



- ক. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটি প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? ১
- খ. “উপেক্ষায় ঋতুরাজে কেন কবি দাও তুমি ব্যথা?”— উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকের প্রথম দুচরণে ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? আলোচনা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকটি যেন ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবির মর্মবাণীকেই ধারণ করেছে। – তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

### ১ নং প্রশ্নের উত্তর

#### ক জ্ঞান

- ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটি প্রথম ‘মাসিক মোহাম্মদী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

#### খ অনুধাবন

- “উপেক্ষায় ঋতুরাজে কেন কবি দাও তুমি ব্যথা”— উক্তিটি দ্বারা সানন্দে বসন্ত না করে তার দিকে কবির মুখ ফিরিয়ে থাকার কথা বোঝানো হয়েছে।
- প্রতি বছর বসন্তের আগমন ঘটে। গাছে গাছে ফুল ফোটে, বিচিত্র রঙের ফুলে ফুলে শাখা ভরে যায়। মাধবী কুঁড়ি সুগন্ধ ছড়িয়ে দেয় চারদিকে। প্রকৃতি বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয়ে ফুল ও তার সৌরভ উপহার দিয়ে বসন্তকে বরণ করে নেয়। কবি ভক্তের অনুযোগ, বসন্তকে কবি বরণ না করায়, বসন্তের আবেদন যেন গুরুত্ব হারিয়েছে। কবিভক্ত বুঝতে পারছেন না, কেন কবি বসন্তের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। ঋতুরাজকে উপেক্ষা করে কবি যেন তাকে তীব্র ব্যথা দিয়েছেন।

#### গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের প্রথম দুচরণে ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার বিষাদময় রিক্ততার হাহাকার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।
- ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার বসন্ত প্রকৃতির অপরিপূর্ণ সৌন্দর্য কবিমনে আনন্দের শিহরন জাগাবে, তিনি তাকে ভাবে ছন্দে সুরে ভরিয়ে তুলবেন সেটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু কবিমন যদি কোনো কারণে শোকাচ্ছন্ন বা বেদনা ভারাতুর থাকে তবে তা কবির অন্তরকে স্পর্শ করতে পারবে না। কবির মন জুড়ে আছে শীতের রিক্ত ও বিষণ্ণ ছবি। তাঁর মন গভীরভাবে দুঃখ ভারাক্রান্ত। তাঁর কণ্ঠ নীরব। শীতের করুণ বিদায়কে কবি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। আর তাই বসন্তও তাঁর মনে কোনো সাড়া জাগাতে পারছে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তাঁর প্রথম স্বামী তাঁর কাব্য সাধনার প্রেরণা-পুরুষ ছিলেন। তাঁরই আকস্মিক মৃত্যুতে কবির অন্তরে যে বিষণ্ণ বেদনার রিক্ততার সুর বেজে উঠেছে, তারই সুস্পষ্ট প্রভাব ও ইজিত এ কবিতায় বিধৃত হয়েছে। উদ্দীপকের কবিতাংশেও রয়েছে আকস্মিক বিচ্ছেদ-বেদনার করুণ হাহাকার। কেননা, কবি যাকে ভালোবেসেছিলেন। সে ছিল তাঁর জীবন-ছায়া, সে শুধু মায়াভরা স্মৃতি রেখে তাঁর জীবন থেকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে। তাঁর জীবন এখন ফাঁকা, তিনি এখন একাকী। সব সৌন্দর্যবোধ, সব কিছুর গুরুত্ব এখন স্তান হয়ে গেছে। তাই অপরিপূর্ণ প্রকৃতির রূপের প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণ নেই। কেননা, সমস্ত মন পড়ে আছে কেবল তাঁরই জন্য। কাজেই একথা বলা যায় যে, উদ্দীপকের প্রথম দুচরণে ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার বিষণ্ণ বেদনার রিক্ততার সুর প্রকাশ পেয়েছে।

#### ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- “উদ্দীপকটি যেন ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার মর্মবাণীকেই ধারণ করেছে”— কথাটা যথার্থ ও যৌক্তিক। কেননা উদ্দীপক এবং ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার মর্মবাণী একই।
- প্রিয়জন হারানোর বেদনা বড়ই মর্মান্তিক। যে প্রিয়জন কষ্ট-দুঃখে সমবাসী, উৎসাহ-অনুপ্রেরণায় উদার, প্রেম-ভালোবাসায় অতুলনীয়, বন্ধুত্বে অনুপম, সেই প্রিয়জনকে কখনো বিস্মৃত হওয়া যায় না। তাঁকে হারিয়ে জীবন হয়ে যায় রিক্ত-শূন্য-মূল্যহীন।
- উদ্দীপকে এবং ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় প্রিয়জন হারানোর বিষণ্ণ বেদনার রিক্ততার হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে। এটাই এ দুটোর মর্মবাণী বা মূলসুর। উদ্দীপকের কবিতাংশে কবি যাকে ভালোবেসেছিলেন, সে তাঁর জীবন থেকে চলে গেছে চিরদিনের মতো। শুধু রয়ে গেছে মায়াভরা স্মৃতি। অপরিপূর্ণ প্রকৃতি সৌন্দর্য তাঁর ভালো লাগে না। রিক্ত শূন্য একাকী জীবনে তাঁর স্মৃতিটুকুই এখন সান্ত্বনা। একইভাবে

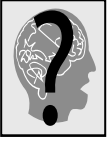
‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার কবি তাঁর স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনকে হারিয়ে রিক্ত ও শূন্য হয়ে গেছেন। কেননা, তিনিই ছিলেন তাঁর সাহিত্য সাধনার প্রধান সহায়ক ও প্রেরণাদাতা। এর ফলে তাঁর সাহিত্য সাধনায়ও নেমে আসে এক দুঃসহ বিষণ্ণতা। কবিমন আচ্ছন্ন হয়ে যায় রিক্ততার করুণ হাহাকারে।

- উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা নির্দিষ্টায় বলা যায় যে, উদ্দীপকটি ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার মর্মবাণীকেই ধারণ করেছে।

## ➡ অতিরিক্ত অনুশীলন (সৃজনশীল) অংশ

### উদ্দীপক ২ ➡ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

আর ক’দিন পরেই পহেলা বৈশাখ। পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে প্রতিবছরই কলেজে বৈশাখী উৎসব হয়। সকলে প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যস্ত। কিন্তু শিখা কই? শিখাকে ছাড়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কথা চিন্তা করা যায় না। গান, আবৃত্তি, অভিনয় সকল শাখায়ই তার এতটা দখল যে কলেজে তার দ্বিতীয়টি নেই। সকলে মিলে শিখাকে খুঁজতে লাগল। অনেক খোঁজাখুঁজি শেষে তাকে পাওয়া গেল, পুকুর পাড়ে। জলের পানে এক দৃষ্টিতে নীরবে চেয়ে আছে। সবাই গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ওর উপর। “কীরে, তুই এখানে? আর আমরা তোকে সারা ক্যাম্পাস খুঁজে খুঁজে হারান!” শিখার চিন্তায় যেন বাধা পড়ল, “হ্যাঁ তোমরা? ও বৈশাখী উৎসব তাই না? থাক না এবার না হয় নাই যোগ দিই উৎসবে।” বন্ধুরা আর পীড়াপীড়ি করে না, ওরা জানে শিখা কেন এ কথা বলছে।



- ক. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কোন ঋতুর কথা বলা হয়েছে? ১
- খ. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় প্রকৃতির কোন রূপ চিত্রিত হয়েছে? ২
- গ. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার কবির অনুভূতির আলোকে শিখার বৈশাখী উৎসবে যোগ না দেয়ার কারণ উদ্ঘাটন কর। ৩
- ঘ. ‘‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতা এবং উদ্দীপকের আলোকে বাইরের আনন্দ-উৎসবের সাথে মানুষের মনের অবস্থার সম্পর্ক নির্ণয় কর। ৪

### ২ নং প্রশ্নের উত্তর

#### ক জ্ঞান

- ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় বসন্ত ঋতুর কথা বলা হয়েছে।

#### খ অনুধাবন

- ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় বসন্তের অপব্রূপ রূপ চিত্রিত হয়েছে।
- বসন্ত ঋতুর আগমনে প্রকৃতি জুড়ে নতুন রূপের পসরা বসেছে। পত্র-পুষ্প-মঞ্জুরিতে অপব্রূপ সাজে সজ্জিত হয়েছে সমগ্র প্রকৃতি। বাতাসের দিক বদলে গেছে। উত্তরের হিমেল বাতাস নয়, বরং এসেছে উদাসী, মৃদু-মন্দ দখিনা বাতাস, সাথে এনেছে পৃথিবীর সমস্ত সৌরভ। ফুলের বৃকে ভ্রমরের গুঞ্জন, কাননে বাতাবি লেবু ফুলের সুবাস, কুঞ্জে-কুঞ্জে আম্র মঞ্জুরির সুগন্ধ প্রকৃতিকে করে তুলেছে উন্মাতাল। নানা ফুলে শোভিত বৃক্ষরাজি, আর মাধবীর বৃকে উঁকি দেয়া সদ্যজাত কুঁড়ি সগৌরবে ঘোষণা করছে বসন্তের জয়ভেরি। ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় বসন্তের এমন রূপই চিত্রিত হয়েছে।

#### গ প্রয়োগ

- ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় প্রকৃতির সৌন্দর্যময় রূপ প্রকাশিত হলেও সেটা মুখ্য হয়ে ওঠে নি। বরং কবির আপনজন হারানোর ফলে তার মনোবেদনাই এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে।
- ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার কবি প্রকৃতিতে বসন্ত আসলেও তার সাথে যোগ দিতে পারেন নি। কারণ, একরাশ বেদনার মেঘ ছড়িয়ে আছে তাঁর মনের আকাশে। সেখানে প্রকৃতির এই আনন্দ উৎসবের কোনো প্রভাব নেই। কবি অত্যন্ত বেদনাক্রান্ত তাঁর হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনের কথা মনে করে। এমন উৎসবের দিনে ঐ প্রিয়জন কাছে থাকলে হয়তো সবকিছু রঙিন মনে হতো। কিন্তু এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণই উল্টো।
- কবির মতো উদ্দীপকের শিখাও বৈশাখী উৎসবে যোগ দিচ্ছে না, কারণ তার মন ভালো নেই। প্রকৃতি, প্রতিবেশ উৎসবমুখর, কিন্তু তাঁর মন উদাস। সে প্রকৃতির এই উৎসবমুখর পরিবেশের সাথে একাত্ম হতে পারছে না। কারণ, তার মনও আজ বিরহ বেদনাকাতর। এই বেদনা ও দুঃখ তারাক্রান্ত মনে আনন্দে যোগ দিলে তা সফল হয় না। তাই ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার কবির মতো উদ্দীপকের শিখাও উৎসবে যোগ দেবে না।

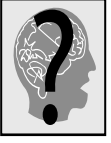
#### ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- বাইরের অবস্থার সাথে মানুষের মনের সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রকৃতির বিরূপ প্রভাবে মানুষের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে।
- প্রকৃতির সাথে মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। প্রকৃতির প্রভাব যেমন মানুষের উপর পড়ে, তেমনি মানুষের মনের প্রভাবও প্রকৃতিতে প্রতীয়মান হয়। প্রকৃতির আনন্দ মনে শিহরন জাগায়, আবার প্রকৃতির বিমর্ষতা মনকে দুঃখতারাক্রান্ত করে।

- মন ভালো থাকলে সবকিছু আনন্দময় মনে হয়। কিন্তু মন যখন প্রিয়জন হারানোর বেদনায় ভারাক্রান্ত, তখন প্রকৃতির অনেক কিছুই মনকে আর স্পর্শ করে না। বরং তা থেকে কেবল প্রকৃতির এই সুন্দর মুহূর্তে প্রিয়জন সান্নিধ্যে থাকতে পারলে কী আনন্দময় হয়ে উঠত মুহূর্তগুলো, সে ভাবনায় মন উদাস হয়। সুতরাং, বাইরের আনন্দ-উৎসব মানুষের মনকে প্রভাবিত করলেও মন দুঃখভারাক্রান্ত থাকলে সবকিছু বিষাদময় মনে হয়।
- ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায়ও বাইরের আনন্দ উৎসবের সাথে মনের এমন সম্পর্কের ছবিই ফুটে ওঠেছে। এখানে দেখা যায়, কবির মন প্রিয়জন হারানোর বেদনায় আক্রান্ত বলে তিনি বসন্তের উৎসবে যোগ দিতে পারছেন না। বরং তা থেকে তার মনে দুঃখের বিলাপ। একই অবস্থা প্রকাশিত হয়েছে উদ্দীপকের শিখার মাধ্যমে।

### উদ্দীপক ৩ ➡ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

অনিতা মাঝে মাঝে কবিতা লেখে। বিশেষ বিশেষ দিবসকে সামনে রেখে কবিতা লেখা তার নৈমিত্তিক কর্ম। কলেজের ম্যাগাজিনের প্রতি সংখ্যায় তার কবিতা থাকা চাই-ই-চাই। এবার বসন্ত উপলক্ষে সংখ্যা বের হবে, তাকে কবিতা লিখতে বলা হলো। কিন্তু কই, সেতো সেরকম আনন্দের কবিতা লিখতে পারছে না। অনিতা আনন্দের কবিতা, বসন্ত বরণের কবিতা লিখতে চাইছে, কিন্তু তার কলম দিয়ে বেরিয়ে আসছে দুঃখবরা বাণী। মনের কোণে ব্যথা টনটনিয়ে ওঠে। দুঃখভারাক্রান্ত মনে চেয়ে রয় আকাশপানে। হয়তো প্রিয়জনের স্মৃতি বার বার ডাকছে তাকে।



- ক. ‘মিনতি’ শব্দটির অর্থ ও বুৎপত্তি নির্দেশ কর। ১
- খ. বসন্তের আগমনেও কবির পুষ্পসাজ নেই কেন? ২
- গ. অনিতা কেন আনন্দের কবিতা লিখতে পারছে না? ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার কবির অবস্থার সাপেক্ষে আলোচনা কর। ৩
- ঘ. “অলখের পাথার বাহিয়া তরী তার এসেছে কী? বেজেছে কি আগমনী গান?” ব্যাখ্যা কর। ৪

### ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

#### ক জ্ঞান

- ‘মিনতি’ শব্দের অর্থ অনুরোধ। ‘মিনতি’ শব্দটি সংস্কৃত মিনতি এবং আরবি মিনত শব্দযোগে তৈরি হয়েছে।

#### খ অনুধাবন

- বসন্তের আগমনে সাধারণত মানুষের মন প্রফুল্ল থাকে। কিন্তু বসন্তের আগমনে কবি সুফিয়া কামালের মন বিষণ্ণ। তাই বসন্তের আগমনে তার পুষ্পসাজ নেই।
- বসন্তে আগমনে কবির বর্ণাঢ্য সজ্জা থাকার কথা। কিন্তু নির্বিকার কবির সে রকম কোনো সজ্জা চোখে পড়ছে না। বরং কবির মনে রিক্ত, বিমর্ষ, পুষ্পহীন বিগত শীতের অবস্থান স্থায়ী হয়ে আছে। বসন্ত তো কবির একক বন্দনার অপেক্ষা করে নাই। সকলেই তার উৎসবে মুখরিত। কবি বরং উৎসবহীন শীতের প্রতিই ধ্যানমগ্ন থাকতে চান। বর্ণহীন, পুষ্পহীন, নিরাসক্ত শীত প্রকৃতপক্ষে কবির প্রয়াত স্বামীর প্রতি কবির অনুভূতির প্রতীক। স্বামী নেই, তাই প্রকৃতির সব সজ্জা কবির কাছে অর্থহীন মনে হয়। সুতরাং, বলা যায়, প্রয়াত স্বামীর স্মৃতি-কাতরতার জন্যেই কবির পুষ্পসাজ নেই।

#### গ প্রয়োগ

- স্বজন বিয়োগে কোনো কালই মানুষের মনে আনন্দ দিতে পারে না। তাই কবি সুফিয়া কামাল ও অনিতা স্বজন বিয়োগে মনের আনন্দে কবিতা লিখতে পারছেন না।
- উপরের অনুচ্ছেদে দেখা যায়, সারাজীবন নানা উৎসব উপলক্ষে কবিতা লিখে আসলেও এবার বসন্ত উপলক্ষে কবিতা লিখতে পারছে না অনিতা। অনিতার কাছে সবার প্রত্যাশা সে যেন বসন্তকে বরণ করে একটা কবিতা লিখে। কিন্তু আনন্দের যেন অবসান হয়ে গেছে অনিতার জীবনে। তার মন বিষাদগ্রস্ত তাই সে আনন্দের কবিতা লিখতে পারছে না।
- ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার কবির সাথে তুলনীয় অনিতার অবস্থা। এ কবিতার কবি তার প্রয়াত স্বামীর স্মৃতিতে আচ্ছন্ন। থেকে থেকে কেবল স্বামীকে হারানোর বেদনায় ভারাক্রান্ত তার মন। তাই ভক্তের বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও কবিতা লিখতে পারছেন না কবি। তার মনে হচ্ছে, প্রকৃতিকে বরণ করে নেবার মতো আনন্দ তার মনে নেই। সুতরাং, ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার কবির সাথে তুলনায় বলা যায়, কবি যেমন তার স্বামীকে হারানোর বেদনার আচ্ছন্নতা কাটিয়ে বসন্ত বরণের কবিতা লিখতে পারছেন না, তেমনি অনিতাও প্রিয়জন হারানোর কষ্ট ভুলে আনন্দের কবিতা রচনা করতে পারছে না।

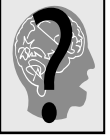
#### ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার উল্লিখিত পঙক্তিতে কবি মনের বিষণ্ণতা প্রকাশ পেয়েছে।
- আলোচ্য অংশটুকুর শাব্দিক অর্থ হলো, কবি প্রশ্ন করছে, সকলের অলক্ষে সমুদ্র বেয়ে তার নৌকা এসেছে কিনা, আর তার জন্য আগমনী গান বেজেছে কিনা! এখানে বসন্তের আগমনের কথা বলা হয়েছে।

- প্রকৃতিতে বসন্ত এসেছে নিজস্ব নিয়মে, সাড়া জাগিয়ে নয়। কবির কাছে বসন্তের আগমন বার্তা ধরা পড়ে নি। তাই কবিভক্ত তার উন্মনার কারণ জিজ্ঞেস করলে কবি উদাস মনেই প্রশ্ন করে বসন্তের আগমন সম্পর্কে। প্রকৃতিতে বসন্ত এলেও সে বসন্ত কবির মনকে ছুঁতে পারে নি। তাই কবি আনমনা।
- উদ্দীপকেও আমরা দেখতে পাই, অনিতা বিশেষ বিশেষ দিবসকে সামনে রেখে কবিতা লিখত। কলেজের ম্যাগাজিনের প্রতি সংখ্যায় তার কবিতা বের হতো। কিন্তু বসন্ত উপলক্ষ্যে তাকে কবিতা লিখতে বললে সে কোনো আনন্দের কবিতা লিখতে পারছে না, কেবলই তার কলম দিয়ে বারে পরে দুঃখের বাণী। দুঃখ ভারাক্রান্ত মন চেয়ে থাকে আকাশ পানে। তার প্রিয়জনের স্মৃতি তাকে কাতর করে তুলে। আর এজন্যই প্রকৃতিতে বসন্ত এলেও তা অনিতার মনকে ছুঁতে পারেনি। তাই বলা যায়, অনিতা আর কবির বিয়োগ ব্যথা একই সুতোয় গাঁথা।

### উদ্দীপক ৪ ➡ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

শুধু তাকে এবং তাকেই ভালোবেসেছিল আরতি। কিন্তু ছয়মাস হলো সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায় সে। তার স্মৃতিগুলো কুড়ে কুড়ে খায় আরতিকে। এদিকে বাসা থেকে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছে। ছেলে ভালো, দেখতে সুদর্শন, পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। পরিবারের সকলে এ ছেলের সাথে তার বিয়ে ঠিক করেছে এবং সকলে চায় আরতি এর সাথে মাঝে মাঝে বেড়াতে যাক। আজ পহেলা ফাল্গুন। তবু বর আদির অনুরোধ ফেলতে পারে না আরতি। রাস্তায় বের হয়ে দেখে চারিদিকে কত উৎসব! কিন্তু আরতি পারছে না সহজ হতে। আদির কাছে বিষয়টি ধরা পড়ল। সে বলল, “অভিমান করেছে? চুপ করে আছ কেন? এমন দিনে তুমি চুপ থাকলে পুরো বসন্তই যে বৃথা হয়ে যাবে।” আরতি মৃদু হেসে উত্তর দেয় “না, বৃথা যাবে কেন! গাছে গাছে ফুলতো ঠিকই ফুটেছে, বসন্তকে বরে নেয়ার জন্য চারদিকে কত আয়োজন। প্রকৃতি কারো জন্য অপেক্ষায় থাকে না, সে চলে নিজের গতিতে।”



- ক. ‘পুষ্পারতি’ শব্দটির অর্থ কী? ১
- খ. কবি অভিমান করেছেন কি-না এ প্রশ্ন করার কারণ কী? ২
- গ. “প্রকৃতি কারো জন্য অপেক্ষায় থাকে না, সে চলে নিজের গতিতে”— ‘তাহারাই পড়ে মনে’ কবিতায় এ ভাবের কী দৃষ্টান্ত ফুটে ওঠেছে? ৩
- ঘ. ‘তাহারাই পড়ে মনে’ কবিতায় প্রকৃতির সৌন্দর্য ও কবির মনের অবস্থার মধ্যে কোনটি প্রধান হয়ে উঠেছে ৪ বলে তুমি মনে কর?

### ৪ নং প্রশ্নের উত্তর

#### ক জ্ঞান

- ‘পুষ্পারতি’ শব্দটির অর্থ হলো ফুলের বন্দনা বা নিবেদন।

#### খ অনুধাবন

- কবি বসন্ত উপলক্ষে কোনো কবিতা না লেখার কারণে তাকে এ প্রশ্ন করা হয়েছে।
- ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে স্বভাবসিদ্ধ কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন না কবি। নেই তার পুষ্পসাজ কিংবা রচনা করছেন না কোনো কবিতা। বসন্তের প্রতি কবির ঔদাসীনের কারণ জিজ্ঞেস করলে কবি উত্তরে বলেন যে, প্রকৃতিতে বসন্তের আগমন তার বন্দনাগীত রচনার অপেক্ষা করে নি। তিনি বন্দনাগীত রচনা না করলেও ইতোমধ্যে প্রকৃতিতে বসন্তের আগমন ঘটেছে এবং যথানিয়মেই ঘটেছে। বসন্তকে ফাল্গুন গাছে গাছে ফুল ফুটিয়ে, পুষ্পমুকুলের গন্ধে বাতাস মুখরিত করে বরণ করে নিয়েছে। কবিমনের দুঃখের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বসন্ত তার আগমনকে বিলম্বিত করে নি, যথানিয়মে সে এসেছে। তাই কবি নির্লিপ্ত থাকলেও তাতে বসন্তের কিছু আসে-যায় না। বসন্তের এই উদাসীনতা কবিকে আহত করেছে কি-না এখন সে প্রশ্নই দেখা দিয়েছে। না-হলে তিনি হয়তো বসন্তকে বরণ করে কোনো কবিতা লিখতেন।

#### গ প্রয়োগ

- বসন্তে কবিমন বিষণ্ণ। তাই সে কোনো কবিতা লিখে নি। কিন্তু প্রকৃতি তার আপন গতিতে চলে। উদ্দীপকে উল্লিখিত লাইনে প্রকৃতির সে ধর্মের কথা বলা হয়েছে।
- সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না। সে তার গতিতে বয়ে যায়। প্রকৃতির নিয়ম মেনে শীতের পরে বসন্ত আসে। তাতে কার মনে কী অনুভূতি হলো সেটা বিবেচ্য নয়। কেউ কেউ হয়তো কোনো দুঃসহ স্মৃতির কারণে প্রকৃতির এই পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না। কিন্তু তাতে প্রকৃতির কিছু আসে-যায় না। প্রকৃতির চলার স্বতন্ত্র পথ রয়েছে। প্রকৃতি সেই পথে চলে, সেই নিয়মে আবর্তিত হয়। শত বাধা দিলেও প্রকৃতি শুনবে না। কারো কোনো মান অভিমান প্রকৃতির কাছে বিবেচ্য নয়।
- এই ভাবটির বেশ কিছু দৃষ্টান্ত ফুটে ওঠেছে ‘তাহারাই পড়ে মনে’ কবিতায়। এখানে দেখা যায় কবি বসন্তের আগমনে কোনো পুলক অনুভব করছেন না, বসন্তকে বরণ করে নেয়ার জন্য তার কোনো প্রস্তুতি নেই। কিন্তু নানা পুষ্প, পত্রে,



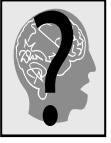
মঞ্জুরীতে প্রকৃতি ঠিকই বরণ করে নিয়েছে বসন্তকে। কবির মন শীতের শোক ভুলতে না পারলেও প্রকৃতি ঠিকই শীতকে ভুলে বসন্তকে বরণ করে নিয়েছে। সুতরাং, বলা যায়, প্রকৃতি কারো জন্য অপেক্ষায় থাকে না, সে চলে নিজের গতিতে।

## ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবির মনের বিষণ্ণতাই প্রধান হয়ে উঠেছে।
- প্রকৃতিতে ঋতুরাজ বসন্তের আগমনের আগেই কবির প্রিয়তম স্বামী চলে গেছে অনন্ত পারাপারে, পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে। ফলে প্রকৃতিতে বসন্তের আবির্ভাবের পূর্বেই কবির মনকে গ্রাস করেছে শীতের স্থায়ী রিক্ততা। তাই বসন্তের সাড়ম্বর আবির্ভাব কবিকে ভাবোচ্ছ্বাসে আপ্ত করতে পারে নি।
- বসন্ত এসেছে ঠিকই, কিন্তু মাঘের পুষ্পশূন্য রিক্ততার কথা কবি আদৌ ভুলতে পারেন নি। প্রকৃতপক্ষে শীতের নিঃস্বতার মাঝে কবি তার নিঃসঙ্গ জীবনের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন।
- কুহেলি উত্তরী তলে চলে যাওয়া মাঘের বিষণ্ণতা আর অনন্ত পরপারে চলে যাওয়া তার প্রিয়জনের বিয়োগব্যথা একই সূতোয় গাঁথা। তাইতো তিনি শীতকে মাঘের সন্ন্যাসী বলেছেন। মাঘের সন্ন্যাসীরূপী শীতের অপসূয়মান মূর্তিটি কবির ভাষাকে স্তম্ভ করেছে, তাঁকে করেছে রক্তাক্ত। কবির এই হাহাকারের পাশাপাশি প্রকৃতিতে বসন্ত আগমনকালের সৌন্দর্য-বর্ণনা বিবেচনা করলে কবির হাহাকার বেশি করে আঘাত করে পাঠক হৃদয়ে। প্রকৃতির বসন্ত-সজ্জার আনন্দ নয়, বরং কবির রিক্ততাই পাঠক হৃদয়কে অধিক আপ্ত করে। তাই বলা যায়, আলোচ্য কবিতায় বসন্ত প্রকৃতির সৌন্দর্যের চেয়ে কবির মনের রিক্ত হাহাকারই প্রধান হয়ে উঠেছে।

## উদ্দীপক ৫ → নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

সৃষ্টির বিয়ে হয়েছে পাঁচদিন হলো। এটা তার দ্বিতীয় বিয়ে। প্রথম যেবার বিয়ে করেছিল তখন ছিল শীতকাল। এখন বর্ষাকাল। আকাশে মেঘ। সৃষ্টি তাকিয়ে আছে জানালার বাইরে, দৃষ্টি তার কোথায় নিবন্ধ জানে না। তার স্বামী এসে পাশে দাঁড়ায়। এমন সময় বৃষ্টি ঝরতে থাকে। স্বামী আনন্দে চিৎকার করে, “দেখো কী সুন্দর বৃষ্টি!” সৃষ্টি প্রত্যন্তরে শুধু মৃদু হাসে। আরোও জোরে বৃষ্টি নামে। স্বামী হাত ধরে টানে, চলো ভিজি দুজনে। কিন্তু সৃষ্টি নীরব, নিথর। স্বামী তার ভাবটি বুঝতে পেরে বলে, “সৃষ্টি, তোমার এই উপেক্ষা আর আমার সহ্য হচ্ছে না। আমায় ব্যথা দিয়ে কী সুখ তুমি পাও?” সৃষ্টি আর থাকতে পারে না। স্বামীর কাছে হাত জোড় করে বলে, “ওগো, আমি যে কিছুতেই ভুলতে পারছি না, শুধু তাহারেই পড়ে মনে।”



- |   |   |
|---|---|
| ক. ‘উত্তরী’ শব্দের অর্থ কী?   | ১ |
| খ. কবি কাকে কেন মাঘের সন্ন্যাসী বলেছেন?   | ২ |
| গ. “তাহারেই পড়ে মনে”- উক্তিটি কবির সাথে কীভাবে অনুচ্ছেদের সৃষ্টিকে তুলনীয় করে তুলেছে?     | ৩ |
| ঘ. প্রিয়জনের বিরহে মানুষ শূন্যতা অনুভব করে কেন? ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার আলোকে আলোচনা কর। | ৪ |

### ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

## ক জ্ঞান

- ‘উত্তরী’ শব্দটি উত্তরীয় শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। ‘উত্তরীয়’ অর্থ চাদর।

## খ অনুধাবন

- ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবি সুফিয়া কামাল শীত ঋতুকে মাঘের সন্ন্যাসী বলেছেন।
- ষড়ঋতুর এই দেশে পৌষ মাঘ এ দু’মাস শীতকাল। মাঘের শেষ দিকে শীতের বিদায় ঘণ্টা বেজে ওঠে। এ সময় প্রকৃতি কুয়াশার চাদর জড়িয়ে শীতের তীব্রতায় মুছড়ে পড়ে। গাছপালা পাতাশূন্য হয়ে পড়লে প্রকৃতিকে সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীর মতো মনে হয়। প্রকৃত সন্ন্যাসীর যেমন রিক্ততা, নিঃস্বতা, ধন-সম্পদ হীনতার অবস্থা থাকে, তেমনি শীতকালের প্রকৃতিও রিক্ত, নিঃস্ব এবং আবরণহীন। প্রকৃতির এই অলংকারবিহীন রূপের কারণেই কবি শীতকে মাঘের সন্ন্যাসী বলেছেন।

## গ প্রয়োগ

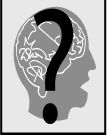
- কবি জীবনের প্রাণপুরুষের বিয়োগের প্রেক্ষাপটে যেভাবে কবিতাটি লিখেছেন ঠিক সেভাবেই অনুচ্ছেদের সৃষ্টির জীবনের প্রথম স্বামী বিদায়ের বিরহ ফুটে উঠেছে।
- কবি তাঁর প্রয়াত প্রিয়জনকে ভুলতে পারছেন না। কবির ব্যক্তিজীবনে সাহিত্য সাধনার প্রধান সহায়ক ও উৎসাহদাতা স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের আকস্মিক মৃত্যুতে কবির জীবনে প্রচণ্ড শূন্যতা নেমে আসে। তার ব্যক্তিজীবন ও কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে নেমে আসে এক দুঃসহ বিষণ্ণতা। কবিমন আচ্ছন্ন হয়ে যায় রিক্ততার হাহাকারে। কবি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না তাকে। এই হাহাকারই ফুটে ওঠেছে ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার প্রতিটি পঙ্ক্তিতে।
- ঠিক একই ধরনের অনুভূতি উপরের অনুচ্ছেদের সৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বর্ষার প্রেমাতাল প্রকৃতির টান আর তার দ্বিতীয় স্বামীর আস্থানও তাকে উদ্বলিত করতে পারছে না। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকিয়ে তার কেবলই মনে পড়ে মৃত প্রথম স্বামীর কথা। সে বৃষ্টিকে তার কেবলই হৃদয়ের কান্না মনে হয়। তার কাছে প্রেমসিক্ত প্রকৃতির কোনো আবেদন নেই।

ভীষণ শূন্যতায় তার হৃদয়টা যেন পূর্ণ হয়ে আছে। সুতরাং, বলা যায়, ‘তাহারেই পড়ে মনে’- উক্তিটি কবির অনুভূতিকে অনুচ্ছেদের সৃষ্টির অনুভূতির সাথে একাত্ম করে তুলেছে।

### ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- মানুষ একা বাস করতে পারে না। বেঁচে থাকতে হলে কাউকে না কাউকে সুখ-দুঃখের সাথী করে নিতে হয়। দীর্ঘদিন বসবাসে সেই সঙ্গীটি অনেক সময় মানুষের সত্তার সাথে মিশে যায়। তাই যখন সঙ্গীটি হারিয়ে যায় বা ছেড়ে চলে যায়, তখন মানুষ আপন সত্তাকে পূর্ণাঙ্গভাবে অনুভব করে না তাই তার মধ্যে দেখা দেয় শূন্যতা। নিজেকে অসম্পূর্ণ মনে হয় তার।
- কোনো মানুষের সাথে দীর্ঘদিন বসবাসের ফলে পরস্পরের মধ্যে গড়ে উঠে মধুর সম্পর্ক। আর সে সম্পর্ক যদি হয় স্বামী-স্ত্রীর, তাহলে তা কখনই ভোলা যায় না। তাই কোনো স্বামী যদি তার স্ত্রীকে ছেড়ে পরোলোক গমন করে তাহলে তার স্ত্রীকে চরম শূন্যতায় ভুগতে হয়। কবির ক্ষেত্রে ঠিক তাই হয়েছে।
- ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবি তার প্রথম স্বামীকে কোনো ভাবেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছেন না। কবির কবিতা লেখার উৎসাহদাতা, সুখ-দুঃখের সার্বক্ষণিক সঙ্গীর স্মৃতিগুলো কবিকে বার বার ডাকছে। প্রেরণাদায়ী স্বামীর অকাল মৃত্যুতে কবির জীবনে নেমে এসেছে প্রচণ্ড শূন্যতা। তাই প্রকৃতি জুড়ে বসন্ত উৎসব শুরু হলেও কবি সে উৎসবে शामिल হতে পারছেন না। বসন্তের আগমনকে নিশ্চিত করতেই বিদায় নিতে হয়েছে শীত ঋতুকে। শীতের এই রিক্ত ও নিঃস্ব বিদায়ের সঙ্গে কবি তার প্রিয়তমের বিদায়ের এক গভীর তাৎপর্য ও মিল খুঁজে পেয়েছেন। তাই তার মন জুড়ে কেবল শীতের রিক্ততা ও বিষণ্ণতার ছবি।
- সুতরাং, প্রিয়জনের মৃত্যুবিরহে কবি পরম শূন্যতা অনুভব করছেন। প্রকৃতিতে বসন্ত, আনন্দ-উৎসব বহমান কিন্তু কবির মন শূন্যতায় পূর্ণ। প্রিয়জনের বিরহে সবকিছু তার কাছে শূন্য মনে হচ্ছে।

**উদ্দীপক ৬** নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।



- ক. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটির প্রকাশকাল কত? ১
- খ. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটির ছন্দবৈশিষ্ট্য লেখ। ২
- গ. অনুচ্ছেদে ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার কোনো ভাবটিকে অবলম্বন করা হয়েছে? ৩
- ঘ. “তাহারেই পড়ে মনে ভুলিতে পারি না কোনো মতে”- পঙ্ক্তিটির আলোকে উপরের চিত্রকল্পের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৬ নং প্রশ্নের উত্তর

#### ক জ্ঞান

- সুফিয়া কামাল রচিত ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটি ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ‘মাসিক মোহাম্মদী’ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

#### খ অনুধাবন

- বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান মহিলা কবি বেগম সুফিয়া কামাল রচিত ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত।
- এ কবিতায় ৮ ও ১০ মাত্রার পর্ব লক্ষ্য করা যায়। তবে স্তবক বিন্যাসে কিছুটা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। অক্ষরবৃত্ত ছন্দরীতি অনুযায়ী কবিতায় সুললিত ছন্দ ও মার্ধ্যতার ছাপ রয়েছে।

#### গ প্রয়োগ

- কবি সুফিয়া কামাল রচিত ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় প্রকাশিত ভালোবাসার অনুভবের সাথে মিল আছে উদ্দীপকের চিত্রকল্পের।
- ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় প্রিয় হারানোর বেদনার যে সুর ধ্বনিত হয়েছে, ভালোবাসার যে প্রগাঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে তার সাথে সম্পর্ক আছে উদ্দীপকের। উদ্দীপকে তাজমহলের ছবির মধ্য দিয়ে সম্রাট শাহজাহানের প্রয়াত প্রিয়তমার প্রতি ভালোবাসা এবং স্মৃতিকাতরতা প্রকাশ পেয়েছে।
- ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায়ও আমরা কবির তার প্রয়াত স্বামীর প্রতি গভীর প্রেম এবং স্মৃতিকাতরতা লক্ষ্য করি। প্রকৃতিতে বসন্ত এসেছে, বসন্ত বরণ করে নিতে চারিদিকে সাজসাজ রব কিন্তু কবি যোগ দিতে পারছেন না সেই উৎসবে। তার

হৃদয়ের সমগ্রটা জুড়ে প্রয়াত স্বামীর জন্য শোক। তাঁর সাহিত্য সাধনার প্রধান সহায়ক ও উৎসাহদাতা স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের আকস্মিক মৃত্যুতে কবির জীবনে প্রচণ্ড শূন্যতা নেমে আসে। তাঁর ব্যক্তিজীবন ও কাব্য সাধনার ক্ষেত্রে নেমে আসে এক দুঃসহ বিষণ্ণতা। কবির মন আচ্ছন্ন হয়ে যায় রিক্ততার হাহাকারে। ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাকে আচ্ছন্ন করে আছে সেই বিষাদমর রিক্ততার সুর। এ রিক্ততা যেন তাজমহলের স্রষ্টা সম্রাট শাহজাহানের হৃদয়ের রিক্ততা। উভয়ই একীভূত হয়ে আছে প্রিয়জন হারানোর বেদনায়।

### ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার উল্লিখিত উক্তিতে প্রিয়জন হারানোর যে বেদনা ও শূন্যতাবোধ ফুটে উঠেছে তা-ই এ কবিতার মূলসুর।
- বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি সুফিয়া কামাল রচিত এ কবিতায় কবির ভালোবাসার অনুভূতির মাঝে প্রকৃতি ও জীবনের আর সব আয়োজন যেন অর্থহীন হয়ে গেছে।
- ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় ব্যক্তি কবির প্রিয়জনের প্রতি স্মৃতিকাতরতা প্রকাশ পেয়েছে। তাই প্রকৃতিতে বসন্ত এলেও কবির মন জুড়ে আছে শীতের রিক্ততা আর বিষণ্ণতা। কবির হৃদয় দুঃখে তারাক্রান্ত তাঁর কণ্ঠ নীরব। শীতের করুণ বিদায়কে তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। তাই বসন্ত তার মনে কোনো সাড়া জাগাতে পারছে না। বসন্তের সৌন্দর্য তার মনে কোনো আবেদন জাগাতে পারছে না। কবি তার প্রিয়জন হারানোর বেদনাকে কিছুতেই মুছে দিতে পারছেন না হৃদয় থেকে। বার বার তাকে তাড়িত করছে সেই স্মৃতি। কবি তাই উদাস। কবিভক্ত তাই আজ বসন্তের আনন্দ উৎসবে যোগ দিতে বললেও মনোব্যথা প্রকৃতির প্রতিকূলে। হৃদয়ের দুঃখভারকে তাই প্রকাশ করেছেন এই বাণীর মধ্য দিয়ে “তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারি না কোনো মতে।”
- ঠিক একই বিষয় প্রকাশিত হয়েছে তাজমহল গড়ার পেছনেও। সম্রাট শাহজাহান প্রিয়তমা পত্নীর বিয়োগ ব্যথায় কাতর হয়ে তার স্মৃতিকে হৃদয়ে অমলিন করে রাখার জন্য গড়ে তুলেছিলেন তাজমহল। যমুনার তীরে গড়ে ওঠা এ সমাধিসৌধ তাজমহলের অস্তিত্ব প্রতিনিয়ত তার স্ত্রীর কথা স্মরণ করিয়ে দিতো সম্রাটকে। এক মুহূর্তের জন্যও তিনি বিস্মৃত হতে পারতেন না প্রিয়তমা স্ত্রীকে। তাজমহল প্রতীকের মধ্যে শাহজাহানের এ মনোভাব আর ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবির মনোভাবের মধ্যে এ স্মৃতিকাতর দিকটি সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

### উদ্দীপক ৭ ➡ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

কেতকীর কুঞ্জবনে গুঞ্জরিল মধুপের গান।

.....

হেমন্ত ফুটাতে চাহি হাসি শীর্ণ কেতকীর মুখে

চমকি ফিরিয়া এল বিস্ময়ে সে ব্যাথাভরা বুক,

এত দুঃখভার

কোন দানে মুছাবে সে এ ব্যথিতা মূর্ছিতা কেয়ার।

গন্ধে হলো তারাক্রান্ত সে নিশীতে কেয়া কুন্তবনে,

রূপগন্ধ বিকশিত। ব্যথা তার রহিল গোপন।



- ক. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কী কী ফুলের উল্লেখ আছে? ১
  - খ. ‘অর্থ্য বিরচন’ কথাটি দ্বারা কবি কী বুঝিয়েছেন? ২
  - গ. অনুচ্ছেদের ‘হেমন্ত ফুটাতে চাহি’—অংশটুকুর সাথে ‘ফাগুন যে এসেছে ধরায়’ অংশটুকুর তুলনা কর। ৩
  - ঘ. “অনুচ্ছেদটিতে ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার ভাববস্তু পরিস্ফুটিত হয়েছে”— মন্তব্যটির পক্ষে/বিপক্ষে ৪
- তোমার অবস্থান তুলে ধর।

### ৭ নং প্রশ্নের উত্তর

#### ক জ্ঞান

- ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় বাতাবি লেবুর ফুল, আমের মুকুল, মাধবী কুঁড়ির উল্লেখ রয়েছে, এর সবগুলোই বসন্তের ফুল।

#### খ অনুধাবন

- “অর্থ্য” অর্থ হচ্ছে অঞ্জলি বা উপহার আর “বিরচন” শব্দটির অর্থ হলো রচনা করা।
- প্রকৃতি বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয়ে ফুল ও তার সৌরভ উপহার দিয়ে বসন্তকে বরণ করে নেয়। কেউ স্মরণ করুক বা না করুক প্রকৃতি ঠিকই আপন রীতিতে বরণ করে নেয় বসন্তকে। এ বিষয়টিই প্রকাশিত হয়েছে অর্থ্য বিরচন কথাটির মধ্য দিয়ে।

#### গ প্রয়োগ

- কবি বেগম সুফিয়া কামাল রচিত ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় ‘ফাগুন যে এসেছে ধরায়’ কথাটির মধ্যে বসন্তের যে সৌন্দর্য সমৃদ্ধির আভাস রয়েছে তার সাথে ভাবগত মিল আছে অনুচ্ছেদের ‘হেমন্ত ফুটাতে চাই’—অংশটুকুর।
- অনুচ্ছেদটিতে প্রকৃতির আনন্দমুখর সত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। হেমন্ত প্রকৃতির এক শস্যনির্ভর বর্ণিত আবর্তন। ‘হেমন্ত ফুটাতে চাই’ কথাটি কর্তৃক প্রকৃতির আনন্দ ঘন পরিবেশের বার্তা অভিব্যক্ত। হেমন্তের আগমনে এক শস্য সমৃদ্ধ সময়ের আগমনবার্তা ধ্বনিত হয়। ঘরে ঘরে আনন্দ উপলক্ষ নিয়ে আসে হেমন্ত।
- হেমন্তের সমৃদ্ধ আভাসের মতো ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায়ও “ফাগুন যে এসেছে ধরায়” কথাটির কর্তৃক প্রকৃতির উৎসবমুখর ক্ষণকে নির্দেশ করা হয়েছে। চারদিকে ফাগুনের আগমনে সাজসাজ রব। প্রকৃতি যেন নানা অর্ঘ্যে অভিনন্দন জানাচ্ছে বসন্তকে। ফাগুনের পরশে যেন প্রকৃতি হয়ে উঠেছে সমৃদ্ধির প্রতিচ্ছবি। সুতরাং, বলা যায় অনুচ্ছেদের ‘হেমন্ত ফুটাতে চাই’ আর কবিতার ‘ফাগুন যে এসেছে ধরায়’ একই সুরে গাঁথা।

### ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবির প্রিয় হারানোর বেদনার সাথে অনুচ্ছেদের উল্লিখিত কবিতাংশের বেদনার সুরটি যেন একই ভাব থেকে উৎসারিত।
- ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবি সুফিয়া কামালের ব্যক্তিগত দুঃখ যেন সমস্ত পাঠকের প্রিয় হারানোর বেদনায় রূপান্তরিত হয়েছে। প্রকৃতির উৎসবের মাঝে নিজের একান্ত দুঃখ চর্চা করলেও কবি যেন সমস্ত মানবসত্তাকেই ছুঁয়ে গেছে। উপরের অনুচ্ছেদেও তাই। প্রিয় হারানোর বেদনা প্রকাশে অনুচ্ছেদ আর ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটি যেন একই ভাবাপন্ন।
- অনুচ্ছেদে লক্ষণীয় কেতকী অর্থাৎ কেয়ার দুঃখ ভারাক্রান্ত মন। প্রকৃতির আনন্দমুখর পরিবেশে কেতকী বিষণ্ণ, তার হৃদয় শোকাচ্ছন্ন। কোনো গোপন ব্যথা লুকানো তার মনের গহীনে। তাই সে আনন্দময় প্রকৃতিতে সাবলীলভাবে অংশগ্রহণ করতে পারছে না। থেকে থেকে বেজে উঠছে তার ব্যথার বীণা।
- ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় লক্ষ করা যায়, ব্যক্তি কবি শোকে মুহ্যমান। প্রকৃতির কোনো আয়োজনই তাঁকে আলোড়িত করতে পারছে না। কবিভক্তের শত অনুরোধেও তিনি কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করতে পারছেন না। বাইরের প্রকৃতি যতই বর্ণিত হোক না কেন প্রকৃতির বিষাদ স্মৃতি তাকে ঘিরে রয়েছে। এক্ষেত্রেও যেন “ব্যথা তার রহিল গোপন।” সুতরাং বলা যায়, অনুচ্ছেদের সাথে ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার ভাববস্তুগত গভীর মিল রয়েছে।

### উদ্দীপক চ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

অনন্যার বয়স পাঁচ বছর। সে ধনীর ঘরের একমাত্র আদুরে কন্যা। পাশের বাড়ির অর্নব তার খেলার সাথী। কিন্তু অনন্যার বাবার তাতে ঘোর আপত্তি। অর্নবের মতো দরিদ্রশ্রেণির বাচ্চাদের সাথে মেলামেশা করবে কেন তার মেয়ে? অনন্যার বাবা তাই তাকে অর্নবদের বাসায় যেতে, নিষেধ করে দেন। অনন্যার তাই মন খারাপ। বাবা মন ভালো করার জন্য অনেক দামি দামি খেলনা এনে দেন, উৎসবের আয়োজন করেন কিন্তু অনন্যার মন খারাপ ভালো হলো না।



- |  |   |
|--|---|
| ক. “বসন্তেরে আনিতে বরিয়া” এখানে ‘বরিয়া’ শব্দটির চলিত রূপ কী।                                       | ১ |
| খ. “হে কবি, নীরব কেন?” এখানে কবি ‘নীরব কেন’ বলতে কী বুঝানো হয়েছে?                                   | ২ |
| গ. অনুচ্ছেদের অনন্যার সাথে কবিমনের তুলনা কর।   | ৩ |
| ঘ. অনুচ্ছেদটিতে ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার ভাববস্তু প্রতিফলিত মন্তব্যটি কতটুকু যুক্তিযুক্ত আলোচনা কর। | ৪ |

### চ নং প্রশ্নের উত্তর

#### ক জ্ঞান

- ‘বরিয়া’ শব্দটির চলিত রূপ হলো ‘বরণ করে’।

#### খ অনুধাবন

- ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটি কবি সুফিয়া কামালের স্মৃতিচারণমূলক একটি কবিতা।
- ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় শুরুরূপেই কবিভক্ত কবিকে প্রশ্ন করছেন, কবি নীরব কেন, “ফাগুন যে এসেছে ধরায়।” কবির নীরবতা এখানে উদাসীনতাকে ইঙ্গিত করছে। কবি কেন কাব্য এবং গান রচনায় সক্রিয় হচ্ছেন না সেটাই প্রশ্ন রাখা হয়েছে।

#### গ প্রয়োগ

- কবি সুফিয়া কামাল বিরচিত ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটি তাঁর স্মৃতিচারণমূলক একটি শোকগাঁথা।
- প্রিয়জন হারানো শোকাক্ত মনে জাগতিক কোনো কিছুই প্রশান্তি এনে দিতে পারে না। এ কবিতায় কবিমনের উপলব্ধিতে তাই প্রকাশিত হয়েছে।
- অনুচ্ছেদের পাঁচ বছরের অনন্যা নামের মেয়েটির সখ্যতা গড়ে উঠেছিল পাশের বাড়ি অর্নবের সাথে। কিন্তু সামাজিক অবস্থানে সমান না হওয়ায় অনন্যার বাবা তাকে অর্নবের সাথে মিশতে নিষেধ করে দেয়। স্বাভাবিকভাবেই অনন্যার মন দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। বাবা তাকে অনেক খেলনাদি এনে দিলেও তার মন পড়ে রয় অতীতের স্মৃতিতে। ঠিক ‘তাহারেই

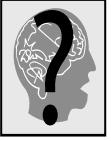
পড়ে মনে’ কবিতায় কবিমনের মতো। কবিমনও বসন্তের আগমনে জেগে উঠতে পারে নি। যোগ দিতে পারে নি উৎসব আনন্দে। তার সমগ্র মন প্রিয়জন হারানোর বেদনায় আচ্ছন্ন। এখানে অনন্যা এবং কবিমনের অবস্থা একই সুরে গাঁথা।

### ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটি কবি সুফিয়া কামালের ব্যক্তিজীবনের দুঃখ বেদনার একটি রূপালৈখ্য।
- কবি সুফিয়া কামাল ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় বসন্তের আগমন লগ্নে দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে অতীত হয়ে যাওয়া শীতের স্মৃতিচারণ করেছেন। মানুষের মন সাধারণত প্রগতিশীল। অর্থাৎ সামনের দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু কবির বেলায় তার ব্যতিক্রম ঘটে। অনুভূতিশীল কবিহৃদয় অতীতের শোকস্মৃতি ভুলতে পারে না কিছুতেই।
- ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তাৎপর্যকর অভিব্যক্তি পেয়েছে। সাধারণভাবে প্রকৃতির সৌন্দর্য মানবমনের অফুরন্ত উৎস। বসন্ত প্রকৃতির অপূর্ণ সৌন্দর্য যে মনে আনন্দ শিহরণ জাগাবে তথা তিনি তাকে ছন্দে ফুলে ফুটিয়ে তুলবেন সেটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু কবিমন যদি কোনো কারণে শোকাচ্ছন্ন কিংবা বেদনা-ভারাতুর থাকে তবে বসন্ত তার সমস্ত সৌন্দর্য সত্ত্বেও কবির অন্তরকে স্পর্শ করতে পারে না। কবিমন সত্যিই প্রিয়জন হারানোর বেদনায় আচ্ছন্ন। তাই তাকে কোনো আনন্দই স্পর্শ করতে পারছে না ঠিক যেন অনুচ্ছেদের অনন্যার ছোট হৃদয়ের মতো। তার পিতা তার জন্য আনন্দ উৎসবের আয়োজন করলেও সে উৎফুল্লিত নয়, তার ছোট হৃদয় জুড়ে রয়েছে খেলার সঙ্গী হারানোর বেদনায় আচ্ছন্ন।
- সুতরাং অনুচ্ছেদটিতে কবিতার ভাববস্তুত্ব পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে বলা যায়। এ কবিতায় কবির ব্যক্তিজীবনের দুঃখময় বিষয়বস্তুত্ব বেদনাঘন উপস্থাপন রীতির মাধ্যমে গীতিময়তা প্রধান্য পেয়েছে।

### উদ্দীপক ৯ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

বউটার খবর? ওর কথা বলো না আর। রাহাত মুখ বাঁকাল। অন্য আর এক জায়গায় বিয়ে করেছে। সে কি! এর মধ্যে বিয়ে করে ফেলল মেয়েটা? তপু ওকে কত ভালোবাসতো। নাজিম বিড়বিড় করে বলে উঠল চাপা স্বরে। সানু বলল, “বিয়ে করবে না তো কি সারা জীবন বিধবা হয়ে থাকবে না কি মেয়েটা।”



- |   |   |
|---|---|
| ক. ‘সমীর’ শব্দটির অর্থ কী?  | ১ |
| খ. “পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে” কথাটি দ্বারা কবি কী বুঝিয়েছেন?  | ২ |
| গ. অনুচ্ছেদের ‘বউ’ – এর সাথে ব্যক্তিকবির সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য দেখাও।   | ৩ |
| ঘ. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবির কার কথা মনে পড়েছে? এবং কেন মনে পড়েছে? এ কবিতায় কবির ব্যক্তিজীবনের ছায়াপাত ঘটেছে কি? আলোচনা কর। | ৪ |

### ৯ নং প্রশ্নের উত্তর

#### ক জ্ঞান

- ‘সমীর’ শব্দটির অর্থ হলো বাতাস।

#### খ অনুধাবন

- ‘পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে’ কথাটি কবি সুফিয়া কামাল রচিত ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতা থেকে নেয়া হয়েছে।
- কবি উল্লিখিত চরণের মাধ্যমে শীতের বিদায়কে ভাবমণ্ডিত করে উপস্থাপন করেছেন। শীতে প্রকৃতি রিক্ততার রূপ নেয়। গাছের পাতা ঝরে পড়ে। গাছ হয় পুষ্পশূন্য। বসন্তের বিপরীতে শীতের এ রূপকে কবি উপস্থাপন করেছেন। কবি বুঝিয়েছেন, সর্বাধিক সন্ধ্যাসীর মতো কুয়াশার চাদর পড়ে পত্রপুষ্পহীন দিগন্তের পথে চলে গেছে শীত। ঠিক যেভাবে চলে গেছে কবির প্রাণপ্রিয় স্বামী নীরবে, নিভৃত।

#### গ প্রয়োগ

- অনুচ্ছেদ তপুর বউ সম্পর্কে বলা হয়েছে।
- তপু মারা যাওয়ার কিছুকাল পর বউটা অন্যত্র বিয়ে করে। এটা যেন তপুর বন্ধুরা সহজে মেনে নিতে পারছে না।
- তপুর বন্ধুদের কাছে তপুর বউকে পাষণ্ড হৃদয়ধারী বলে অনুভূত হয়। তাদের প্রশ্ন ভালোবাসার মানুষটির মৃত্যুর কিছু দিনের মধ্যে কিভাবে সে অন্যের সাথে ঘর বাঁধতে পারে। তপুর ভালোবাসার স্মৃতিকে তাকে কখনোই আলোকিত করে না। কিন্তু ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় দৃশ্যত হয় বিপরীত অবস্থা। কবি মন এখানে কিছুতেই তার প্রয়াত স্বামীকে ভুলতে পারছেন না। প্রচণ্ড শূন্যতা নেমে এসেছে তার জীবনে। তাঁর ব্যক্তিজীবন ও কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে নেমে এসেছে এক দুঃসহ বিষণ্ণতা। প্রকৃতিতে বসন্ত আসলেও তাই কবি তাতে যোগ দিতে পারছেন না।
- অনুচ্ছেদের তপুর বউ এবং কবিতার কবিমনের মধ্যে এর ফলে বৈপরীত্য অবস্থা দৃশ্যমান।

### ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হয়েছে।
- ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবি প্রিয়জন হারানোর বেদনায় দুঃখ ভারাক্রান্ত। প্রয়াত স্বামীর স্মৃতি তাকে বার বার তাড়িত করছে।
- এ কবিতায় কবির ব্যক্তিজীবনের দুঃখকর ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে। তাঁর সাহিত্য সাধনার প্রধান সহায়ক ও উৎসাহদাতা স্বামী নেহাল হোসেনের আকস্মিক মৃত্যুতে কবির জীবনে প্রচণ্ড শূন্যতা নেমে আসে। তাঁর ব্যক্তিজীবন ও কাব্য সাধনার ক্ষেত্রে নেমে আসে এক দুঃসহ বিষণ্ণতা। কবিমন

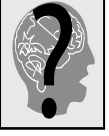
আছন্ন হয়ে যায় রিক্ততার হাহাকারে। পুরো কবিতাকে আছন্ন করে আছে সেই বিষাদকর রিক্ততার সুর। তাই বসন্তের আগমনেও কবির উন্মাদনা। বসন্ত এলেও উদাসীন কবির অন্তর জুড়ে আছে রিক্ত শীতের কল্লু বিদায়ের বেদনা। কবিআত্ম তাই শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে।

- পরিশেষে কবির ভাষায়, “কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ধ্যাসী গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে রিক্ত হসেত! তাহারেই পড়ে মনে ভুলিতে পারি না কোন মতে।”

### উদ্দীপক ১০ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

‘তোমার কাছে এসেছিলাম পদ্য শুনবো বলে। ‘কবিতা’ বললে মনে হয় ওটা আর্থদের শব্দ। আমার জন্য অনার্য পদ্যই বলো তুমি। বসন্ত তো তোমার অপেক্ষায়—তোমার দরজায় আসীন। তুমি তাকে ব্যর্থ করে দিওনা। স্বাগত জানাও তাকে। তাতে তাকে বন্দনা করা হবে। আমার পদ্য শোনাতে হবে।’

কবি নিরুত্তর বেশ কিছুক্ষণ। তারপর কাঁপা গলায় বললেন— বৃথা হবে কেন, ফুলতো ফুটেছে। ঋতুরাজ বসন্ত ফুলের আরতি পেয়ে ধন্য। মাধবী কুঁড়ির বুকে গন্ধের উপস্থিতি। বসন্ত বৃথা হয়নি। আমি বরণ করলাম না বলে ফাগুন তো তার গতি হারায়নি।



- |  |   |
|--|---|
| ক. ঋতুচক্রে শেষ ঋতুর নাম কী?                 | ১ |
| খ. মধুর বসন্ত কবিকে আকর্ষণ করতে পারে না কেন? | ২ |
| গ. উদ্দীপক অবলম্বনে বসন্তের বর্ণনা দাও।      | ৩ |
| ঘ. কবিত্ত্ব ও কবির মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ কর।   | ৪ |

### ১০ নং প্রশ্নের উত্তর

#### ক জ্ঞান

ঋতুচক্রে শেষ ঋতুর নাম বসন্ত।

#### খ অনুধাবন

বসন্ত সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে কবিকে। বসন্ত প্রকৃতিকে রঙে রঙিন করে দিয়ে অতঃপর প্রকৃতিকে দিয়ে আক্রমণ করায় জনচিন্তকে—কবিচিন্তকে। কবিচিন্ত যদি হয় সুন্দরের অধিষ্ঠানের জন্য পোষক ক্ষেত্র তাহলে প্রকৃতি তাকে ছাড়ে না। কবিকে দিয়ে লিখিয়ে নেন বন্দনাগীতি। এখানে কবি হৃদয়ের সাথে বসন্তের প্রণয় সাধিত হয়। কিন্তু কবিচিন্ত যদি হয় বেদনায় বিমূঢ় তাহলে সুন্দরকে আনন্দকে হৃদয়ে ধারণ করতে পারেন না। হৃদয়ের চার চেয়ালে থাকে বেদনার আবরণ। বেদনার সে আবরণ সরিয়ে আনন্দ সেখানে অনুরণন জাগাতে পারেনা। কবি সুফিয়া কামালের প্রথম স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের মৃত্যুর পর বেদনায় ভেঙে পড়েন তিনি। মনের চারদিকে ছিল দীর্ঘশ্বাসের কুণ্ডলী। সেসব ছাপিয়ে ফুল ফাগুনের মরসুম সেখানে পৌছতে পারেনি। মূলত বেদনার আপেক্ষিকতা বেশি হওয়ায় বসন্ত কবিকে তার দিকে টানতে পারেনি।

#### গ প্রয়োগ

প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে মেনেই বসন্ত এলো। দখিনা সমীরের সাথে গলাগলি করে, আমের মুকুলের গন্ধ আর বাতাবি লেবুর গন্ধের সাথে হাত ধরাধরি করে ফাগুন এলো। প্রতি বছর একই মাহাত্ম্যে আর্দ্র হয়ে ফাগুন আসে। আনন্দ সঞ্চারে নৈর্ব্যক্তিক পক্ষপাত থাকে বলে তার অবদান ও আবেদন কোন কিছুই সাপেক্ষ নয়। কোন সুন্দর যদি ফাগুনকে বরণ করতে অসমর্থ হয় তাহলে তাকে কিছু বলতে পারে না বসন্ত। শুধু বসন্তোৎসবের গীতি ঝঙ্কার শুনিয়ে দিতে পারে। তাই আপাতদৃষ্টিতে, কারো অংশগ্রহণ না থাকায় বসন্ত উৎসব অসফল হল বা বসন্ত ব্যর্থ হল এরকম মনে হলেও, বসন্ত আসলে ব্যর্থ হয় না। বসন্তের যা কাজ তা সে যথাযথভাবে পালন করে। ডগায় ডগায় ফুল ফুটায় বসন্ত। এবং বসন্ত ধন্য হয় সে ফুলের আরতি পেয়ে। আমের জামের মুকুল উঁকি দেয়—। বাতাবি লেবুর ফুল ফোটে। গন্ধে গন্ধে বসন্ত হয় ব্যাকুল। মাধবী ফুলের কুঁড়ির বুকে গন্ধের লুকোচুরি। এ সবই বসন্তের উস্কানিতেই হয়। বসন্ত ব্যক্তিক নয়—নৈর্ব্যক্তিক আনন্দের গীতিকার।

#### ঘ উচ্চতর দক্ষতা

প্রদত্ত উদ্দীপকে নাটকীয় সংলাপের আদলে সুন্দরপিয়াসী দুটি সত্তার অন্তর্লোক উন্মোচিত হয়েছে। একটি সত্তা হল কবিত্ত্ব। অন্যটি হলো একজন কবি।

কবিত্ত্ব বসন্তকে সফল করার জন্য নিবেদিত। মধুর বসন্ত এসেছে। সুন্দরের লীলা চলবে এবং সে আনন্দ যজ্ঞে তার নিমন্ত্রণ। বসন্ত এসেছে আনন্দের বার্তা নিয়ে। এমন একটা মহতী উদ্যোগ যে নিয়ে এসেছে, তাকে কি বরণ করে নিতে হবে না। তাই সে ছুটেছে তার কাছে যার বসন্ত বরণের মত অর্থ্য আছে। কবির কাছে তাই তার মিনতি স্বাগত জানাও তাকে। কবিত্ত্ব মনের দিক দিয়ে পরিশ্রুত। কারণ সে সুন্দরের পূজারী। সুন্দর বসন্তকে অন্য এক সুন্দর বরণ করে নিক। সুন্দর কেন ফিরে যাবে বন্ধ দুয়ার থেকে? সুন্দরকে সম্মান জানানোর জন্য ব্যাকুল সে। সুন্দরের স্পর্শে, সুন্দরের প্রচেষ্টা আর একটি সুন্দর সম্ভব হয়ে উঠুক এটি তার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

কবিও সুন্দরের প্রত্যাশী। তার মনও বসন্তের জন্য প্রস্তুত। সুন্দরের সাথে তার বিরোধ নেই। কিন্তু ব্যক্তিগত কষ্টের কারণে উচ্ছল বসন্তের সাথে তার সহাবস্থান সম্ভব হচ্ছে না। সুন্দরের অধিষ্ঠান হয় মনের অন্দর মহলে। কিন্তু কবির

মনটা সুন্দরকে গ্রহণের জন্য প্রস্তুত নয়। তাই বসন্তকে হৃদয়ে অনুভব করে সুন্দরের সৃজনে তাঁর অক্ষমতা আছে। আবার আনন্দ যজ্ঞে অংশ নিলেন না বলে বসন্ত বার্থ হলো এমনটা মনে করেন না। তিনি বরং যখন দেখলেন ফুল ফুটেছে; প্রকৃতির প্রাণজন জুড়ে প্রসূনের প্রসন্ন পীড়ন, তখন মনের দিক দিয়ে তৃপ্ত হলেন তিনি।

কবি ভক্তের মনস্তত্ত্বের সার সংক্ষেপ — কবিভক্ত আবেগী।

— সুন্দরের প্রতি অনুরক্ত

— সুন্দরের স্নানিমায় বিচলিত

কবির মনস্তত্ত্বের সার সংক্ষেপ

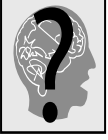
— নিয়ন্ত্রিত আবেগ কবির।

— সুন্দরের প্রতি বিদ্বিষ্ট নন।

— মনোগত সীমার উর্ধ্বে উঠতে চাননি।

## উদ্দীপক ১১ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

বার-তের বছর বয়সে নাসরিনের বিয়ে হয়। দূরন্ত নাসরিন বিবাহ সম্পর্কে কিছুই বুঝে না। প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যে সে মুগ্ধ হলেও স্বামীর প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়। সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে সে স্বামীর প্রতি কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। এখন তার একমাত্র প্রিয়জন হলো তার প্রাণপ্রিয় স্বামী। একদিন বেড়াতে বের হলে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় তার প্রাণপ্রিয় স্বামী এতে সে শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। বসন্তের অপরূপ সৌন্দর্য এখন তার অন্তরকে স্পর্শ করে না।



- ক. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটি ‘মাসিক মোহাম্মদী’ পত্রিকার কততম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়? ১
- খ. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় বসন্তের আগমনে কবি উদাসীন কেন? ২
- গ. স্বামীর প্রতি নাসরিনের ভালোবাসা সুফিয়া কামালের ভালোবাসার সঙ্গে কতটুকু সাদৃশ্যপূর্ণ?—ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ‘স্বামীর অকাল মৃত্যুতে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য কবির মতো নাসরিনের অন্তরকেও স্পর্শ করতে পারেনি’—‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

### ১১ নং প্রশ্নের উত্তর

#### ক জ্ঞান

‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটি ‘মাসিক মোহাম্মদী’ পত্রিকার ষষ্ঠতম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

#### খ অনুধাবন

বসন্তের নয়নলোভা সৌন্দর্য থাকা সত্ত্বেও কবিমনে আজ তীব্র উদাসীনতা, আচরণে অনাকাঙ্ক্ষিত বিষণ্ণতা। কেননা বসন্তের আগমনের কিছুকাল পূর্বেই যাবতীয় রিক্ততা, শূন্যতা আর নিঃস্বতা নিয়ে শীত ঋতু হারিয়ে গেছে পুষ্পশূন্য দিগন্তে। শীতের প্রকোপে বৃক্ষলতা হয়েছে পত্রহীন, পুষ্পহীন, পাতার এবং শ্রীহীন। এর আগমন ও বিদায়ে প্রকৃতি থেকেছে নীরব। শীতের এই উদার্য কবির কাছে শীতকে মহিমাম্বিত করেছে। তাই কবি শীতকে ভুলতে পারেন নি।

শীতের রিক্ত ও নিঃস্বভাব কবিচিন্তে যে বেদনার সঞ্চারণ করেছে তার আবেগেই তিনি নির্মোহ এবং নিশ্চল। একটি চরম দুঃখবোধ বা কিছু হারানোর বিলাপ কবির মানসে পূর্ণ আসন দখল করেছে। তাই কখন চুপিসারে তাঁর দ্বারে বসন্তের আগমন ঘটেছে তা তিনি লক্ষ্য করেন নি। তিনি উদাসীনভাবে বসন্তকে উপেক্ষা করেছেন। ফলে বসন্তের আগমনকে তিনি স্বাগত জানাতে পারেন নি।

#### গ প্রয়োগ

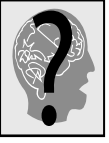
স্বামীর প্রতি নাসরিনের ভালোবাসা সুফিয়া কামালের ভালোবাসার সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ। কিশোরী বয়সের দূরন্তপনার দিনের শুরুর নাসরিনের বিয়ে হয়ে যায়। প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলেও স্বামীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বুঝে ওঠতে পারে না সে। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে যতই নাসরিনের স্বামীর কাছাকাছি যেতে থাকে ততই সে নিজের জীবনে স্বামীর গুরুত্বকে উপলব্ধি করতে শেখে। ধীরে ধীরে সে স্বামীর প্রতি করণীয় সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং স্বামীকে একান্ত আপন করে নিয়ে ভালোবাসতে শুরু করে। স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসা গভীর হতে হতে যখন মহীরূহ আকার ধারণ করে তখন এক সড়ক দুর্ঘটনায় আকস্মিকভাবে তার প্রাণপ্রিয় স্বামীর মৃত্যু হয়। এতে সে এতটাই শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে যে, যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এক সময় তাকে মুগ্ধ করত, এখন তা আর তাকে স্পর্শও করে না। তাহারেই পড়ে মনে কবিতায় কবি সুফিয়া কামালেরও স্বামীর প্রতি অনুরূপ ভালোবাসার প্রকাশ ঘটেছে। কবির প্রথম স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেন আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। তার স্বামীই ছিলেন তার কাব্য সাধনার প্রেরণার উৎস, উৎসাহদাতা, ভালোবাসার ধন। তাই স্বামীর মৃত্যুতে কবি শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েন। নীরব, নিশ্চল, নিস্তব্ধ হয়ে পড়েন তিনি। স্বামী হারানোর বেদনা তার হৃদয়ে এমনভাবে বিধেছে যে, মহাসমারোহে বসন্তের আগমন তার মনে কোনো আবেদনই সৃষ্টি করতে পারেনি। প্রকৃতির সকল সৌন্দর্য সকল রূপসজ্জা একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়েছে তার বিরহী মনের রিক্ততার কাছে। স্বামীর প্রতি নাসরিনের ভালোবাসাও কবির অনুরূপ। আর তাই তাদের বেদনার স্বরূপও একইভাবে ফুটে ওঠেছে কবিতা ও উদ্দীপকে।

## ঘ উচ্চতর দক্ষতা

স্বামীকে হারানোর তীব্র শোক কবি সুফিয়া কামালের মতো উদ্দীপকের নাসরিনের বসন্ত উৎসবকে নিরুৎসব করে দিয়েছে। স্বামীকে ভালোবেসে নাসরিন যে সুখের সংসার পেতেছিল তা সারা বছর জুড়েই থাকত বসন্তময়। কিন্তু সড়ক দুর্ঘটনায় স্বামী মারা গেলে বসন্তেও তার হৃদয়ে বেজে ওঠে শীতের রিক্ততার ক্লুণ হাহাকার। ‘তাহারাই পড়ে মনে’ কবিতায় কবির হৃদয়ও একই রকম হাহাকার বসন্তের আগমনকে অর্থহীন করে তুলেছে। ‘তাহারাই পড়ে মনে’ কবিতাটিতে অন্তর্লীন হয়ে আছে কবি সুফিয়া কামালের বিষাদময় রিক্ততার সুর। কবিতায় শীতের জরাজীর্ণ ও রিক্ততার মধ্যে উৎসারিত হয়েছে কবির জীবনের পুষ্পশূন্য হৃদয়ের ব্যথা—শতরূপে, শতধারায়। সুন্দরের পসরা সাজিয়ে প্রকৃতির উদার প্রান্তরে মহাসমারোহে বসন্ত এসেছে অপূর্ব রূপরাশি ও সৌন্দর্য সম্ভারে সুসজ্জিত হয়ে। কিন্তু মধুবসন্তের এমনতর শূচিস্নিগ্ধ, চিত্তাকর্ষক ও মাধুরীমণ্ডিত আন্দনমুখর পরিবেশে কবি আজ উদাসীন, উন্মাদ। লেখনী তার নীরব, নিস্তব্ধ, নিশ্চল। কবির সূক্ষ্ম হৃদয়তন্ত্রীতে বসন্তের সমুদয় আয়োজন, আবেদন যেন আজ ব্যর্থ। কবির সমগ্র চিন্তা দখল করে আছে শীতের রিক্ততা। কারণ কুয়াশা ঘেরা মলিন দিনে বিচ্ছেদের জ্বালা মিলনমালাকে ছিন্ন করে শূন্যতা নিয়ে বেজেছিল কবির হৃদয়ে। কবির মনে আজও সে বিষাদময় ক্ষণটিই ঝংকৃত হয় বেদনার গীতি হয়ে। বিকশিত যৌবনের মাধুর্য থেকে বঞ্চিত প্রথম স্বামীর বেদনাঘন ছায়া কবির হৃদয়ে ও অস্থিমজ্জায় আজও সঞ্চারিত। তাই বসন্তের প্রাণ মাতানো অবেলাভূমিতে দাঁড়ানো কবির হৃদয়ে সে অনন্ত পারাপারে চলে যাওয়া প্রাণপ্রিয় মানুষটি তার আবেগের সেতার বাজিয়ে চলছে। এজন্য কবি বসন্ত বন্দনায় নিবেদিতা না হয়ে প্রত্যাবর্তন করেন অতীত স্মৃতির ক্যানভাসে। কবির মতো উদ্দীপকের নাসরিনের হৃদয়েও বসন্তের অপার সৌন্দর্য কোনো সাড়া জাগাতে পারে না। প্রিয়জন হারানোর শোকেই কবির মতো তার অন্তর শোকাচ্ছন্ন। হারানো স্বামীকে কবির মতো সেও ভুলতে পারে না। তাই কবির অন্তরের মতো নাসরিনের অন্তরও বসন্তের সৌন্দর্যকে স্বাগত জানাতে পারে না।

## উদ্দীপক ১২৮ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

উন্মাদা ছিলেন তিনি। চারদিকে এত সুর এত ছন্দ, এত ফুল এত গন্ধ ভালো লাগে না তাঁর। বসন্ত সমাগত। অথচ তিনি নির্মোহ নিষ্প্রাণ। কথাটা তাঁকে জানালে তিনি বললেন কবে এল ফাগুন! বাতাবি লেবুর ফুল ফুটে গেছে? আমের মুকুল ফুটেছে? বাতাসে কি তার গন্ধ ছড়াচ্ছে? তার আগমনী গান কি বেজেছে? সে কি আমারে ডেকেছে তার সৌন্দর্যের সুরে? বলতে বলতে আবারো উন্মাদা হয়ে গেলেন তিনি।



- |  |   |
|--|---|
| ক. অর্থ্য অর্থ কী?   | ১ |
| খ. কবিত্ত্বের এরকম মনে হল কেন— ফাগুন বৃথা হল?                            | ২ |
| গ. উদ্দীপক অবলম্বনে, বসন্তের আগমনে প্রকৃতিতে যে দোলা লাগে তার বিবরণ দাও। | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপক অবলম্বনে সংবেদনশীল মানবচিন্তে বসন্তের প্রভাব আলোচনা কর।       | ৪ |

### ১২নং প্রশ্নের উত্তর

## ক জ্ঞান

অর্থ্য অর্থ সম্মানিত ব্যক্তিকে সংবর্ধিত করার জন্য প্রদত্তমালা।

## খ অনুধাবন

অনুরক্ত কবিত্ত্ব বসন্তের আগমন উপলক্ষ্যে বন্দনাগীতি রচনার জন্য কবিকে মিনতি জানায় : ‘বসন্ত-বন্দনা তব কণ্ঠে শূনি—এ মোর মিনতি।’ কবিত্ত্বের বোধঃসুন্দর যদি সুন্দরের কাছে মূল্য না পায়, তাহলে সে সুন্দর বৃথা। সৌন্দর্যপিপাসুকে, দুঃখী-অসুখীকে আনন্দের ছোঁয়া দেওয়ার জন্য প্রকৃতির আঙিনায় বসন্ত আসে। এসেই সে চায় সুন্দর হৃদয়ের অধিকারী যারা তারা আসুক; এ আনন্দলীলায় আনন্দধারায় স্নাত হোক। যদি কেউ না আসে তাহলে তো বৃথাই হল বসন্তের আগমন। কবি ভক্তের বিশ্বাস—মদির মিলন ঘটাতে বসন্ত আসে। কবি যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, বিস্মৃতির জগতে বিচরণ করেন তাহলে বসন্তকে বরণ করে নেবে কে? তাই তার এই প্রতীতি জন্মেছে—কবি, বসন্তকে বরণ করে না নেওয়ায় বসন্ত বৃথা হল। যে জন্য বসন্তের আগমন, কবির নিরুৎসাহের কারণে বসন্তের সেই মন রাঙানো কাজটি সম্ভব হলো না। তাই তার ধারণা বসন্ত বৃথা হল।

## গ প্রয়োগ

প্রকৃতি তার রূপ বদলায় সময়ে সময়ে। ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রকৃতিতেও লাগে পরিবর্তনের ছোঁয়া। ভৌত পরিবর্তনের পাশাপাশি প্রকৃতির অন্য কিছু অনুযজ্ঞেও পরিবর্তন সূচিত হয়। বৃক্ষ, ফুল, ফল, নদী, পাখি ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা যায়। বসন্ত ঋতুর আগমনেও সূচিত হয় পরিবর্তন। উদ্দীপকে এই পরিবর্তনের প্রতি কবি হৃদয়ের আবেগমাখা অভিমান আরোপিত হয়েছে। বসন্তের আগমনে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়। কবিরা তখন বলেন— আজি দখিনা দুয়ার খোলা। গাছে গাছে লাগে প্রাণের নাচন। পাতা ঝরানো শীত বিদায় নেওয়ার পর দখিনা হাওয়ার প্রসাদে গাছে গাছে জাগে নতুন পাতা। কোন কোন গাছে দেখা দেয় ফলের সূচনা। বাতাবি লেবুর ফুল এ সময়েই ফোটে। আমের মুকুল দেখা দেয়। আমের মুকুল থেকে উৎসারিত গন্ধে আমোদিত হয় বাতাস। দখিনা বাতাস সে গন্ধে আকুল হয়ে তাকে বয়ে নিয়ে যায় বহুদূর। ঝাঁরা



কবি স্বভাবের তারা বসন্তের রঙে নিজেদেরকে রাঙিয়ে নেন। তাঁদের কাছে বসন্ত সুদূরের পথ বেয়ে অচিন দেশ থেকে আসা অতিথি। প্রকৃতিতে তার আগমনী গান বাজে আগে থেকেই। প্রকৃতি ফুলসাজে নববধূর বেশ ধারণ করে। এভাবে প্রকৃতিতে লাগে দোলা-সুন্দরের দোলো। সে দোলায় দোলে ফুল, পাখি, বৃক্ষ। দোলে জনচিহ্নও।

### ঘ উচ্চতর দক্ষতা

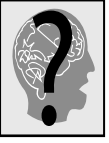
দার্শনিক, বিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, কবি-সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন মানুষের মনের ওপর প্রকৃতির প্রভাব সবচেয়ে বেশি। ঋতু বদল হয়, অন্য ঋতু আসে। বদলে যায় প্রকৃতির রং ও রূপ। বদলে যায় মানব মন, মানুষের বৃত্তি-আচরণ অনেক কিছু। প্রকৃতি মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করে দুই ভাবে। প্রথমত বাহ্যিক জীবনচরণে দ্বিতীয়ত মনের গতিধারায়।

বসন্তের প্রভাব মানবচিন্তে পড়ে এ দুটি ধারায়। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে পেশা বা জীবিকায় পরিবর্তন আসতে পারে। তবে মনের ওপর বসন্তের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। প্রকৃতিতে শীতের হাঁড় কাঁপানি যন্ত্রণা থাকেনা। দখিনা বাতাস মৌসুমী বায়ুকে সাথে নিয়ে প্রবাহিত হয়। কোমল শীতল বাতাসে শরীর জুড়ায়-মনের ক্লান্তিও কিছু পরিমাণে লাঘব হয়। গলা খোলে মানুষের। গেয়ে ওঠে গান। প্রকৃতির রূপ পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রকৃতিরাজ্যে এসে যায় নব নব উপাদান-ফুল, ফল, গন্ধ। এগুলো নিয়ে গীতিময় হয়ে ওঠে মানুষের মন। সংবেদনশীল মানবচিন্তা ‘ফুলের মরশুম’ বসন্তকে বরণ করে নিতে চায়। নতুন পুষ্পসাজে নিজেকে সাজায় শিল্পীরা-কবিরা-বসন্তপ্রেমিরা। অমোঘ কোন কষ্ট না থাকলে কবিরা মনকে রাঙান বসন্তের রঙে। কণ্ঠে তাদের বসন্তগীতি।

তবে মনের গহীনে কষ্টের প্রস্রবণ থাকলে বসন্ত সেখানে প্রভাব ফেলতে পারে না। বেদনার আপেক্ষিকতা বেশি হলে বসন্তের সুর, ছন্দ কিছুই কাজে আসে না। বিষাদ যদি মন ছুঁয়ে যায় সে মনে বসন্ত রং লাগাতে পারে না। যারা সুখী এবং বড় কোন মনোবেদনা নেই এমন মানুষের চিত্তরাজ্যে বসন্ত রঙের বরণাধারা সৃষ্টি করে।

### উদ্দীপক ১৩৮ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

বসন্তকাল। চারদিকে ফুল, পাখি তার দখিনা পবনের কোরাস। ফুলের এই জলসায় নীরব একজন কবি- যিনি বসন্তকে অনুভব করেন সংবেদনশীল সত্তা দিয়ে। তিনি প্রকৃতিকে হৃদয়ের গহীনে স্থান দিয়েছেন। করে নিয়েছেন আত্মার-আত্মীয়। তারপরও ‘কেন এই নীরবতা’ জানতে চাইলে তিনি বললেন- কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ধ্যাসী-গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে- রিক্ত হস্তে। তাহারেই পড়ে মনে ভুলিতে পারিনা কোন মতে।’ বোঝা গেল তার বেদনার অন্তর্গত কারণ।



- ক. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটির প্রকাশ মাধ্যম লেখ। ১
- খ. কবিতাক্তের বসন্তবর্তা জানানোর পর কবি বসন্তের আগমনের ব্যাপারে কী কী ইংগিতধর্মী প্রশ্ন করেছিলেন? ২
- গ. মাঘের সন্ধ্যাসী বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে-কেন এ রকম অভিধা, বিশ্লেষণ কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে কবির আত্মকথন/ব্যক্তিগত জীবন আভাসিত হয়েছে-যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর। ৪

### ১৩৭ প্রশ্নের উত্তর

#### ক জ্ঞান

‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটি ‘মাসিক মোহাম্মদী’ পত্রিকায় নবমবর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা (১৩৪২) প্রথম প্রকাশিত হয়।

#### খ অনুধাবন

নন্দিত মাতৃমূর্তি সুফিয়া কামালের হৃদয়ের রক্তক্ষরণ ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটি। একটি ব্যক্তিক অনুভবকে শিল্পীত, পরিশীলিত উপস্থাপনা এবং যথাযোগ্য শব্দ চয়নের মধ্যে সর্বজন হৃদয়বেদ্য করেছেন এ কবিতায়।

কোন এক কবিতাক্তের প্রশ্নের এবং কবির উত্তরের নাটকীয় উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্যদিয়ে তিনি নিজের দুঃখকে সবার হৃদয়ে সঞ্চার করে দিয়েছেন। ভক্তের প্রশ্ন ছিল-বসন্ত এসেছে, অথচ নিরব কেন কবি? তারই উত্তরে কবি বলেছেন-দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি? বাতাবি লেবুর ফুল ফুটেছে কি? ফুটেছে কি আমার মুকুল? এখানে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে তার উত্তর ‘হ্যাঁ’ হলে প্রশ্নগুলোর সরলীকৃত রূপগুলি বসন্তের আগমনী সংকেত। এরপরেও প্রশ্ন- দখিনা বাতাসে কি আমার মুকুলের গন্ধ ভেসে আসে? অর্থাৎ বসন্তে দখিনা বাতায় বয়, আমার মুকুল ধরে, বাতাসে আমার মুকুলের গন্ধ বহুদূর ছড়িয়ে যায়। বাতাবী লেবুর ফুল ফোটে। ভক্তকে ইংগিতধর্মী এসব প্রশ্নের মাধ্যমে বাসন্তী প্রকৃতিকে চিত্রিত করেছেন কবি।

#### গ প্রয়োগ

শীত প্রকৃতিকে উপহার দেয় রিক্ততা। বৃক্ষ হয় পত্রহীন-ফুলহীন। প্রকৃতি থাকে নীরব নিস্তেজ, সর্বরিক্ত সন্ধ্যাসীর মত। শীতের এই রূপ, বসন্তের বিপরীতে স্থাপিত। প্রকৃতির আঙিনা বসন্তের বিচিত্রফুলে সাজলেও কবির মনজুড়ে থাকে শীতের রিক্ততা। শীত যেন গৃহত্যাগী সন্ধ্যাসীর মতো কুয়াশার চাদর গায়ে জড়িয়ে পত্রপুষ্পশূন্য দিগন্তের পানে চলে গেছে। শীতের বিদায় স্মৃতিতে কবিচিন্তা উদ্ভ্রান্ত ও বেদনাবিধূর। কবি হৃদয় দুঃখ ভারাক্রান্ত। বসন্তের আনন্দ অপেক্ষা শীতের বিয়োগজনিত ব্যথাই কবিকে বেশি পীড়া দিচ্ছে। কবির প্রথম স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেন তাঁর জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। শীত ঋতুর প্রতীকে তাঁকে কবি মাঘের সন্ধ্যাসী বলেছেন। মাঘ মাসের কুয়াশার আড়াল দিয়ে সকলের অজান্তে শীত যেমন

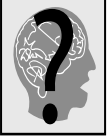
প্রকৃতির উঠোন থেকে বিদায় নেয়, কবির একান্ত প্রিয় মানুষটিও কবিকে নিঃস্ব করে দিয়ে রিক্ত হস্তে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। কবি তাই তাকে ভুলতে পারেননি।

## ঘ উচ্চতর দক্ষতা

গীতিধর্মিতা ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার একটি বড় গুণ। আর গীতিধর্মিতার বড় গুণ হল কবির আত্মগত ভাবানুভূতির বহিঃপ্রকাশ। কবিভক্তের ব্যাকুল প্রশ্ন চারদিকে এত ফুল এত গন্ধ, এত সুর এত ছন্দ—তারপরও নীরব কেন কবি। তার উত্তরে কবি জানিয়েছেন— ‘মাঘের সন্ধ্যাসী’ বিদায় নিয়েছে— তাহাকে ভুলতে পারিনা কোন মতে। এই একটি বাক্যে এতক্ষণে অনাবিষ্কৃত কবিকে আবিষ্কার করা গেল। কেন উন্মাদা কবি, কেন বসন্তবন্দনায় অনীহ তিনি, কেন বসন্ত বিমুখতা, তা জানা গেল। সাহিত্য বা আর্ট হতে হয় নৈর্ব্যক্তিক। কবিভক্ত চেয়েছেন কবি একটা বসন্তগীতি লিখুক। নৈর্ব্যক্তিক আবেগ দিয়ে লিখলে দ্বিধা বা ইতস্তততা থাকার কথা নয়। বারবার Personal জীবনসত্য এসে কবিকে বসন্ত গীতি রচনায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। সেই ব্যক্তিগত জীবন সত্যের পেছনে অবস্থান করে আছেন তাঁর প্রথম স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেন—যাঁর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় তাঁর সাহিত্যের পথে আসা। স্বামীর মৃত্যু তার মনকে রিক্ত নিঃস্ব করে দিয়েছে। দুঃখ যদি মনকে আচ্ছন্ন করে। তাহলে কোন বিনোদনই উপাদেয় নয়। যার ফলে প্রাণ ভরিয়ে দিতে যে মধুর বসন্ত এসেছে, তার আস্থানে সাড়া দিতে পারেন না কবি। ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় প্রথম থেকে বসন্ত বন্দনার ব্যাপারে কবির নিরুৎসাহের ফলে পাঠকচিহ্নে যে কৌতূহল জাগে তার অবসান হয় শেষ স্তবকে। সেখানে তিনি তার ব্যক্তিগত বেদনার ঝাঁপটি খুললেন। পাঠক জানলো চিরন্তনও অনেক সময় ব্যর্থ হয় ব্যক্তিগত দুঃখবোধ বা সুখবোধের অভিঘাতে। আমরা দাবি করতে পারি উদ্দীপক ও মূল কবিতায় কবি সুফিয়া কামালের ব্যক্তি জীবনের একটি অধ্যায় এবং তার প্রলম্বিত দুঃখবোধ আভাসিত হয়েছে।

## উদ্দীপক ১৪ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

পুষ্প ফুটে কোন কুঞ্জবনে।  
কোন্ নিভূতে ওরে, কোন্ গহনে।  
মাতিল আকুল দক্ষিণাবায়ু সৌরব চঞ্চল সঞ্চরণে  
বন্ধুহারা মম অশ্ব ঘরে  
আছি বসে অবসন্ন মনে,  
উৎসরাজ কোথায় বিরাজে  
কে লয়ে যাবে সে ভবনে



- ক. ‘বরিয়া’ শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় শীতের রিক্ততার মধ্যে কবির অতীত জীবনের যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় তা লেখ। ২
- গ. উদ্দীপকটিতে ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার কোন বিষয়টি ফুটে ওঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকটি ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার প্রচ্ছন্ন রূপ—সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

### ১৪নং প্রশ্নের উত্তর

## ক জ্ঞান

বরিয়া শব্দের অর্থ বরণ করে।

## খ অনুধাবন

শীত ঋতু প্রকৃতিতে দেয় রিক্ততার রূপ। শীতের প্রকোপে বৃক্ষলতা পত্রহীন, পুষ্পহীন পাণ্ডুর এবং শ্রীহীন হয়ে যায়। এমন রিক্ত নিঃস্ব প্রকৃতিকে তাই সংসার ত্যাগী সন্ধ্যাসীর মতো মনে হয়। রিক্ত শীতের সাথে রিক্ত সন্ধ্যাসীর অপূর্ব সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন কবি তাঁর প্রিয়জন হারানো রিক্ত নিঃস্ব অনিকেত জীবনে। শীতের রিক্ততার মত কবির হৃদয় বেদনাবিধুর। কারণ কবির সাহিত্য সাধনার প্রধান সহায়ক ও উৎসাহদাতা স্বামী নেহাল হোসেনের আকস্মিক মৃত্যুতে কবির অন্তরে অনির্বচনীয় শূন্যতা নেমে আসে। তাঁর কাব্য সাধনায় ছন্দপতন ঘটতে থাকে। এক দুঃসহ বিষণ্ণতায় কবির মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে রিক্ততার হাহাকারে। যে রিক্ততা রয়েছে শীত প্রকৃতিতেও। তাই কবি তাঁর অতীত জীবনের রিক্ততার আশ্চর্য সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন নিঃস্ব রিক্ত শীতের মধ্যে।

## গ প্রয়োগ

কবি সুফিয়া কামাল রচিত ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় প্রিয়জন হারানোর যে বেদনানুভূতি কবি হৃদয়কে আনন্দহীন করেছে তা উদ্দীপকের মূলভাবেও প্রতিফলিত হয়েছে। প্রিয়জন হারানোর বেদনা সব সময়ই মানুষের হৃদয়কে শোকাচ্ছন্ন করে। কখনো কখনো এ শোক এতটাই তীব্র হয় যে, তা মানবমনের সৌন্দর্যের অনুভূতিতে জাগ্রত আনন্দকেও স্তান করে দেয়। ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবি সুফিয়া কামালের ক্ষেত্রে এমনটিই ঘটেছে। এ কবিতায় কবির ব্যক্তি জীবনের

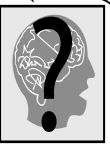
দুঃখময় ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে। তাঁর সাহিত্য সাধনার প্রধান সহায়ক ও উৎসাহদাতা স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের আকস্মিক মৃত্যুতে কবির জীবনে প্রচণ্ড শূন্যতা নেমে আসে। কবিমন আচ্ছন্ন হয়ে যায় রিক্ততার হাহাকারে তাই বসন্ত এলেও উদাসীন কবি তাই বসন্তের বন্দনা না করে হারানো স্বামীর বেদনার স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে আন্মনা হয়ে থাকেন। কবি হৃদয়ের এ বসন্ত বিমুখতা তার স্বামী হারানোর শোককেই তুলে ধরে। অন্যদিকে উদ্দীপকে ও কবির অনুভূতিতে অনুরূপ অভিব্যক্তির সক্রিয় সুর বিষাদময় হয়ে উঠেছে। উদ্দীপকে দেখা যায়, বসন্তের মতো প্রকৃতি পুষ্পসাজে সজ্জিত হয়ে উঠেছে এবং তারই মধ্যে দক্ষিণাবায়ু সৌরভ মাধুর্য চঞ্চলতায় মেতে উঠেছে। কিন্তু কবির হৃদয়কে তা স্পর্শ করতে পারছে না। কারণ কবি সুফিয়া কামালের মতো তার হৃদয়ও প্রিয়জন হারানোর শোকে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাই প্রকৃতির আনন্দোৎসবের মধ্যেও তিনি অবসন্ন মনে অন্ধকার ঘরে পড়ে আছেন। তার বন্ধুহারা হৃদয়ে সেতারের যে করুন সুরলহরী ঝংকৃত হচ্ছে তা কবি সুফিয়া কামালের মতো তাকেও সৌন্দর্য সুধা পান করা থেকে বিরত রেখেছে। এভাবে উদ্দীপকটিতে ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার প্রিয়জন হারানো মর্মবেদনার বিষাদময় দিকটি ফুটে ওঠেছে।

### ঘ উচ্চতর দক্ষতা

উদ্দীপক ও ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তাৎপর্যময় অভিব্যক্তি পেয়েছে। এদিক বিবেচনায় উদ্দীপকটিকে ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার প্রচ্ছন্ন রূপ বলা যায়। প্রচ্ছন্ন বলতে বুঝায়, সুপ্ত বা গুপ্ত। কবিতায় কবিমন শোকাচ্ছন্ন ও বেদনা-ভাবাতুর ছিল বিধায় বসন্ত তার সমস্ত সৌন্দর্যের ডালি দিয়েও কবিকে বিমোহিত করতে পারেনি। অপরদিকে, উদ্দীপকেও এমনই এক দৃশ্যপটের অবতারণা হয়েছে। ‘পুষ্প ফুটে কোন কুণ্ডবনে’ চরণটি দ্বারা উল্লিখিত অংশে প্রকাশ পেয়েছে প্রকৃতির প্রতি বক্তার উদাসীনতা যা ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার মূলভাবকেই প্রতিফলিত করছে। কবিতায় কবি শীতের করুণ বিদায়কে কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। কেননা, রিক্ত হস্তে শীতের করুণ বিদায় কবিকে মনে করিয়ে দেয় প্রিয় মানুষের চলে যাওয়ার মুহূর্ত। আর উদ্দীপকের বন্ধুহারা মম অন্ধ ঘরে, আছি বসে অবসন্ন মনে চরণটি যেন সে ইজিতই বহন করছে। ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবির মন দুঃখবারাক্রান্ত। তার কণ্ঠ নীরব, নিঃস্পৃহ। বসন্তের সৌন্দর্য তার কাছে অর্থহীন। কেননা কবির হৃদয় আচ্ছন্ন রিক্ততার হাহাকারে। শীত ঋতু যেভাবে সর্বরিক্ত সন্ন্যাসীর মতো কুয়াশার চাঁদর গায়ে পত্রপুষ্পহীন দিগন্তের পথে চলে গেছে তেমনি প্রিয় মানুষের অজানা গন্তব্যে পাড়ি জমানো কবিকে বিষাদময় রিক্ততার সুরে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মকে মনে নিতে ব্যথিত কবিচিন্ত তাই প্রকৃতির সৌন্দর্যকে তাহারেই পড়ে মনে কবিতার কবির মতো উল্লিখিত অংশের কবির হৃদয়েও সাড়া জাগাতে পারছে না। প্রিয় মানুষের সান্নিধ্য যে কোনো মানুষেরই কাম। কিন্তু নিঃসজ্জা মানুষকে করে তোলে বিবাগী, বিষাদগ্রস্ত ও উদাসীন। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় এবং উদ্দীপকে। প্রিয়জনের অনুপস্থিতি মানবমনকে যে কীভাবে আন্দোলিত করে তা সহজেই অনুভূত হয় উক্ত দুইটি প্রেক্ষাপটে। প্রকৃতির মোহাঞ্জন আবেগ, নিরুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ঋতুবদলের পালায় পরিবর্তিত প্রকৃতির নবরূপ সবই যেন তখন অর্থহীন ও নিষ্প্রাণ মনে হয়। হৃদয়ের ভাবাবেগ মানুষকে প্রতিক্ষণে প্রিয় মানুষের স্মৃতি রোমন্থনে বাধ্য করে দেয়। তাইতো ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবি বসন্তের উপস্থিতিতে ভাবলো শহীন। শীতের রিক্ততাই যেন কবির হৃদয়কে বারবার ক্ষত-বিক্ষত করছে। প্রিয় মানুষকে হারানোর আর্তি তাঁর হৃদয়ে জেগে আছে প্রকট রূপে। আর উদ্দীপকেও এমনি মনোভজিমার আভাস পাওয়া যায়। বিষণ্ণ হৃদয়ে প্রিয় সৌন্দর্য উপলব্ধি ব্যর্থ হয়েছেন। তাই বিষয়বস্তুর বিচারে উদ্দীপকটিকে ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার প্রচ্ছন্ন রূপ বলা অত্যন্ত যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত।

### উদ্দীপক ১৫৮ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

প্রকৃতির গতি স্বাভাবিক। কোনো কিছুর সাপেক্ষ নয় প্রকৃতি। কে প্রণোদিত হল, কে ব্যথিত হল; প্রকৃতিকে নিয়ে কে গান লিখলো, কে মুখ তুলে চাইলো না— এতে প্রকৃতির গতি থেমে থাকে না। শুধু প্রশ্নাকুল হয় সৌন্দর্যপিপাসু মানুষ যারা সৌন্দর্য স্রষ্টার কাছে সুন্দরের প্রত্যাশা করেন। কিন্তু অনেকেই জানে না সুন্দরের আবির্ভাব কবি মনের সুস্থতার ওপর নির্ভর করে। কবিমন যদি সুন্দরের অবস্থানের জন্য উপযুক্ত না হয় প্রকৃতি সেখানে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। কবি মনের ব্যক্তিগত বেদনা বা সুখ কবিতা বা সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। এজন্য কবি ভক্তের আকুতি সত্ত্বেও কবি সুফিয়া কামাল বসন্ত বন্দনায় ব্যর্থ হয়েছিলেন। বসন্ত চলে গেল কিন্তু কবিচিন্তা জাগলো না সৃষ্টি বেদনা নিয়ে। কারণ কবিচিন্তার ব্যক্তি বেদনার আপেক্ষিক অনুপাত, সৃজন বেদনার চেয়ে বেশি।



- ক. তাহারেই পড়ে মনে কবিতাটি কবির কোন কাব্যে স্থান পেয়েছে? ১
- খ. বসন্তের প্রতি কবির তীব্রবিমুখতা কেন? ২
- গ. প্রদত্ত উদ্দীপক ও মূল কবিতা অবলম্বনে কবির মনোজগৎ বিশ্লেষণ কর। ৩
- ঘ. সাহিত্য বা শিল্প, কবি বা শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্ততার ফসল, বহিরারোপিত কোন প্রণোদনার ফসল নয়—উদ্দীপকও কবিতা অবলম্বনে এ বক্তব্যের যথার্থতা প্রতিপন্ন কর। ৪

## ১৫নং প্রশ্নের উত্তর

## ক জ্ঞান

তাহারেই পড়ে মনে কবিতাটি কবির ‘সাঁঝের মায়া’ কাব্যে স্থান পেয়েছে।

## খ অনুধাবন

বিষাদাক্রান্ত মানুষ, অনেক সময় নানা কারণে অন্তর্গত বিষাদের খবর অন্যকে জানতে দেয় না। অনেকটা, দুঃখ বিলাসে মগ্ন থাকে সে। কষ্ট বুকের মধ্যে পুষে রেখে নিঃসজ্জা থাকতে চায়। সুখানুভবও তার কাছে খুব বেশি আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না। এই ধরনের মনোবিকল্পনের শিকার কবি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একটি দুঃখকে দোসর করেছিলেন। তাঁর প্রথম স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেন ছিলেন তাঁর সাহিত্য সাধনার উৎসাহদাতা। তাঁর অকাল মৃত্যুতে তিনি বেদনায় মুষড়ে পড়েছিলেন। সেই কষ্ট তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তাই বসন্তের এত উৎসবের মধ্যেও তিনি বসন্তের প্রতি মনোযোগী হতে পারেননি। বরং দুঃখের প্রাবল্যে সুখ, বিমুখ হয়ে ফিরে গেছে।

## গ প্রয়োগ

‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে কবির ব্যক্তি জীবনের বিষাদময় স্মৃতির কল্লি কাহিনী বাগ্ম্য হয়ে ফুটে উঠেছে। কবিতাটি নিসর্গ সন্দর্শনমূলক। তবে এ কবিতার মর্মমূলে বসন্তের সৌন্দর্য আভার অন্তরালে রয়েছে কবির নিজের জীবনের বেদনার বাণী বিচ্ছেদের নিদারুণ মর্মজ্বালা। শীতের জরাজীর্ণ রিক্ততার মধ্যে উৎসারিত হয়েছে কবির জীবনের পুষ্পশূন্য হৃদয়ের ব্যথা। কবিতায় বিধৃত ভাবাবেগময় ভাববস্তুর বেদনাঘন বিষণ্ণতার সুর এবং সুললিত ছন্দ এতই মাধুর্যমণ্ডিত হয়েছে যে পাঠকের চিত্তকে তা সহজে স্পর্শ করে। আর এই সূত্রে আবিষ্কৃত হয়েছে কবির মনোজগৎ।

বসন্ত এসেছে— ফুল ফসলের সম্ভার নিয়ে। কবিভক্ত তাই কবির কাছে এসেছে বসন্তকে ঘিরে গান রচনার তাগিদ নিয়ে। বসন্ত কবিকে অনুপ্রাণিত করবে এটা প্রত্যাশিত। কিন্তু কবি মনের বেদনাকে অস্বীকার করতে পারছেন না। ইচ্ছে করলে ভুলে থাকতে পারেন কিন্তু তেমন ইচ্ছেকে অন্তরে ঠাঁই দিতে পারছেন না। ভেতর থেকে কে যেন কবিকে নিরুৎসাহ করে রাখে। কবির বিবেকও সায় দেয়না আনন্দযজ্ঞে সামিল হতে। যে মানুষটি তার সম্ভাকে জুড়ে ছিল দীর্ঘদিন তাকে স্মৃতিতে ধরে রাখাটা উচিত বলে মনে করেন কবি। প্রথম স্বামীর স্মৃতি আঁকড়ে পড়ে আছেন কবি। এটা কিছুটা হলেও কৃতজ্ঞতার পরিচায়ক। কবির মনোজগৎটা সৌন্দর্যবিমুখ নয়। বরং ভালোবাসার প্রতি স্ফূর্তি—বিবেক চালিত।

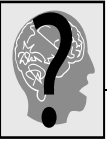
## ঘ উচ্চতর দক্ষতা

সাহিত্য বা শিল্পকে অ্যারিস্টটল বলেছেন অনুকরণ। শিল্পী মনের বাইরের কোন বস্তু বা ভাব যেভাবে শিল্পী চিত্তে প্রণোদনা সৃষ্টি করে, সেভাবে তার একটা অনুকরণ তৈরি হয় মনের মধ্যে। মন সেই বস্তু বা ভাবের প্রতীকে তৈরি করেন একটি সৌন্দর্য সম্ভা যার নাম শিল্প। এজন্য অংগ কে বলা হয় Reflection of mind. এক্ষেত্রে যে প্রণোদনাটি বাইরে থেকে আসে সেটি মনের ওপর প্রতিফলন ফেলে শুধু জোর খাটায় না। প্রাপ্ত প্রতিফলন মন যদি গ্রহণ করতে পারে—তাহলে গ্রহণের মুহূর্ত থেকে শুরু হয় অনুকরণের কাজ। তারপর একসময় সৃষ্টি কর্ম রূপে বেরিয়ে আসে শিল্পবস্তু। পুরো প্রক্রিয়াটা সংঘটিত হয় মনের স্বতঃপ্রণোদনায়। বাইরের কোন উদ্দীপক চাপ সৃষ্টি করলে বা অনুকরণীয় বস্তু বা ভাব শিল্পী মনের ধারণ ক্ষমতা বা বোধের বাইরের বিষয় হলে মন সেটাকে ফিরিয়ে দেয়। ফলে কিছুই সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ থাকে না। যদি কোন অনুরোধ (যেটাকে ফরম্যেশন বলা হয়) বা দর্শন (রংস) বাইরে থেকে প্রভাব বিস্তার করে এবং মন যদি গ্রহণ করার জন্য বাধ্য হয়, তাহলে যে Art উৎপন্ন হয় শিল্পবোদ্ধারা তার নাম দিয়েছেন Bad art. Good art সব সময় শিল্পীর বা কবির মনের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। সহজ কথায় মনের স্বতঃস্ফূর্ততাই শিল্পের বড় উৎপাদক।

উদ্দীপক এবং ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় শিল্প সৃষ্টিবিষয়ক এই সত্যটি কাজ করেছে। বসন্ত, শিল্প সৃষ্টির জন্য বাহ্যিক প্রণোদনা হিসেবে দ্বারলগ্ন। কবিভক্তও মিনতি জানাচ্ছেন। কিন্তু কবিচিন্তা বহিরারোপিত এই উদ্দীপকটি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত নয়। কারণ তার মনের সবটাই দখল করে রেখেছে তার প্রথম স্বামীর সাথে যাপিত জীবনের স্মৃতি। তাকে কোনমতে ভুলতে পারেন না। মন সেখানেই নিবদ্ধ। তাই বসন্তকে ফিরে যেতে হয়—বসন্ত বন্দনা রচিত হয় না। বহিরারোপিত সুর ও সৌন্দর্য পারেনি কবি মনের আগল সরাতে। অর্থাৎ সারকথা হল সাহিত্য আত্মগত স্বতঃস্ফূর্ততার ব্যাপার, বহিরারোপিত কোন প্রণোদনার ফসল নয়।

## উদ্দীপক ১৬ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

‘স্যার, নিজের কথার এমন উত্ত্বজ্জ উপস্থাপনা কি সাহিত্যের শর্ত ভঙ্গ করে না? একজন ছাত্রের তরফ থেকে এল প্রশ্ন—জামিল স্যারের দিকে। জামিল স্যার, আত্মবিশ্বাসে ঋদ্ধ তার চোখ দুটো ছাত্রদের দিকে বিছিয়ে দিয়ে বললেন— না, করে না। কবিতায় গীতিধর্মিতা থাকে। আর গীতিধর্মিতা ব্যক্তিগত দুঃখ সুখের মর্মমূল থেকে উৎসারিত। যেমন ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবি তার একজন স্বজনকে হারিয়েছেন। তাইতো প্রকৃতির কোন কিছু তাঁর চিত্তে দোলা লাগায় না। সুন্দরের পূজারী হয়েও সুন্দরের প্রতি তাঁর তীব্র বিমুখতা। আসলে তাঁর সেই স্বজনকে তিনি ভুলতে পারেন না। তাইতো সুখের সমস্ত জীবনানুভব তাঁর কাছে বিবর্ণ, পাণ্ডুর, ধূসর।



- ক. 'Our sweetest Songs are those that tell of saddest thought' –এই উপলব্ধিটি কোন কবির। ১  
 খ. কবি ভক্তের সৌন্দর্য সৃষ্টি অনুপ্রেরণা সত্ত্বেও কবির বসন্ত বিমুখতার কারণ কী? ২  
 গ. প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণ করে কবির গীতিধর্মী কবিধর্ম বিশ্লেষণ কর। ৩  
 ঘ. সাহিত্য শর্তাধীন নয়, শর্তহীন–আলোচনা কর। ৪

### ১৬নং প্রশ্নের উত্তর

#### ক উত্তর

Our Sweetest Songs are those that tell of Saddest thought –কথাটি PB. Shelly. (Percy bysshe shelley).

#### খ অনুধাবন

বিষাদাক্রান্ত মানুষ অনেক সময়, নানা কারণে অন্তর্গত বিষয়ের খবর অন্যকে জানতে দেয় না। অনেকটা, দুঃখ বিলাসে মগ্ন থাকে সে। কষ্ট বুকের মধ্যে পুষে রেখে নিঃসঙ্গ থাকতে চায়। সুখানুভব তার কাছে খুব বেশি আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না। এই ধরনের মনোবিকলনের শিকার কবি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একটি দুঃখকে দোসর করেছিলেন। তাঁর প্রথম স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেন ছিলেন তাঁর সাহিত্য সাধনার উৎসাহ দাতা। তাঁর অকাল মৃত্যুতে তিনি মুষড়ে পড়েছিলেন। সেই কষ্টটা তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তাই বসন্তের এত উৎসবের মধ্যেও তিনি বসন্তের প্রতি মনোযোগী হতে পারেন নি। বরং দুঃখের প্রাবল্যে সুখ বা আনন্দ বিমুখ হয়ে ফিরে গেছে। দুঃখের আঘাতে আহত হয়ে বসন্তের প্রতি বিমুখতা সৃষ্টি হয়েছে।

#### গ প্রয়োগ

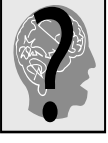
কবিতার গীতিধর্মিতা একটি অনিন্দ্যসুন্দর অনুযজ্ঞ। একসময় যখন সাহিত্যের মান বিচারে 'Art for art shake' –এই পরিমাপক বিদ্যমান ছিল তখন বলা হতো, সাহিত্যে নিজের কোন কথা বলা হবে না, কারণ শিল্প নৈর্ব্যক্তিক। কিন্তু পরে কবিরা মানেননি এই বিধি। নিজের হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাসকে গীতিমূর্ছনার মাধ্যমে বিকাশ করার প্রয়াস পান অনেক কবি। এগুলোর সাধারণ নাম গীতিকবিতা। যে ধর্ম এই কবিতাগুলোকে বিশিষ্টতা দান করেছে তার নাম–গীতিধর্মিতা। কবি যখন তার একান্ত আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসকে আবেগ কম্পিত সুরে প্রকাশ করেন তখন তা হয় গীতিধর্মী। উদ্দীপকে সাধারণভাবে একজন কবির গীতিধর্মিতা বিষয়ে প্রাজ্ঞ মত প্রকাশিত হয়েছে। উদ্দীপকে প্রসঙ্গত সুফিয়া কামালের 'তাহারেই পড়ে মনে' এ কবিতাটির প্রসঙ্গ এসেছে। এ কবিতাটির মধ্যে গীতিধর্মিতা বিদ্যমান। এ কবিতার শেষ স্তবক থেকে জানা যায় তার এক প্রিয়জন (তাঁর প্রথম স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেন) তাকে রিক্ত নিঃশ্ব করে দিয়ে পরলোকে পাড়ি দিয়েছেন। তাঁকে নিয়ে কবিচিন্তে যে বেদনার বাষ্প তার অভিঘাতে তিনি বসন্তকে পর্যন্ত ফিরিয়ে দিয়েছেন। অন্তরে বহমান দুঃখের ইন্দ্রনে দ্বারে জাগ্রত বসন্তের বিষয়ে উদাসীন উন্মাদা তিনি। নানাভাবে নিজের একান্ত বিষয় সর্বজনবেদ্য করে উপস্থাপন করেছেন কবি। নিতান্ত স্বল্প পরিসরে কবি তার পূর্ণ হৃদয়কে মেলে ধরেছেন পাঠকের সামনে। এগুলো গীতিধর্মিতার গুণ। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির যে কবিধর্ম তা গীতিধর্মিতার লক্ষণাক্রান্ত।

#### ঘ উচ্চতর দক্ষতা

মানুষের মনের ভেতরে নিজেকে বিকাশ বা প্রকাশ করার একটা অদম্য ইচ্ছা কাজ করে। এর নাম সৃজন বেদনা। এ বেদনার বিকশিত রূপ যা মানুষের মননশীলতার ফসল–তার নাম শিল্প। শিল্পের পরিচিতি পর্ব শেষ হলে শিল্প বোধধারা বললেন শিল্প হতে হবে শর্তযুক্ত। শিল্প পবিত্র বস্তু বিধায় তাতে মানুষের বা শিল্পীর একান্ত ব্যক্তিক ইচ্ছা থাকবে না। তাহলে শিল্প তার মহত্ব হারাবে। এভাবে শিল্পের মহত্ব রক্ষার জন্য তাকে শর্তযুক্ত করে দেয়া হল। কিন্তু শিল্প যে মনোগত বিষয় সেটা ভাবা হলনা। মনোগত বিষয় বলে ব্যক্তি মনের প্রতিফলন শিল্পে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক প্রাণ প্রবাহের ওপর শর্ত আরোপ করে দিলেন কলাকৈবল্যবাদিরা। কিন্তু কবি বা সাহিত্যিক সম্পর্কে বলা হয়–Poets are the most unacknowledged Legislature of the world. কবিরা হলেন আইন ভঙ্গকারী আইন প্রণেতা। তাঁরা আইন করেন; সে আইন ভেঙে আনন্দ পান। এই প্রবণতার ফল হিসেবে একসময় ঘোষিত হল 'Art for life shake'–জীবনের জন্য শিল্প। শিল্পের গৌড়ালি থেকে শর্তের শেকল খুলে গেল। সাহিত্য হলো শর্তহীন। ভেবে দেখার বিষয় এই যে মনোজগতে যে সৃষ্টি সুখের ইন্দ্রন, তাকে কিন্তু শর্তের তর্জনী দিয়ে শাসন করা যায় না। তাহলে সৃষ্টিশীলতাই বুদ্ধ হয়ে যাবে। যখন Art for art Shake–এর স্বৈরতন্ত্র বিদ্যমান ছিল তখনো কিন্তু শিল্পীরা তা মানেননি। এই না মানা এবং তাকে মেনে নেয়াটা অনুপ্রণা হিসেবে নিলেন অন্য শিল্পীরা। ফলে শিল্প এক সময় হয়ে পড়লো শর্তহীন। সৃষ্টি হল বিপুল ব্যাপক শিল্প বস্তু। সাহিত্য শিল্পের একটা অনুযজ্ঞ। সুতরাং শিল্পের যা প্রাণ ধর্ম তা সাহিত্যের প্রাণ ধর্ম। অতএব সাহিত্য শর্তাধীন নয়, শর্তহীন।

#### উদ্দীপক ১৭ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

যারে খুব বেসেছিনু ভালো  
 সে মোরে ছেড়ে চলে গেল।



রেখে গেছে শুধু মায়া।  
লাগে না ভালো অপরূপ প্রকৃতি  
যতই করুক কেউ মিনতি।  
আমি এখন রিক্ত শূন্য  
মন পড়ে রয়েছে তার জন্য।  
সে দিল মোরে কেমনে ফাঁকি  
আমি এখন বড় একাকী।

- ক. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবি কোন গান বাজার কথা জানতে চেয়েছেন? ১  
খ. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতা অবলম্বনে সংক্ষেপে বসন্ত ঋতুর বর্ণনা দাও। ২  
গ. উদ্দীপকের প্রথম দু’চরণে ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার কোন দিকটি ফুটে ওঠেছে?—ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উদ্দীপকের ভাব যেন ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার কবি সুফিয়া কামালের মনোবেদনার বহিঃপ্রকাশ।—বিশ্লেষণ কর। ৪

### ১৭নং প্রশ্নের উত্তর

#### ক জ্ঞান

‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবি আগমনী গান বাজার কথা জানতে চেয়েছেন।

#### খ অনুধাবন

সাধারণভাবে প্রকৃতির সৌন্দর্য মানব মনের অফুরন্ত আনন্দের উৎস। সেই অফুরন্ত আনন্দের উৎস হিসেবে পৃথিবীতে বসন্তের আবির্ভাব ঘটেছে। প্রকৃতিতে ঘটে গেছে এক অনিন্দ-হিম্মদ। দখিন দুয়ার খুলে গেছে। বাগানে ফুটেছে বাতাবি লেবুর ফুল। ফুটেছে আমের মুকুল। দখিনা সমীর গন্ধে গন্ধে অধীর-আকুল হয়েছে। নতুন ফুল প্রকৃতিকে সাজিয়েছে তার পূর্ণ রূপ মাধুর্য দিয়ে। মাধবী কুঁড়ির বুকে গন্ধ ছড়িয়েছে। দখিনা বাতাস বহিতে শুরু করেছে। সঙ্গে এনেছে পৃথিবীর সমস্ত সৌরভ। আমের মুকুলে মৌমাছির গুঞ্জরণ, মাধবী ফুলের কুঁড়ির নাচন আর বনে বনে ফুলের আসরে নানা পাখ-পাখালীর কর্ণে বসন্তের এ আগমন যেন মানবমনকে আনন্দে শিহরণে উদ্বেলিত করে তুলেছে। বনভূমি নতুন পত্রপল্লবে বিচিত্র ফুলের বাহারে হয়ে উঠেছে রঞ্জিত, নতুন সাজে সজ্জিত হয়ে উঠেছে পুলকিত স্বচ্ছলতার এক প্রগাঢ় নিকুঞ্জ।

#### গ প্রয়োগ

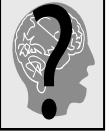
উদ্দীপকের প্রথম দু’চরণে কবি বেগম সুফিয়া কামাল রচিত ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার প্রিয়জন হারানোর বেদনার দিকটি ফুটে ওঠেছে। কবি সুফিয়া কামাল তার প্রথম স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। তিনিই ছিলেন কবির সাহিত্য সাধনার প্রধান সহায়ক ও উৎসাহদাতা। মনে-প্রাণে যাকে ভালোবেসেছিলেন, সেই ভালোবাসার ধনকে তিনি নিজের কাছে ধরে রাখতে পারেননি। আকস্মিকভাবেই মৃত্যুকে বরণ করেন তার স্বামী, আর কবি হয়ে পড়েন একাকী, নিঃস্ব। উদ্দীপকের কবিতাংশের প্রথম দু’টি চরণে এ বিষয়টিই ফুটে ওঠেছে। এ অংশের কবি নিজেও তাঁর প্রিয়জনকে খুব ভালোবেসেছিলেন। কিন্তু নিয়তি তাকে দিল কবি সুফিয়া কামালের মতো বেদনার আঘাত। তাঁর প্রিয়জনও তাঁকে ছেড়ে চলে গেল না ফেরার দেশে। এত ভালোবাসলেন, তবুও আটকানো গেলো না তাকে। মোটকথা যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুরো ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটি আবর্তিত হয়েছে, সেই ঘটনাটিই উদ্দীপকের প্রথম দু’চরণে উল্লেখ করা হয়েছে এ কথাটি নির্দিধায় স্বীকার করে নেয়া যায়।

#### ঘ উচ্চতর দক্ষতা

‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটি কবি বেগম সুফিয়া কামালের ব্যক্তিজীবনের দুঃসময় ঘটনার রূপকধর্মী বহিঃপ্রকাশ। উদ্দীপকটিও যেন একই দুঃখবোধকে ধারণা করে আছে। ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবি বসন্তের আগমনে, তার অপরূপ সৌন্দর্যে মোটেও আপন্নত নন। কারণ তাঁর হৃদয় এখন শীতের মতোই রিক্ত, নিঃস্ব আর শূন্যতায় ভরপুর। বসন্তের আগমন তাঁর হৃদয়ে কোনোরকম আবেদন সৃষ্টি করতে ব্যর্থ। কেননা, কবি তাঁর প্রাণপ্রিয় স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনকে হারিয়েছেন, যিনি ছিলেন কবির সাহিত্য-সাধনার প্রধান সহায়ক ও উৎসাহদাতা। কিন্তু তাঁর আকস্মিক প্রয়াণকে কবি কিছুতেই মনে নিতে পারছেন না। প্রিয়জন হারানোর বেদনা তাঁর হৃদয়ে এমন গভীরভাবে বেজেছে যে প্রকৃতির কোনো পরিবর্তনই তাঁর হৃদয়ের দুয়ার খুলতে পারছে না। পুরো কবিতা জুড়েই কবি তার মনোবেদনার স্বরূপকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, যার স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই উদ্দীপকের কবিতাংশে। উদ্দীপকের কবিতার কবিও তার প্রিয় মানুষকে, ভালোবাসার মানুষকে হারিয়ে আজ রিক্ত। কেননা, এ মানুষটিই ছিল তার জীবনের ছায়াসঙ্গী এবং তাঁর অবর্তমানেও এখনো তার স্মৃতি কবিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আজ কবি এতটাই রিক্ত ও শূন্য যে, প্রকৃতির অপরূপ সাজও তাঁর কাছে কোনো আকর্ষণের বিষয় মনে হয় না। বরং তিনি তাঁর প্রিয় মানুষটির কথা স্মরণ করে একাকী নীরবে, নিভৃত থাকেন। যে হাহাকার, যার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের কবিতাংশের মূলভাবের মধ্য দিয়ে কবি সুফিয়া কামালো প্রিয়জনকে হারানোর বেদনা ফুটে ওঠেছে।

## উদ্দীপক ১৮ → নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। কিন্তু কিছুই ভালো লাগেনা আমার। বিষাদ ছুঁয়েছে আজ মন ভালো নেই। ইচ্ছে ছিল বসন্তকে নিয়ে একটা গান বা কবিতা লিখবো। মনঃসংযোগ হচ্ছেনা লেখায়। কে তুমি? ও হ্যাঁ— চিনেছি। বসন্তগীতির জন্য এসেছো তুমি? কিন্তু কণ্ঠ যে সমর্থন করে না। মন যে বিক্ষিপ্ত, এবার থাক। তাছাড়া আমি বসন্তগীতি না গাইলেও সেতো ব্যর্থ হয়ে যায়নি। বরাবরের মত সে এসেছে। আমাকে কেন বেদনাবিন্দু কর? বসন্ততো আমার অপেক্ষা করেনি! গাছে গাছে ফুল ফুটিয়েছে। কণ্ঠে দিয়েছে গান। “আমার জন্য তো থেমে নেই বসন্তের পুষ্প রচন।”



- |  |   |
|--|---|
| ক. কবির প্রথম স্বামীর নাম কী?                                      | ১ |
| খ. কবি কেন বসন্তকে সংবর্ধনা জানাতে পারেন নি?                       | ২ |
| গ. উদ্দীপক অবলম্বনে বসন্তের ধর্ম/বৈশিষ্ট্য লেখ।                    | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপক অবলম্বনে সৌন্দর্যপিপাসু একজন কবির মনোবেদনা বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

### ১৮নং প্রশ্নের উত্তর

#### ক. জ্ঞান

কবির প্রথম স্বামীর নাম সৈয়দ নেহাল হোসেন।

#### খ. অনুধাবন

‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবি সুফিয়া কামালের নিজের জীবনের বিষাদময় স্মৃতির করুণ রাগিনী যেন বাণীমূর্তি লাভ করেছে। কবিতায় নিসর্গের বর্ণময় রূপের আড়ালে রয়েছে কবির নিজের জীবনের ভাবোচ্ছ্বাস ও আত্মগত বিচ্ছেদের নিদারুণ মর্মজ্বালা। শীতের রিক্ততার মধ্যে উৎসারিত হয়েছে কবির জীবনের পুষ্পশূন্য হৃদয় যন্ত্রণা।

প্রথম স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের আকস্মিক মৃত্যুতে কবির জীবনে নেমে এসেছে দুঃসহ এক বিষণ্ণতা। স্বামী ছিলেন তাঁর সাহিত্য সাধনার উৎসাহদাতা। তাই তাঁর মৃত্যুতে কবির মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে রিক্ততার হাহাকারে। এ কবিতাকে আচ্ছন্ন করে আছে এই বিষাদখিনি রিক্ততার সুর। তাই আনন্দের ঋণাধারা নিয়ে বসন্ত এলেও উন্মাদা কবির অন্তর জুড়ে বেদনার রাগিনী ধ্বনিত। তাই বসন্তকে তিনি সংবর্ধনা জানাতে পারেন নি।

#### গ. প্রয়োগ

প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্মে বসন্ত একসময় এসে হাজির হয় পৃথিবীর আঙিনায়। ফুল ফুটাতে ফুটাতে তার আগমন। ফুল ছড়াতে ছড়াতে তার লীলা। সংবেদনশীল চিত্ত তার আগমানে পুলকিত হয়; তাকে নিয়ে গান রচনা করে। আবেগতাড়িত শিল্পীরা বসন্তের অচেতন সন্তায় চেতনের গুণ আরোপ করে হৃদয় বিনিময় করার মধ্যদিয়ে বসন্তকে আপন করে নেয়। তৃষিতকে তৃপ্ত করতেই বসন্ত আসে। তাহলে দুঃখীর দুঃখ দেখলে বসন্ত কি ফিরে যাবে? এমন ঘটনা কি ঘটে? কবি মনোবেদনায় আহত; অতএব বসন্ত আসবে না! তা হয় না। কে সুখী কে দুঃখী তা দেখেনা বসন্ত। শুধু আনন্দের বার্তা জানানোর জন্য সে আসে। ফুল ফোটে, রং ছড়ায়, গান গাওয়ায়। বসন্তোৎসব শেষ হলে বিদায় নেয়।

জীবনে দুঃখই বেশি। এই দুঃখসজ্জুল জীবনে মানুষ সুখ চায়। বসন্ত সেই সুখের গান গায়। আনন্দ যজ্ঞে সকলকে নিমন্ত্রণ করে। এর মধ্যে কেউ যদি দুঃখে থাকে বসন্ত তাকে সান্ত্বনা দিতে পারে না। কারণ সুখ সকলের দুঃখ একান্তই নিজের।

#### ঘ. উচ্চতর দক্ষতা

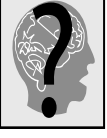
কবির কাজ অন্তর হতে বচন আহরণ করে, আনন্দলোক সৃষ্টি করা। তাঁর আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস যখন অন্যকে আপ্ত করে তখন তা হয় মহৎ কবিতা। এই উচ্ছ্বাস সুখের হতে পারে, দুঃখেরও হতে পারে। প্রদত্ত উদ্দীপকে একজন কবির কথা ব্যক্ত হয়েছে আত্মকথনের ভঙ্গিতে। তিনি আনন্দলোকের বাসিন্দা। সৌন্দর্য পিপাসু মধুর বসন্ত এসেছে। সৃষ্টির বেদনা জেগেছে মনে। কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশ নেই। মন ভালো নেই। ইচ্ছে ছিল অন্তর হতে বচন আহরণ করে একটি মহৎ কবিতা রচনা করবেন। কিন্তু পারছেন না। কারণ কবিতা বা শিল্পের জন্য যে মন দরকার হয়, মনের সেই সুস্থতা নেই তার। তাই কবির সৃজন বেদনা ব্যর্থ হয়।

শিল্পের জন্য যেমন উপলক্ষ বস্তু বা বিষয়বস্তু প্রয়োজন হয়, প্রয়োজন হয় শব্দ প্রকৌশল দক্ষতা। তবে বেশি প্রয়োজন কবির ‘মনোভূমি’ যা বাস্তবের ভিত্তিভূমি বা কল্পভূমি—এসব কিছু থেকেও সত্য। কোন এক প্রাজ্ঞজন কবিকে বলে যান—‘সেই সত্য যা রচিবে তুমি’ আর তার জন্য প্রয়োজন কবির পরিচ্ছন্ন মনোভূমি। উদ্দীপকে বর্ণিত কবির পক্ষে বসন্তগীতি রচনা করা সম্ভব হচ্ছে না—কারণ তার ‘মনোভূমি’ বসন্তগীতির জন্য উপযুক্ত ছিলনা। কোন এক দুর্জয় কারণে তিনি বিষণ্ণ, অন্যমনস্ক; সময় থেকে অনেক দূরে। এজন্য কবির মনে ক্ষোভ বিদ্যমান দুঃখও আছে। কিন্তু মন যে প্রস্তুত নয়। তাই সৌন্দর্যতৃষ্ণা থাকার পরও কবি সৌন্দর্য সৃষ্টিতে ব্যর্থ হচ্ছেন। একটি সৃষ্টিশীল সত্তার পক্ষে এটা বড় যন্ত্রণার।

## উদ্দীপক ১৯ → নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

আলোচনার বিষয় ছিল : ‘মনোবেদনা এবং সজীত।’ দর্শক সারি থেকে প্রশ্ন এল— ‘বিনোদন কি মনের ওপর চেপে থাকা কন্ঠের আবরণকে অপসারিত করতে পারে? আলোচকদের একজন ছিলেন সজীত বিশেষজ্ঞ কাজল। তিনি বললেন ‘হ্যাঁ পারে।’ অন্যজন

‘মনোজগত’ পত্রিকার সম্পাদক বললেন, ‘না পারে না।’ মনোবেদনা উৎসারিত হয় মনের ক্ষত থেকে। ক্ষত যত গভীর হয়, বেদনা তত প্রলম্বিত হয়। কখনো কখনো কোন স্থান, কোন প্রাকৃতিক পরিবেশ, কোন ব্যক্তির মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা বেদনাকে মনের উপরিতলে নিয়ে আসে। বিনোদন এই কষ্টকে ভুলিয়ে রাখে মাত্র, বিলুপ্ত করতে পারে না।’ অন্য একজন আলোচক কবি সুমন বললেন— ‘কথাটা ঠিক। এজন্য সুফিয়া কামাল তার প্রথম স্বামীকে কোনদিন ভুলতে পারেন নি। বসন্ত এসেছিল, কিন্তু তাতে তার মনের গহীনে জমে থাকা কষ্ট কমে নি। কেবলই মনে হয়েছিল— সে নেই। পরবর্তী সংসারে সুখের প্রাচুর্য ভুলিয়ে রাখতে পারেনি প্রথম প্রেমের অবলম্বনকে।’



- ক. বসন্ত বন্দনা অর্থ কী? ১  
খ. কবিত্ত্ব কবির কাছে কি মিনতি করছেন? এরূপ মিনতির কারণ কী? ২  
গ. প্রদত্ত উদ্দীপক এবং কবিতা অবলম্বনে দেখাও প্রকৃতির সৌন্দর্য ও কবির মনের অবস্থার মধ্যে কোনটি প্রবল। ৩  
ঘ. প্রদত্ত উদ্দীপক অবলম্বনে ভালোবাসার চিরন্তন মূল্যবোধগুলো তুলে ধর। ৪

### ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

#### ক জ্ঞান

বসন্ত বন্দনা অর্থ—বসন্তের আগমনে তারই প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে রচিত কোন গান বা কবিতা।

#### খ অনুধাবন

সৃষ্টি যিনি কোনো বিষয়ের, তার কাছে বিষয়ভিত্তিক প্রার্থনা জানানো হবে এটাই স্বাভাবিক। কবি বা শিল্পী সৌন্দর্য সৃষ্টি তাই কবি বা শিল্পীর কাছে শিল্প সৃষ্টির বা সৌন্দর্য সৃষ্টির দাবি সাধারণ মানুষের। প্রকৃতির নানা অনুঘটকে শিল্পে পরিণত করেন শিল্পীরা, কবিরা। এটা তাঁদের আত্মবিকাশের স্বাভাবিক ধর্ম। সৃজনশীলতার সহজাত ধারা। তাদের কাছে তাই এ ধরনের প্রত্যাশা করা অমূলক নয়, বরং স্বাভাবিক প্রত্যাশার বিষয়। কবিত্ত্ব তাই কবির কাছে মিনতি জানাচ্ছে ‘বসন্ত বন্দনা তব কণ্ঠে শুন—এ মোর মিনতি’ এই আনন্দ লগ্নে বসন্ত নিয়ে গানটা রচনার জন্য মিনতি তার।

সুন্দরের পক্ষে যার নিয়ত অবস্থান এবং সুন্দরের সৃষ্টিতে যার ক্লান্তি নেই তার কাছেইতো সজ্ঞাত দাবি জানাতে হয়। কবিত্ত্ব তাই কবির কাছেই বসন্তগীতি রচনার মিনতি জানিয়েছে।

#### গ প্রয়োগ

প্রদত্ত উদ্দীপকে এবং ‘তাহারাই পড়ে মনে’ কবিতায় প্রকৃতি ও মানব মনের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তাৎপর্যময় অভিব্যক্তি পেয়েছে। তাঁর লেখনীতে বাঙনয় হয়ে উঠেছে প্রকৃতি। দ্বারে জাগ্রত বসন্তকে মনের মাধুরী মিশিয়ে অপরূপ রূপে মূর্ত করে তুলেছেন কবি। প্রকৃতির রূপ রং মানব মনের অফুরন্ত আনন্দের উৎস। বাসন্তী প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য কবিচিহ্নে আনন্দের শিহরণ জাগাবে এবং তিনি তাকে শব্দ প্রকৌশল আর ছন্দমাধুর্যে ফুটিয়ে তুলবেন সেটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু কবির ক্ষেত্রে বাস্তবতা হয়েছে ভিন্ন। বসন্ত এলেও উদাসীন কবির অন্তর জুড়ে রিক্তশীতের বিদায়ের করুণ রাগিনী বেজে উঠেছে। তাই বসন্ত তাঁর মনে কোন সাড়া জাগাতে পারে না। বসন্তের সৌন্দর্য তার শোকদগ্ধ হৃদয়ে কোন আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না। এ কবিতায় প্রকৃতির সৌন্দর্যের বর্ণনার আড়ালে একটা চাপা শোকের ক্ষীণ রাগিনী বেজে উঠেছে। দেখা যায়—কবিতাটিতে কবির বসন্ত প্রকৃতির সৌন্দর্যের চেয়ে কবি মনের শূন্যতাই প্রধান হয়ে উঠেছে।

প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্যধ্যান আছে এ কবিতায়। কিন্তু সে প্রকৃতি শান্ত স্তম্ভিত বিষাদে মৌন—অন্তত কবির চেতনায়। শীতের বিয়োগ ব্যথা কবিকে অনুক্ষণ ঘিরে রয়েছে বলে বসন্তের সৌন্দর্য কবি হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে না। প্রথম স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের মৃত্যুর পর কবির এই বেদনাবিধূরতা। কবি হৃদয় রিক্ততায় ভরা। কবি নিজের শোকাচ্ছন্ন মনের সঙ্গে প্রকৃতির সৌন্দর্যের সামঞ্জস্য করতে পারছেন না বলে সূক্ষ্ম হৃদয়তন্ত্রীতে বসন্তের সমুদয় আয়োজন আবেদন ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়েছে। এজন্য কবিমনের অবস্থাই প্রবল এখানে—প্রকৃতি নয়।

#### ঘ উচ্চতর দক্ষতা

ভালোবাসা বিষয়টা পুরোটাই হৃদয়জ অনুভূতি। একটি মানবীয় সত্ত্বা আরেকটি মানবীয় সত্ত্বাকে ভাববে—নিজের অন্তরের পূর্ণতার প্রতিপাদক হিসেবে। তার সান্নিধ্যে পুলক লাভ করবে, তার থেকে দূরে গেলে বিষাদাক্রান্ত হবে—একের প্রতি অন্যের—হার্দিক টান থাকবে। থাকবে কৃতজ্ঞতাবোধ, দায়বোধ, কর্তব্যবোধ, ত্যাগ, বোঝাপড়া, মেনে নেওয়া—মেনে নেওয়া। এসব কিছুর সমষ্টি ভালোবাসা। এই ভালোবাসাবাসিতে পুরুষ নারী ভেদ নেই। মানবীয় অনুভূতিসম্পন্ন মানব মানবী, সবার জন্য সত্য এ বিধান। উদ্দীপকে মনের ওপর সজ্ঞাতের প্রভাব সম্পর্কে এক পর্যায়ে বলা হয়েছে যা একান্ত মনোগত ব্যাপার, তা বাহ্যিক কোন উদ্দীপকের প্রভাবে খুব বেশি পরিবর্তিত হয় না। মানুষের ভালোবাসার বিষয়টা গভীরতর মনোগত ব্যাপার। বাইরের কোন উদ্দীপক একে খুব বেশি বদলে দিতে পারে না যদি তা সত্যিকারের ভালোবাসা হয়। সত্যিকার ভালোবাসা বিশ্বাসের কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত। তাই যথার্থ ভালোবাসার কোনো বিকৃতি নেই। বসন্তের আগমনে তাই কবিচিহ্নে কোনো দোলা লাগেনা, কারণ কবিচিহ্ন ভরে আছে প্রথম স্বামীর ভালোবাসায়। বসন্ত সেখানে অনুপ্রবেশ করতে চেয়ে পারেনি।



ভালোবাসা প্রকৃতপক্ষে আধেয়—মানব বা মানবী তার আধার বা পাত্র। পাত্র সরে যায় কিন্তু তা থেকে চুইয়ে পড়া ভালোবাসা ক্ষয় বা শেষ হয় না। স্ররণে মননে জাগরুক থাকে এ প্রেমবোধ। এজন্য কবির সহজ স্বীকারোক্তি ‘ভুলিতে পারিনা কোন মতে।’ প্রকৃত ভালোবাসায় আধার আধেয়—কেউ কাউকে ভুলে থাকতে পারে না। অস্বীকার করতে পারেনা অদৃশ্য কিন্তু যথার্থ সত্য।

## সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

### A b k x b x e u v b e P v b প্রশ্নোত্তর

১. ‘উত্তরী’ শব্দের অর্থ কী?
  - ক চাদর
  - খ কুয়াশা
  - গ সমীর
  - ঘ উত্তর দিক
২. ‘কহিল সে দ্বিগুণ আঁখি তুলি’—চরণটিতে ‘দ্বিগুণ আঁখি’ বলতে বোঝায়—
  - ক মায়াবী চোখ
  - খ কোমল চোখ
  - গ অশ্রুসজল চোখ
  - ঘ উৎসুক চোখ
- \* উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।  
 শাহজাহানের অমর সৃষ্টি তাজমহল। তাজমহলকে ঘিরে আছে তাঁর প্রাণপ্রিয় স্ত্রী মমতাজের স্মৃতি। তাই পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য একত্র করে তিনি সাজিয়েছেন প্রিয়তম স্ত্রীর সমাধি।
৩. নিচের কোন চরণটিতে উদ্দীপকের ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে?
  - ক যদিও এসেছে তবু তুমি তারে করিলে বৃথাই।
  - খ তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারি না কোনো মতে।
  - গ তরী তার এসেছে কি? বেজেছে কি আগমনী গান?
  - ঘ বাতাবি নেবুর ফুল ফুটেছে কি? ফুটেছে কি আমের মুকুল?
৪. শাহজাহান ও সুফিয়া কামালের আচরণের ভিন্নতা থাকলেও বলা যায় উভয়েই—
  - ক আবেগাশ্রয়ী ও অহঙ্কারী
  - খ অভিমानी ও স্নেহপরায়ণ
  - গ স্মৃতিকাতর ও প্রেমময়
  - ঘ উদাসীন ও মেধাবী

### মাস্টার ট্রেইনার কর্তৃক যাচাইকৃত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

### ক কবি পরিচিতি : (বোর্ড বই থেকে)

৫. কবি সুফিয়া কামাল কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
  - ক ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে
  - খ ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে
  - গ ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে
  - ঘ ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে
৬. সুফিয়া কামাল কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
  - ক ফরিদপুর
  - খ বরিশাল
  - গ চট্টগ্রাম
  - ঘ খুলনা
৭. কবি সুফিয়া কামাল কত খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?
  - ক ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে
  - খ ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে
  - গ ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে
  - ঘ ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে
৮. কবি সুফিয়া কামাল কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
  - ক বরিশাল
  - খ কালকিনিতে
  - গ ঢাকায়
  - ঘ প্যারিসে
৯. কবি সুফিয়া কামাল কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
  - ক ১৯ নভেম্বর
  - খ ৩০ নভেম্বর
  - গ ২১ নভেম্বর
  - ঘ ২২ নভেম্বর

১০. কবি সুফিয়া কামালের প্রথম স্বামী কবে মৃত্যুবরণ করেন?
  - ক ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে
  - খ ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে
  - গ ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে
  - ঘ ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে
১১. কবি সুফিয়া কামালের প্রথম স্বামীর নাম কী?
  - ক নেহাল হাসান
  - খ কামাল হোসেন
  - গ সৈয়দ নেহাল হোসেন
  - ঘ সৈয়দ নেহাল রহমান
১২. নারী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ কে?
  - ক বেগম রোকেয়া
  - খ জাহানারা ইমাম
  - গ নীলিমা ইব্রাহিম
  - ঘ সুফিয়া কামাল
১৩. সুফিয়া কামালের জন্মের সময় মুসলমান নারীদের কী অবস্থা ছিল?
  - ক বিভিন্ন উচ্চপদস্থ চাকরি করার সুযোগ ছিল
  - খ স্ব-নির্ভর ছিল
  - গ স্কুল-কলেজে পড়ার সুযোগ ছিল না
  - ঘ স্বামীর ওপর নির্ভরশীল ছিল
১৪. ‘সাঁঝের মায়া’ কাব্যগ্রন্থটি কার লেখা?
  - ক বেগম রোকেয়ার
  - খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
  - গ সেলিনা হক
  - ঘ সুফিয়া কামালের
১৫. ‘মায়া কাজল’ কোন জাতীয় রচনা?
  - ক ছোট গল্প
  - খ কাব্য
  - গ নাটক
  - ঘ উপন্যাস
১৬. সুফিয়া কামালের রচিত গল্পগ্রন্থ কোনটি?
  - ক কেয়ার কাঁটা
  - খ বলাকা
  - গ অর্কেস্ট্রা
  - ঘ চোরাবালি
১৭. ‘উদাস্ত পৃথিবী’ কাব্যগ্রন্থটি কার রচনা?
  - ক সেলিনা হোসেনের
  - খ কামিনী রায়ের
  - গ সুফিয়া কামালের
  - ঘ বেগম রোকেয়ার
১৮. ‘একান্তরের ডায়েরী’ কী জাতীয় রচনা?
  - ক গল্পগ্রন্থ
  - খ কাহিনীকাব্য
  - গ ভ্রমণকাহিনি
  - ঘ স্মৃতিকথা
১৯. ‘ইতল বিতল’ সুফিয়া কামালের কী জাতীয় রচনা?
  - ক কল্পকাহিনি
  - খ রূপকথা
  - গ শিশুতোষ
  - ঘ স্মৃতিকথা

### খ মূল পাঠ : (বোর্ড বই থেকে)

২০. কবির তীব্র বিমুখতা কার প্রতি?
  - ক স্বামীর প্রতি
  - খ ভক্তদের প্রতি
  - গ বসন্তের প্রতি
  - ঘ প্রকৃতি প্রেমিকদের প্রতি
২১. কবি মাঘের সন্ধ্যাসী বলেছেন কাকে?
  - ক শীত ঋতুকে
  - খ শরৎ ঋতুকে
  - গ হেমন্ত ঋতুকে
  - ঘ বসন্ত ঋতুকে

২২. “বসন্তে বরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়?” –এটি কোন কবিতার অংশ বিশেষ?
- ক) আঠারো বছর বয়স      খ) তাহারেই পড়ে মনে  
গ) জীবন-বন্দনা      ঘ) কবর
২৩. বাংলাদেশের জনমানসে নন্দিত মাতৃমূর্তিতে ভাস্বর হয়ে আছেন কে?
- ক) সুফিয়া কামাল      খ) বেগম রোকেয়া  
গ) কামিনী রায়      ঘ) জাহানারা ইমাম
২৪. সুফিয়া কামালের পৈতৃক নিবাস কোথায়?
- ক) খুলনা      খ) মাদারীপুর      গ) বিক্রমপুর      ঘ) কুমিল্লা-
২৫. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটি কবির কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে?
- ক) মৃত্তিকার ঘ্রাণ      খ) উদাত্ত পৃথিবী  
গ) ইতল বিতল      ঘ) সাঁঝের মায়া
২৬. শীত প্রকৃতিতে কী দেয়?
- ক) রিক্ততার রূপ      খ) আশার রূপ  
গ) অপার সম্ভাবনার রূপ      ঘ) হতাশার রূপ
২৭. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কোন ঋতুকে বসন্তের বিপরীতে স্থাপন করা হয়েছে?
- ক) বর্ষা      খ) হেমন্ত      গ) শীত      ঘ) শরৎ
২৮. পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে কে চলে গেছে?
- ক) হেমন্তের নবান্ন উৎসব      খ) বসন্তের কোকিল  
গ) কবির স্বামী      ঘ) মাঘের সন্ধ্যাসী
২৯. কবির হৃদয় দ্বারে কার আবেদন ব্যর্থ হয়ে গেছে?
- ক) বসন্তের আবেদন      খ) কবিভক্তের আবেদন  
গ) রিক্ততার আবেদন      ঘ) শীতের আবেদন
৩০. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কোন দুয়ার খুলে গেছে?
- ক) দক্ষিণ      খ) উত্তর      গ) পূর্ব      ঘ) পশ্চিম
৩১. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবি সুফিয়া কামাল কোন ফুল ফোটার কথা জানতে চেয়েছেন?
- ক) মালতি ফুল      খ) মাধবী ফুল  
গ) বকুল ফুল      ঘ) বাতাবি লেবুর ফুল
৩২. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবি কোন গান বাজার কথা জানতে চেয়েছেন?
- ক) বিজয়ী গান      খ) লোকায়ত গান  
গ) আগমনী গান      ঘ) শ্রুতিমধুর গান
৩৩. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কীসের বুকে গন্ধ নেই?
- ক) মাধবী      খ) মালতি      গ) বকুল      ঘ) কদম
৩৪. কবি কাকে কিছুতেই ভুলতে পারছেন না?
- ক) নবান্ন উৎসবকে      খ) শীতের করুণ বিদায়কে  
গ) বসন্তের অপার সৌন্দর্যকে      ঘ) বর্ষার বারিধারাতে
৩৫. “দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি” – কথাটি দ্বারা কী বোঝায়?
- ক) দখিনা বাতাস      খ) দখিনা দরজায় আঘাত  
গ) সমীরণ      ঘ) দখিনা বাতাসের আগমন
৩৬. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবিকে সম্বোধন করা হয়েছে—
- ক) কবি প্রবর      খ) প্রিয় কবি      গ) হে কবি      ঘ) ওগো

৩৭. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কে কবিকে সম্বোধন করেছে?
- ক) কবির মন      খ) কবির ভক্ত  
গ) কবির স্বামী      ঘ) কবির প্রেমিক
৩৮. বসন্তের আগমন সত্ত্বেও কবি কেমন?
- ক) উদাসী      খ) আবেগী      গ) উন্মাদা      ঘ) নিরাবেগ
৩৯. কাকে স্মরণ করে প্রকৃতিতে বসন্ত এসেছে?
- ক) কবিকে      খ) কবির স্বামীকে      গ) শীতকে      ঘ) ফাগুনকে
৪০. কবিভক্তের মতে কবি বসন্তের প্রতি কী প্রদর্শন করেছে?
- ক) উপেক্ষা      খ) ভালোবাসা      গ) আবেগ      ঘ) শ্রদ্ধা
৪১. বসন্ত প্রকৃতিতে আসল কী-না এ বিষয়টি যে কবি খেয়াল করেননি তা কীভাবে বোঝা যায়?
- ক) তার প্রশ্ন থেকে      খ) তার অজ্ঞতা থেকে  
গ) তার ক্ষোভ থেকে      ঘ) তার ভালোবাসা থেকে
৪২. প্রকৃতিতে বসন্ত এলেও কবি তাকে বরণ করতে পারেননি কেন?
- ক) শীতের রিক্ততা কবির পছন্দ এ জন্য  
খ) কবি বসন্তকে পছন্দ না করার জন্য  
গ) কবির ব্যক্তিজীবনের দুঃখময় ঘটনার জন্য  
ঘ) কবি প্রকৃতি প্রেমিক না বলে
৪৩. দখিনা সমির ফুলের গন্ধ কেন আকুল হয়েছে?
- ক) শরতের আগমনের কারণে      খ) শীতের আগমনের কারণে  
গ) নবান্ন উৎসবের কারণে      ঘ) বসন্তের আগমনের কারণে
৪৪. কবি উন্মাদা, উদাসীন হয়েছেন কেন?
- ক) স্বামীর মৃত্যুর জন্য      খ) ছেলের মৃত্যুর জন্য  
গ) মেয়ের মৃত্যুর জন্য      ঘ) মায়ের মৃত্যুর জন্য
৪৫. কবিভক্ত কবিকে বসন্তের বন্দনার জন্য মিনতি করেছেন কেন?
- ক) কবি ভক্তদের মনে করে দিতে বলেছেন বলে  
খ) কবি বসন্তকে ঘৃণা করেন না বলে  
গ) ভক্তরা কবিকে আগে থেকেই মনে করিয়ে দেন বলে  
ঘ) কবির প্রিয় বিয়োগে বসন্তের কথা ভুলে গেছেন বলে
৪৬. গঠনরীতির দিক থেকে ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কোন ধরনের কবিতা?
- ক) স্বগতোক্তি      খ) কাহিনিমূলক  
গ) সাধারণ বর্ণনা      ঘ) সংলাপ নির্ভর
৪৭. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় ব্যবহৃত ‘কুহেলি উত্তরী’ শব্দটি কী অর্থ বহন করে?
- ক) মাঘের চাদর      খ) উত্তরের কুয়াশা  
গ) কুয়াশার চাদর      ঘ) মাঘের কুয়াশা
৪৮. কবি গীত রচনা না করলেও বসন্তের আগমন বার্তা ধ্বনিত হয়েছে কীভাবে?
- ক) শীতের রিক্ততাকে ঢেকে রেখে  
খ) সৌন্দর্যের বিকাশ লাভ  
গ) কালের অনিবার্য নিয়ম  
ঘ) গ্রীষ্মের উষ্ণতাকে ঢেকে রাখা

৪৯. ‘মাঘের সন্ধ্যাসী’ বলতে ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কী বোঝানো হয়েছে?  
 ক শীতের রিক্ততাকে                      খ শীতের বিদায়কে  
 গ বসন্তের বিদায়কে                      ঘ শীতের আগমনকে
৫০. শীতের রিক্ততার কথাই কবির বার বার মনে হয়েছে কেন?  
 ক শীতেই কবি প্রিয়জনকে হারিয়েছেন বলে  
 খ শীতে অনেক রকমের পিঠা খাওয়া যায় বলে  
 গ শীতে কবি কষ্ট পান বলে  
 ঘ শীতে কবি অসুস্থ থাকেন বলে
৫১. এবার বসন্তে কবির নীরব থাকার কারণ কী?  
 ক কবির কাব্যকে ভক্তরা গ্রহণ না করায়  
 খ কাব্য রচনা না করতে পারা  
 গ ভক্তদের ভালোবাসা না পাওয়া  
 ঘ প্রিয় হারানোর শোক
৫২. কবিরূপে কেন বসন্ত নাড়া দেয়নি?  
 ক কবি ব্যক্তিজীবনে বসন্তকে ঘৃণা করেন  
 খ কবি ব্যক্তিজীবনে শোকে মুহ্যমান ছিলেন  
 গ কবি কাব্য রচনায় বসন্তকে উপলক্ষ করতে চান না  
 ঘ কবি বসন্তের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন না
৫৩. বসন্তের আগমন সম্পর্কে কবি সন্দেহান্বিত হয়েছেন কেন?  
 ক কবি ব্যক্তিজীবনের শোকে কাতর বলে বসন্ত তাকে আন্দোলিত করেনি  
 খ প্রকৃতিতে বসন্তের আগমনের কোনো চিহ্ন নেই বলে  
 গ কোনো লক্ষণ ছাড়াই বসন্তের আগমন ঘটেছে বলে  
 ঘ শীতের রিক্ততার পরে বসন্ত আসে বলে
৫৪. কবি তার ভক্তের মিনতি রাখলেন না কেন?  
 ক কবি ভক্তদের পছন্দ করেন না  
 খ কবি স্বামী হারানোর বেদনায় কাতর  
 গ কবিদের ভক্ত দরকার হয় না  
 ঘ কবি প্রকৃতিকে মূল্য দেন না
৫৫. সুফিয়া কামাল বসন্তের আবেদনকে ব্যর্থ করলেন কীভাবে?  
 ক প্রকৃতির প্রতি আস্থাশীল না হয়ে  
 খ ভক্তদের কথা না শুনে  
 গ কোনো কাব্য রচনা না করে  
 ঘ স্বামী হারানোর বেদনায় কাতর হয়ে
৫৬. “গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে”— বলতে কবি সুফিয়া কামাল কী বোঝাতে চেয়েছেন?  
 ক স্বামীর মৃত্যুকে                      খ বসন্তের আগমনকে  
 গ রিক্ত হাতে শীতের বিদায়কে                      ঘ শীতের আগমনকে
৫৭. শীতকে মাঘের সন্ধ্যাসী বলা হয়েছে কেন?  
 ক সন্ধ্যাসীরা শীতকে ভালোবাসেন বলে  
 খ সন্ধ্যাসীরা শীতে সর্বত্যাগী হয় বলে  
 গ পৌষ ও মাঘ মাস নিয়ে শীতকাল গঠিত হয় বলে  
 ঘ শীতের বিদায় সর্বত্যাগী সন্ধ্যাসীর মতো বলে

৫৮. কবির কাব্য প্রেরণাদাতা বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?  
 ক কবির স্বামীকে                      খ কবির ভক্তকে  
 গ কবির নিজেকে                      ঘ কবির মাতাকে
৫৯. ‘বসন্ত-বন্দনা’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?  
 ক বসন্তে কোকিলের মতো গান গাওয়া                      খ বসন্তে বন্দনা করা  
 গ বসন্ত ঋতুতে কাব্য রচনা করা                      ঘ বসন্ত ঋতুকে স্তুতি করা
৬০. কবি ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় নীরব কেন?  
 ক ব্যস্ততায়                      খ বিরহে                      গ শূন্যতায়                      ঘ শোকে
৬১. কবিকে বন্দনা-গীত রচনা করতে আহ্বান জানিয়েছেন কেন?  
 ক কবি বিরহিণী বলে                      খ কবি আত্মাভিমानी বলে  
 গ এটা কবির দায়িত্ব বলে                      ঘ কবি ভালো পারেন বলে
৬২. কবি শীতকে মাঘের সন্ধ্যাসীরূপে কল্পনা করেছেন কেন?  
 ক কবি শীতকে পছন্দ করেন বলে  
 খ কুয়াশার চাদর গায়ে মিলিয়ে গেছে বলে  
 গ মাঘ মাসে শীত বিদায় নেয় বলে  
 ঘ মাঘের সঙ্গে শীতের ভালো সম্পর্ক বলে
৬৩. কবিভক্তরা বসন্ত ঋতুর স্তুতি করেছেন কেন?  
 ক বসন্তে মন কোকিলের মতো গেয়ে ওঠে বলে  
 খ বসন্ত নীরব বলে  
 গ বসন্তে মন উন্মনা হয় বলে  
 ঘ বসন্ত সৌন্দর্যের আঁধার বলে
৬৪. ‘ফুল কি ফোটেনি শাখে?’—কবি এ জাতীয় প্রশ্ন করেছেন কেন?  
 ক বসন্তের আগমন জানার জন্য                      খ উদাসীনতার জন্য  
 গ বন্দনাগীত রচনার জন্য                      ঘ বিরহের জন্য
৬৫. কবিমন অবসন্ন হয়ে যাওয়ার কারণ?  
 ক বন্দনাগীত রচনা না করতে পারা  
 খ বিষাদ                      গ ব্যস্ততায়                      ঘ রিক্ততা
৬৬. কবি সুফিয়া কামালকে কেন সমস্ত সৌন্দর্য স্পর্শ করতে পারে না?  
 ক আনন্দের ফোয়ারা বয়ে যাওয়ায়  
 খ বেদনার সাগরে নিমজ্জিত থাকায়  
 গ সৌন্দর্যে কবি আকৃষ্ট নন  
 ঘ কবি প্রকৃতি প্রেমিক না বলে
৬৭. ‘ঋতুর রাজন’ বলতে কবি কাকে বুঝিয়েছেন?  
 ক বৈশাখকে                      খ শরৎকে                      গ শীতকে                      ঘ বসন্তকে
৬৮. কবি সুফিয়া কামাল নীরব কেন?  
 ক ব্যস্ততায়                      খ বিষণ্ণতায়                      গ অসুস্থ বলে                      ঘ শোকে
৬৯. কবিভক্তরা কেন কবিকে প্রশ্ন করেছেন?  
 ক কবি অস্থির বলে                      খ কবি উন্মনা বলে  
 গ কবি ভাবুক বলে                      ঘ কবি অসুস্থ বলে
৭০. প্রকৃতিতে বসন্ত আসে কখন?  
 ক চৈত্র আগমনের সাথে সাথে  
 খ বৈশাখ আগমনের সাথে সাথে

৭০. পৌষ আগমনের সাথে সাথে  
 ৭১. ফাল্গুন আগমনের সাথে সাথে  
 ৭১. বসন্তের আগমনে কবিকে উজ্জীবিত করার প্রচেষ্টায় কবিভক্তের কোন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়?  
 ক প্রেম খ ভালোবাসা গ শ্রদ্ধা ঘ আন্তরিকতা  
 ৭২. শীতের সাথে প্রকৃতির কোন রূপের সম্পর্ক রয়েছে?  
 ক সরসতার খ রিক্ততার গ প্রাপ্তির ঘ শূন্যতার  
 ৭৩. কবির নীরবতাকে নিচের কোনটির সাথে তুলনা করা যায়?  
 ক বসন্ত বন্দনার সাথে খ শীতের কুয়াশার সাথে  
 গ শরতের শিশিরের সাথে ঘ জৈষ্ঠের খররৌদ্রের সাথে  
 ৭৪. কবির উদাসীনতাকে তুলনা করা যায় কোনটির সাথে?  
 ক বসন্তের সৌন্দর্য খ শীতের রিক্ততা  
 গ শীতের জরাজীর্ণতা ঘ প্রকৃতির বিরূপতা  
 ৭৫. শীতকে তুলনা করা হয়েছে কীসের সাথে?  
 ক বসন্তের সৌন্দর্য খ মাঘের সন্ধ্যাসী  
 গ জরাজীর্ণতা ঘ শীতের রিক্ততা  
 ৭৬. কবিভক্ত কবিমনে কীসের আহ্বান জাগাতে চেয়েছেন?  
 ক শীতের বিদায়ী বার্তা খ বসন্তের বিদায়ী বার্তা  
 গ বসন্তের আগমনী বার্তা ঘ কাব্য রচনার  
 ৭৭. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবির অনুভূতির সাথে তুলনীয় কোনটি?  
 ক বসন্তের সৌন্দর্য খ প্রকৃতির বিরূপতা  
 গ শীতের রিক্ততা ঘ বসন্তের চিত্র  
 ৭৮. তাহারেই পড়ে মনে কবিতায় কোন বিষয়টি বেশি প্রকাশিত?  
 ক বসন্ত প্রকৃতির রূপ সৌন্দর্য খ কবির শূন্যতাবোধ  
 গ কবির স্বামীর স্মৃতিচারণ ঘ কবির রিক্ত মন  
 ৭৯. বসন্ত যে প্রকৃতিতে এসেছে কবিভক্তের কোন কথায় এ বিষয়টি আমরা নিশ্চিত হই?  
 ক এখনো দেখনি তুমি? খ এসেছে তা ফাগুন স্মরিয়া  
 গ ফুল কী ফুটেনি শাখে? ঘ পুষ্পারতি লভেনি ঋতুর রাজন?  
 ৮০. কবিভক্তের মতে বসন্ত বর্ষ কেন?  
 ক কবি তাকে বরণ করেননি বলে  
 খ ফুল ফোটেনি বলে  
 গ বসন্ত শীতের দুর্ভোগ লাঘব করতে পারে নি বলে  
 ঘ উপরের সবগুলো  
 ৮১. নিচের কোন কবিতায় প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগের বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে?  
 ক আমার পূর্ব বাংলা খ তাহারেই পড়ে মনে  
 গ পাঞ্জেরী ঘ কবর  
 ৮২. ‘কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ধ্যাসী’—এখানে কবির অনুভূতি—  
 ক প্রকৃতির প্রতি বিরূপতার জন্ম দিয়েছে  
 খ কবির সন্ধ্যাসীর মতো চলে যাওয়া  
 গ বসন্ত সৌন্দর্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে  
 ঘ শীতের রিক্ততায় উদ্ভাসিত হয়েছে

৮৩. কবি হৃদয়ের বেদনার চিত্র কোন বিষয়টির ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন?  
 ক মানবজীবনের গতি-প্রকৃতি  
 খ প্রকৃতির সৌন্দর্যের চিত্র  
 গ শীতের সর্বত্যাগী সন্ধ্যাসীর রূপ  
 ঘ বসন্তের বিদায়ী বার্তা  
 ৮৪. সুফিয়া কামাল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন কীসে?  
 ক তাহারেই পড়ে মনে কবিতা লিখে  
 খ সাহিত্য সাধনা ও নারী আন্দোলনে ব্রতী হয়ে  
 গ নারী আন্দোলনে ব্রতী হয়ে  
 ঘ সমাজ সংস্কার করে  
 ৮৫. ‘বাতাবি নেবুর ফুল ফুটেছে কি?’ এখানে কী প্রকাশিত হয়েছে?  
 ক কবির জিজ্ঞাসা খ কবির আকুলতা  
 গ কবির উদাসীনতা ঘ কবির ব্যাকুলতা  
 ৮৬. ‘এমন উন্মাদা তুমি?’— এটি কার উক্তি?  
 ক ভক্তদের খ কবির  
 গ কবির স্বামীর ঘ কবির মায়ের

### গ শব্দার্থ ও টীকা : (বোর্ড বই থেকে)

৮৭. ‘বরিয়া’ শব্দের অর্থ কী?  
 ক বহিয়া করা খ স্মৃতি মনে করা  
 গ বরণ করা ঘ হাজির করা  
 ৮৮. ‘রচিয়া’ শব্দের অর্থ কী?  
 ক সহে না অর্থে খ রচে অর্থে  
 গ রহে না ঘ রচনা করে  
 ৮৯. ‘উত্তরী’ শব্দের অর্থ কী?  
 ক উত্তর দিক খ উত্তরদাতা গ চাদর ঘ উত্তরসূরি  
 ৯০. ‘কুহেলি’ শব্দের অর্থ কী?  
 ক কোকিলের ডাক খ কুয়াশা  
 গ নিরাশা ঘ দৃষ্টিভ্রম  
 ৯১. ‘অলখ’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?  
 ক অলংকার খ দৃষ্টির কাছাকাছি  
 গ দৃষ্টির অগোচরে ঘ দৃষ্টির সীমানায়  
 ৯২. ‘মাধবী’ শব্দটি ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবি কী অর্থে ব্যবহার করেছেন?  
 ক সবুজ পাতা খ ফুল গ গুল্মলতা ঘ বাসন্তীলতা  
 ৯৩. ‘পাথার’ শব্দটি ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?  
 ক নদী অর্থে খ পাথর অর্থে গ পর্বত অর্থে ঘ সমুদ্র অর্থে  
 ৯৪. ‘পুরস্কার’ শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে নিষ্পন্ন হয়েছে?  
 ক সমাসযোগে খ প্রকৃতিযোগে  
 গ সন্ধিযোগে ঘ উপসর্গযোগে  
 ৯৫. ‘উন্মাদা’ শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত হয়েছে?  
 ক সমাসযোগে খ প্রত্যয়যোগে  
 গ সন্ধিযোগে ঘ উপসর্গযোগে

৯৬. 'উন্মাদ' শব্দটির সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?  
 ক উন+মন খ উঃ+মনা গ উনা+মন ঘ উৎ+মনা
৯৭. কোনটি 'ফাগুন' শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্দেশক শব্দ?  
 ক ফাগুন খ ফাগুয়ান গ ফাল্লুন ঘ ফল্লু
৯৮. 'দখিনা' শব্দটিতে কোন প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়েছে?  
 ক দক্ষিণ + অনা খ দক্ষিণ + অ  
 গ দক্ষিণ + আ ঘ দক্ষি + ইনা
৯৯. কোনটি 'কুঁড়ি' শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্দেশক শব্দ?  
 ক কড়ি খ বিশ গ কুরি ঘ কোরক
১০০. 'দিগন্ত' শব্দটির সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ হিসেবে কোনটি সঠিক?  
 ক দিক + অন্ত খ দিগা + অন্ত  
 গ দিগ + অন্ত ঘ দিক + আন্ত
১০১. 'পুষ্পারতি' শব্দটির সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?  
 ক পুষ্প + রতি খ পুষ্পা + রতি  
 গ পুষ্পা + আরতি ঘ পুষ্প + আরতি
১০২. 'বাতাবি' শব্দটি কোন শব্দ থেকে আনীত হয়েছে?  
 ক বাটতিয়া খ বাতাবিয়া গ বাটাবি ঘ বাটতিয়া
১০৩. নিচের সঠিক বানানটি চিহ্নিত কর?  
 ক বাতাবী খ গীতা গ গাতী ঘ সন্যাসী
১০৪. 'দুয়ার' শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্দেশক শব্দ কোনটি?  
 ক দার খ দার গ দাড় ঘ দাড়
১০৫. 'সুযোগ' শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত হয়েছে?  
 ক সমাসযোগে খ ষ-ত্ব বিধানযোগে  
 গ সন্ধিযোগে ঘ উপসর্গযোগে
১০৬. 'নন্দিত' শব্দটির বিপরীতার্থক শব্দ হিসেবে তুমি কোনটিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে কর?  
 ক আনন্দিত খ নিন্দিত গ অনির্ধারণ ঘ আনন্দিত
১০৭. 'বিমুখতা' শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে সম্পন্ন হয়েছে?  
 ক উপসর্গযোগে খ সন্ধিযোগে  
 গ প্রত্যয়যোগে ঘ বি উপসর্গযোগে
১০৮. 'নীরব' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি যথার্থ?  
 ক নীঃ + রব খ নি + রব গ নিঃ + রব ঘ নী + রব
১০৯. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?  
 ক গীতী খ সমির গ আগমনি ঘ সমীর
১১০. 'অলখ' শব্দের মূল ব্যুৎপত্তি হবে—  
 ক অলক্ষ্য খ অলক্ষিত গ অলক্ষ ঘ অলক
১১১. 'আজ' শব্দের মূল/ব্যুৎপত্তি কী?  
 ক অদ্য খ আইজ গ আজি ঘ আদ্য
১১২. 'হেথায়' শব্দের শিষ্টচলিত রূপ কী হবে?  
 ক সেথায় খ হচ্ছে গ সেইখানে ঘ ঐখানে
১১৩. 'রিক্ত হস্তে' শব্দটি কোনটির সাথে মানানসই?  
 ক সব ছিন্ন করে খ খালি হাতে  
 গ সব শূন্য করে ঘ সব উজাড় করে
১১৪. নিচের কোন বাক্যে নি-বাচক ক্রিয়া বিশেষণ রয়েছে?  
 ক ভুলিতে পারি না কোন মতে খ ফুল কি ফোটেনি শাখে

- গ করে নাই অর্থ্য বিরচন ঘ রচিয়া লহ না আজও গীতি
১১৫. 'পুষ্পারতি' শব্দের ব্যুৎপত্তিতে কোনটি হবে?  
 ক পুষ্প + অরতি খ পুষ্পর + তি  
 গ পুষ্পা + আরতি ঘ পুষ্প + আরতি
- ঘ পাঠ পরিচিতি : (বোর্ড বই থেকে)**
১১৬. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি কত খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়?  
 ক ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে খ ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে  
 গ ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ঘ ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে
১১৭. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?  
 ক মাসিক এমদাদিয়া খ বেগম  
 গ মাসিক মোহাম্মদী ঘ সবুজপত্র
১১৮. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি কোন কবির লেখা?  
 ক শামসুর রাহমান খ কামিনী রায়  
 গ সুফিয়া কামাল ঘ আহসান হাবীব
১১৯. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটির স্তবক সংখ্যা কত?  
 ক পাঁচ খ ছয় গ সাত ঘ আট
১২০. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?  
 ক অমিত্রাক্ষরছন্দে খ স্বরবৃত্ত  
 গ অক্ষরবৃত্ত ঘ মাত্রাবৃত্ত
১২১. কবিতাক্ত কবির কণ্ঠে কী শুনতে চেয়েছেন?  
 ক গ্রীষ্ম বন্দনা খ শরৎ বন্দনা  
 গ হেমন্ত বন্দনা ঘ বসন্ত বন্দনা
১২২. ফাগুনকে অরণ করে করে কার আগমন বার্তা ধ্বনিত হয়েছে?  
 ক হেমন্তের খ বসন্তের গ শীতের ঘ শরতের
১২৩. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি গঠনরীতির দিক দিয়ে কী ধরনের?  
 ক স্মৃতিচারণমূলক রচনা খ গীতিধর্মীমূলক রচনা  
 গ আত্মপ্রশংসিতমূলক রচনা ঘ সংলাপনির্ভর রচনা
১২৪. সুফিয়া কামালের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের নাম কী?  
 ক উদাত্ত পৃথিবী খ জাগো গো ভগিনী  
 গ ইতল বিতল ঘ কেয়ার কাঁটা
১২৫. "তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারি না কোনো মতে।"—কবি তাকে ভুলতে পারেননি কেন?  
 ক তিনি ছিলেন কবির একমাত্র অবলম্বন  
 খ তিনি ছিলেন কবির প্রিয়তম স্বামী, কাব্য প্রেরণাদাতা  
 গ তিনি ছিলেন কবির কাছের মানুষ  
 ঘ তিনি ছিলেন কবির শূভাকাঙ্ক্ষী
১২৬. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি 'ঋতুর রাজন' বলতে কী বুঝিয়েছেন?  
 ক প্রকৃতির বিরূপতাকে খ সর্বরিক্ত সন্ন্যাসী শীতকে  
 গ ঋতুরাজ বসন্তকে ঘ প্রকৃতির সৌন্দর্যকে
১২৭. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটির নামকরণ এটি ছাড়া নিচের কোনটিকে সমর্থন করে?  
 ক বসন্তে আগমন খ সন্ন্যাসী শীত  
 গ অমলিন ঘ স্মৃতি

১২৮. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার ভাববস্তুতে কীসের সুর মলিন হয়ে আছে?
- ক বিষণ্ণতার সুর                      খ বসন্তের উচ্ছল প্রকৃতির  
গ প্রিয়জনের প্রতি ভালোবাসার                      ঘ প্রকৃতি প্রেমের
১২৯. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাকে কী আচ্ছন্ন করে আছে?
- ক শীতের রিক্ততা  
খ কবির ব্যক্তিজীবনের কথা  
গ বিষাদময় রিক্ততার সুর  
ঘ প্রকৃতি ও মানবমন
১৩০. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবি তাৎপর্যময় অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন—
- ক প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্কের  
খ কবি ও কবির স্বজনদের সম্পর্কে  
গ কবি ও ভক্তের সম্পর্কে  
ঘ বসন্ত ও কবির সম্পর্কে
১৩১. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় প্রাধান্য দেয়া হয়েছে?
- ক বসন্তকে                      খ শীতের রিক্ততা  
গ বিষাদময়তাকে                      ঘ ব্যক্তিজীবনকে
১৩২. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার নামকরণ কোন কারণে যুক্তিযুক্ত?
- ক কাব্য প্রেরণাদাতার অনুপস্থিতিকে বড় করে দেখা  
খ প্রিয়জন হারানোর বেদনা ঘনীভূত হওয়া  
গ প্রকৃতির প্রতি উদাসীন হয়ে পড়া  
ঘ শীতের রিক্ততাকে মনে পড়া
১৩৩. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কোন বিষয়টি উঠে এসেছে?
- ক প্রকৃতির প্রতি মানবমনের ভালোবাসা  
খ কবিমনের ভাবান্তর  
গ প্রকৃতির প্রতি মানবমনের বিরূপতা  
ঘ মানবমন ও প্রকৃতির যোগসাদৃশ্য
১৩৪. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার মূল বিষয়টি কবি ফুটিয়ে তুলেছেন কোনটির মাধ্যমে?
- ক কবির ভক্তদের প্রতি অবহেলার মাধ্যমে  
খ কবির বেদনায় প্রকৃতির মেলবন্ধনের মাধ্যমে  
গ কবির প্রকৃতির প্রতি উদাসীনতার মাধ্যমে  
ঘ কবির স্বামীর অকাল মৃত্যুর মাধ্যমে
১৩৫. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার মূল উপজীব্য বিষয় কোনটি?
- ক প্রকৃতির ও সৌন্দর্যের চিত্র                      খ বসন্তের বন্দনা  
গ ব্যক্তিজীবনের সুখ-দুঃখ                      ঘ মানবমন ও প্রকৃতির মেলবন্ধন
১৩৬. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটি সার্থক কীসে?
- ক মানবজীবন ও প্রকৃতির তাৎপর্যময় অভিব্যক্তিতে  
খ প্রিয়জন হারানোর শোকে  
গ কাব্য প্রেরণাদাতার বিয়োগব্যথায়  
ঘ শীতকে বিদায় দেওয়ায়
১৩৭. “তাহারেই পড়ে মনে।”—এখানে ‘তাহারেই’ সর্বনাম কাকে নির্দেশ করছে?
- ক কবির কন্যাকে                      খ কবির প্রথম স্বামীকে  
গ কবির পুত্রকে                      ঘ কবির পিতাকে

১৩৮. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবি কীসের জন্য আকুলতা প্রকাশ করেছেন?
- ক বাতাবি নেবুর জন্য                      খ চৈত্রের জন্য  
গ শীতের জন্য                      ঘ বসন্তের জন্য
১৩৯. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় বসন্তের যে রূপচিত্র অংকিত হয়েছে তার দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
- ক কবির আত্মবিরোধ বেদনা                      খ কবির উচ্ছ্বাসময়তা  
গ কবির আত্মবিরোধ বেদনা                      ঘ কবির উদাসীনতা
১৪০. সুফিয়া কামালের জন্মসাল কত?
- ক ১৯০৯                      খ ১৯১৯                      গ ১৯১১                      ঘ ১৮১১
১৪১. সুফিয়া কামালের পৈতৃক নিবাস কোথায়?
- ক বি-বাড়িয়া                      খ পাড়াতলী                      গ কাঁঠালপাড়া                      ঘ কুমিল্লা
১৪২. সুফিয়া কামালের প্রথম স্বামীর নাম কী?
- ক সৈয়দ নেহাল হোসেন                      খ সৈয়দ নেয়ামত হোসেন  
গ সৈয়দ কামাল হোসেন                      ঘ সৈয়দ নেহাল রহমান
১৪৩. ‘কহিল সে রিগ্ধ আঁখি তুলি-দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি?’—কবির এ উক্তির কারণ কী?
- ক অলসতা                      খ নিস্পৃহতা                      গ উদাসীনতা                      ঘ অনাসক্ততা
১৪৪. ‘গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে’—কে চলে গিয়েছে?
- ক কবির ভক্ত                      খ বসন্ত ঋতু  
গ আমের মুকুল                      ঘ শীতঋতু
১৪৫. ‘মাঘের সন্ধ্যাসী’ বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?
- ক শীতকালকে                      খ বসন্তকালকে  
গ কবি হৃদয়কে                      ঘ কবিভক্ত হৃদয়কে
১৪৬. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কোন ঋতুর উল্লেখ আছে?
- ক বসন্ত ও শীত                      খ গ্রীষ্ম ও বসন্ত  
গ গ্রীষ্ম ও শীত                      ঘ শীত ও বর্ষা
১৪৭. “অলখের পাথার বহিয়া/তরী তার এসেছে কি?”— কোন কবিতার চরণ?
- ক সোনার তরী                      খ তাহারেই পড়ে মনে  
গ আমার পূর্ব বাংলা                      ঘ পাঞ্জেরী
১৪৮. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কী ফুলের উল্লেখ আছে?
- ক নেবু ফুল                      খ আমের মুকুল  
গ মাধবী                      ঘ উপরের সবকটি
১৪৯. কবি গীত রচনা না করলেও বসন্তের আগমন বার্তা ধ্বনিত হবার কারণ কী?
- ক বসন্ত কবিকে মনে করে না                      খ কালের অনিবার্য নিয়ম  
গ সৌন্দর্যের বিকাশ লাভ                      ঘ শীতের রিক্ততাকে ঢেকে রাখা
১৫০. ‘কোথা তব নব পুষ্প সাজ?’—কাকে বলা হয়েছে?
- ক কবিভক্তকে                      খ কবিকে                      গ বসন্তকে                      ঘ শীতকে
১৫১. প্রকৃতিতে বসন্ত এলেও কবির মন জুড়ে রয়েছে কী?
- ক বসন্তের আনন্দের ছবি                      খ হেমন্তের নবান্নের ছবি  
গ শীতের রিক্ত ও বিষণ্ণ ছবি                      ঘ শরতের উজ্জ্বল ছবি
১৫২. ‘কহিল সে রিগ্ধ আঁখি তুলি’—কে রিগ্ধ আঁখি তুলে কথা বলল?
- ক কবি                      খ কবিভক্ত                      গ কবিপুত্র                      ঘ কবিপত্নী
১৫৩. দখিনা সমীর ফুলের গন্ধে আকুল হয়েছে কেন?
- ক শীতের আগমনের কারণে                      খ গ্রীষ্মের আগমনের কারণে  
গ বসন্তের আগমনের কারণে                      ঘ নবান্ন উৎসবের কারণে

১৫৪. ‘তবু বসন্তের প্রতি যেন এই তীব্র বিমুখতা’-এ পঙ্ক্তিতে ‘বিমুখতা’ শব্দটির যে অর্থে প্রয়োগ ঘটেছে—  
 ক আনমনা খ উদাসীনতা গ বিরক্ত ঘ অনাগ্রহ
১৫৫. “কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ধ্যাসী-গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে”—কোন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে?  
 ক কবিচিন্তের বসন্ত উদাসীনতা  
 খ হৃদয় বেদনার কারণ উন্মোচন  
 গ কবি-হৃদয়ের দুঃখ তারাকান্ততা  
 ঘ বসন্ত প্রকৃতির বর্ণনা
১৫৬. “তবুও সময় হলো শেষ, তবু হায় যেতে দিতে হয়।”  
 উক্ত চরণ দুটির সাথে ভাব সাদৃশ্য আছে কোন কবিতার?  
 ক তাহারেই পড়ে মনে খ একটি ফটোগ্রাফ  
 গ পাঞ্জেরী ঘ কবর
১৫৭. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার সঙ্গে পাঠ্য বইয়ের কোন কবিতার মিল আছে?  
 ক কবর খ একটি ফটোগ্রাফ  
 গ সোনার তরী ঘ আঠারো বছর বয়স
১৫৮. বসন্তের প্রতি কার তীব্র বিমুখতা?  
 ক কবি ভক্তের খ কবির নিজের  
 গ কবির স্বজনদের ঘ কবির সমালোচকের
১৫৯. ‘অর্থ্য বিরচন’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?  
 ক বাসন্তী লতা বা তার ফুলকে বোঝানো হয়েছে  
 খ প্রকৃতি বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয়ে বসন্ত বরণ করেছে  
 গ কবি তাঁর হাহাকার হৃদয় নিয়ে বসন্ত বরণ করেছেন  
 ঘ কবিভক্তরা পুষ্পের অর্থ্য দিয়ে বসন্ত ঋতুকে বরণ করেছেন
১৬০. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কার আগমনের কথা বলা হয়েছে?  
 ক শীত খ মাঘ গ ফাগুন ঘ চৈত্র
১৬১. ‘তরী তার এসেছে কী?’-চরণটি কোন কবিতার অন্তর্গত?  
 ক সোনার তরী খ তাহারেই পড়ে মনে  
 গ পাঞ্জেরী ঘ জীবন-বন্দনা
১৬২. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় ‘নীরব কেন’ কথাটিতে ‘নীরব’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?  
 ক নির্বাক খ উদাসী গ নিস্তব্ধ ঘ নিঃশব্দ
১৬৩. যখন কবি সুফিয়া কামালের জন্ম হয়, তখন বাঙালি মেয়েরা কীভাবে দিন কাটাত?  
 ক স্কুল-কলেজে পড়ে খ কর্মক্ষেত্রে  
 গ স্বাধীনভাবে ঘ গৃহবন্দি অবস্থায়
১৬৪. বসন্ত কবির কাছে অর্থহীন, কারণ—  
 ক বসন্তকে কবির ভালো লাগে না  
 খ বসন্ত একবার এসে চলে যায়  
 গ প্রিয়জন কাছে নেই  
 ঘ বসন্তের আগমন কবির অজানা
১৬৫. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?  
 ক অক্ষরবৃত্ত খ মাত্রাবৃত্ত গ স্বরবৃত্ত ঘ পয়ার
১৬৬. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় পর্ব বিন্যাস কীরূপ?  
 ক ৮ ও ১০ পর্ব খ ৮ ও ৬ পর্ব  
 গ ৬ ও ৬ পর্ব ঘ ৬ ও ৪ পর্ব

১৬৭. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার উল্লিখিত ‘কুহেলি’ শব্দের অর্থ কী?  
 ক কুয়াশা খ বরফ গ অন্ধকার ঘ রাত
১৬৮. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় উল্লিখিত ‘অলক্ষ’ শব্দের অর্থ কী?  
 ক অন্যমনা খ অলক্ষ গ প্রত্যক্ষ ঘ লক্ষ্যহীন
১৬৯. ‘তাহারেই পড়ে মনে’-কবিতায় উল্লিখিত ‘উত্তরী’ শব্দের অর্থ কী?  
 ক জামা খ চাদর গ ফতুয়া ঘ ওড়না
১৭০. ‘কুঁড়ি’ শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা হয়েছে কোনটিতে?  
 ক কুঁড়ি < কুড়ি খ কুঁড়ি < কোরক  
 গ কুঁড়ি > কুড়ি ঘ কুঁড়ি > কোরক

### উ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্নোত্তর :

১৭১. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবিকে সম্বোধন করা হয়েছে—  
 i. হে কবি ii. ওগো কবি  
 iii. প্রিয় কবি  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii গ iii ঘ i, ii ও iii
১৭২. বসন্তের আগমনে প্রকৃতিতে কী পরিবর্তন এসেছে?  
 i. বাতাবি নেবুর ফুল ফুটেছে  
 ii. আমের মুকুল ফুটেছে  
 iii. কুয়াশার চাদর দূর হয়েছে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii গ iii ঘ i, ii ও iii
১৭৩. প্রকৃতিতে বসন্ত আগমন করলেও কবিভক্তের কাছে কবিকে —  
 i. উন্মাদা ii. বিমুখ iii. অভিমাত্রী  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii গ iii ঘ i, ii ও iii
১৭৪. বসন্তকে বরণ করতে কবির কাছে কবিভক্ত প্রত্যাশা করেন—  
 i. কবির পুষ্পসাজ ii. গীত রচনা  
 iii. কাব্য রচনা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii গ iii ঘ ii ও iii
১৭৫. কবির কোন আচরণে বসন্ত ব্যথা পায় —  
 i. উপেক্ষা ii. উন্মাসিকতা  
 iii. বৈরাগ্য  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i গ iii ঘ i, ii ও iii
১৭৬. প্রকৃতি বসন্তের জন্য অর্থ্যবিরচন করে—  
 i. বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয়ে ii. ফুল ও তার সৌরভে  
 iii. শীতকে বিদায় করে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও iii খ i ও ii গ iii ঘ i, ii ও iii
১৭৭. শীতে প্রকৃতির —  
 i. গাছের পাতা ঝরে যায় ii. গাছ হয় ফুলহীন  
 iii. প্রকৃতি রিক্ত মনে হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii    খ i ও iii    গ iii    ঘ i, ii ও iii

১৭৮. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার বৈশিষ্ট্য –

- i. কবিমনের বিষণ্ণতা ii. সৎলাপধর্মীতা  
iii. নাটকীয়তা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii    খ i ও iii    গ iii    ঘ i, ii ও iii

১৭৯. কবি সুফিয়া কামালের জন্মকালে বাঙালি মুসলমান নারীদের অবস্থা ছিল–

- i. সহজ-সরল জীবন  
ii. স্কুল-কলেজে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত  
iii. গৃহবন্দি জীবন

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i    খ ii ও iii    গ iii    ঘ i ও iii

১৮০. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার কবি সম্পর্কে সত্য উক্তিগুলো হলো–

- i. নারী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ  
ii. স্বশিক্ষায় শিক্ষিত  
iii. সাহিত্যচর্চায় নিজেকে নিবেদিত করেছেন

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i    খ ii    গ iii    ঘ i, ii ও iii

১৮১. সুফিয়া কামাল বসন্ত ঋতুর আগমনে সাড়া দিতে পারেননি, কারণ–

- i. বসন্ত এখনো আসেনি বলে  
ii. শীত এখনো বর্তমান বলে  
iii. শোকে মুহম্মান বলে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i    খ ii    গ i ও ii    ঘ iii

১৮২. ‘উন্মাদা’ শব্দটির সঠিক প্রতিশব্দ হিসেবে সমর্থনযোগ্য হলো–

- i. অন্যমনস্ক ii. উন্মাত  
iii. আত্মহারা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i    খ i ও ii    গ iii    ঘ i ও iii

১৮৩. নিচের বানানগুচ্ছ লক্ষ কর–

- i. গিতী, মাধবি ii. নীরব, সমির  
iii. অধীর, তরী

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i    খ ii    গ i ও ii    ঘ iii

১৮৪. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় না-বাচক ক্রিয়া বিশেষণের ব্যবহার হলো–

- i. এখনো দেখনি তুমি?  
ii. ভুলিতে পারি না কোনো মতে  
iii. নাই হলো, না হোক এবারে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i    খ ii    গ iii    ঘ i, ii ও iii

১৮৫. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় ব্যুৎপত্তিগত নির্দেশ শব্দগুলো হলো–

- i. দখিনা ii. আঁখি  
iii. কুঁড়ি

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i    খ ii    গ ii ও iii    ঘ i, ii ও iii

১৮৬. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় সম্বন্ধযোগে গঠিত শব্দগুলো হলো–

- i. উন্মাদা ii. পুষ্পারতি  
iii. নীরব

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i    খ ii    গ iii    ঘ i, ii ও iii

১৮৭. ‘উন্মাদা’ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে–

- i. অনন্যোপায় অর্থে ii. অন্যমনস্ক অর্থে  
iii. অনুৎসক অর্থে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i    খ ii, iii    গ iii    ঘ i ও iii

১৮৮. সুফিয়া কামালের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের নাম হলো–

- i. মায়া কাজল ii. উদাত্ত পৃথিবী  
iii. সাঁঝের মায়া

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i    খ ii    গ iii    ঘ i, ii ও iii

১৮৯. সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বলতে কবি বুঝিয়েছেন–

- i. মানবজীবনের গতি ii. বসন্ত  
iii. শীত

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i    খ ii    গ i ও ii    ঘ i, ii ও iii

১৯০. কবি সুফিয়া কামাল যেসব পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তা হলো–

- i. নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক  
ii. বাংলা একাডেমি পুরস্কার  
iii. একুশে পদক

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i    খ i ও ii    গ ii ও iii    ঘ i, ii ও iii

১৯১. ‘পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে’– বলতে কবি বুঝিয়েছেন–

- i. শীতের বিদায়  
ii. বসন্তের বিদায়  
iii. বসন্তের আগমন

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i    খ ii    গ iii    ঘ i ও ii

১৯২. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবির অনুভূতি কোনটির সাথে তুল্য?

- i. শরতের চিত্র  
ii. বসন্তের চিত্র  
iii. শীতের চিত্র

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i    খ ii    গ i ও ii    ঘ i ও iii



১৯৩. 'লভে নি' শব্দের শিষ্টচলিত রূপ হচ্ছে –

- i. লোভ করেনি
- ii. লোভে পড়েনি
- iii. লাভ করেনি

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i      খ ii      গ iii      ঘ i ও iii

১৯৪. পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে চলে গেছে–

- i. বসন্তের সন্ধ্যাসী
- ii. শরতের রিগ্ধতা
- iii. শীতের সন্ধ্যাসী

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i      খ ii      গ iii      ঘ ii ও iii

১৯৫. 'না'–ক্রিয়া বিশেষণ যোগে গঠিত বাক্য–

- i. শূনি নাই, রাখি নি সন্ধান
- ii. বসন্তে করিয়া তুমি লভে না কি তব বন্দনায়?
- iii. ভুলিতে পারি না কোনো মতে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i      খ i ও ii      গ iii      ঘ ii

১৯৬. 'পাথার' শব্দের অর্থ –

- i. নদী
- ii. সাগর
- iii. সমুদ্র

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i      খ i ও ii      গ ii ও iii      ঘ i, ii ও iii

১৯৭. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির অনুভূতিতে ধরা দিয়েছে–

- i. শোক
- ii. মানবমন
- iii. প্রকৃতি

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i      খ ii      গ i ও iii      ঘ i, ii ও iii

১৯৮. বসন্তের আগমন বার্তা ধ্বনিত হবার কারণ–

- i. কালের অনিবার্য নিয়ম
- ii. বাতাবি লেবুর ফুল ফোটা
- iii. রিক্ততার মোচন

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i      খ ii      গ iii      ঘ i ও iii

১৯৯. নিচে কিছু গ্রন্থের নাম দেওয়া হলো–

- i. সোভিয়েতের দিনগুলো
- ii. ইতল–বিতল, নওল কিশোরের দরবারে
- iii. সাঁঝের মায়া, মায়া কাজল, উদাত্ত পৃথিবী

কোনটি সুফিয়া কামালের শিশুতোষ গ্রন্থ?

- ক i      খ ii      গ iii      ঘ i ও ii

২০০. 'সমীর' শব্দের অর্থ–

- i. বায়ু
- ii. হাওয়া
- iii. উচ্ছ্বাস

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii      খ ii ও iii      গ i ও iii      ঘ i, ii ও iii

২০১. কবি বসন্তের আগমনে যে সন্দেহ ব্যক্ত করেছেন তাতে তাঁর ফুটে উঠেছে–

- i. প্রকৃতির পূজারি ভাব
- ii. উদাসীন ভাব
- iii. আশাবাদ

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i      খ ii      গ i ও ii      ঘ ii ও iii

২০২. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় নিচের যে বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়–

- i. সংলাপধর্মিতা
- ii. নাটকীয়তা
- iii. কাহিনিধর্মিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i      খ ii      গ i ও ii      ঘ ii ও iii

২০৩. 'অর্ঘ্য বিরচন' কথাটির অর্থ কী–

- i. অর্ঘ্য বিষয়ে রচনা লেখা
- ii. উপহার সংগ্রহ
- iii. অঞ্জলি উপহার রচনা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i      খ ii      গ ii ও iii      ঘ iii

২০৪. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য–

- i. সংলাপধর্মিতা
- ii. নাটকীয়তা
- iii. কাহিনিধর্মিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i      খ ii      গ i ও ii      ঘ ii ও iii

**চ** অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর :

\* উদ্দীপকটি পড় এবং ২০৫ – ২০৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আসিবে এবার ঋতুরাজ বুঝি  
তারি বাঁশি ওঠে মলয়েতে বাজি  
তাহারি আভাস কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওঠে বনতল ঘেরি।  
আম্রবাগানে শাখায় জাগে নব মঞ্জরি।

২০৫. উক্ত কবিতাংশের সাথে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কোন বিষয়ের মিল রয়েছে?

- ক বসন্তের আগমনের বর্ণনা      খ বসন্তের প্রকৃতির বর্ণনা
- গ বসন্তে প্রকৃতির পরিবর্তন      ঘ বসন্ত আগমন প্রসূতির বর্ণনা

২০৬. উল্লিখিত কবিতাংশের 'মলয়' শব্দটি 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কোন শব্দের সমতুল্য?

- ক দখিনা সমীর      খ বাতাবি নেবু
- গ পুষ্পসাজ      ঘ উত্তরী বায়

\* উদ্দীপকটি পড় এবং ২০৭ – ২০৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ভুলিতে পারি না তারে তোলা যায় না,  
বারে বারে মনে পড়ে কেন জানি না।

২০৭. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় উল্লিখিত ফাগুন মাস কোন ঋতুর অন্তর্গত?

- ক গ্রীষ্ম      খ শরৎ      গ হেমন্ত      ঘ বসন্ত

২০৮. উল্লিখিত লাইন দুটোর সাথে কবিতার কোন লাইন সংগতিপূর্ণ?

- ক তাহারেই পড়ে মনে ভুলিতে পারি না কোনোমতে  
খ তরী তার এসেছে কি? বেজেছে কি আগমনী গান?  
গ রহনি, সে ভুলে নিতে এসেছে ফাগুন ঝরিয়া  
ঘ উপরের কোনোটিই নয়

\* উদ্দীপকটি পড় এবং ২০৯ – ২১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। এর মধ্যে বসন্ত একটি যাকে বলা হয় ঋতুরাজ। কেননা তখন প্রকৃতি সাজে নতুন রূপে। কোকিলের মধুর সুরে ভরে ওঠে চারদিক। গাছে গাছে নতুন পাতা গজায়। কিন্তু ফারজানার চোখে এসব কিছুই ধরা পড়েনি। কারণ তার মন স্বামী-হারানোর বেদনায় ব্যথিত। বার বার কেবল স্বামীর স্মৃতিই ভেসে ওঠে তার মনে।

২০৯. উদ্দীপকটি তোমার কোন কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?

- ক তাহারেই পড়ে মনে      খ একটি ফটোগ্রাফ  
গ কবর      ঘ জীবন বন্দনা

২১০. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবি সুফিয়া কামাল কী ফুলের গন্ধ সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন?

- i. কদমের ফুল ii. বাতাবি লেবু  
iii. আমের মুকুল  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i      খ iii      গ ii ও iii      ঘ i, ii ও iii

\* উদ্দীপকটি পড় এবং ২১১ – ২১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

প্রকৃতি প্রেমিক ইলিয়াস আজ প্রকৃতির প্রতি উদাসীন। কেননা তার সহধর্মিণী তার কাছ থেকে আজ অনেক দূরে যেখান থেকে কেউ আর ফিরে আসে না, তাই সে আজ শোকে পাথর। এজন্য ঋতু-রাজের শুভ আগমন তার মনে কোনো সারা জাগাতে পারেনি।

২১১. ইলিয়াসের সাথে তুমি কার মিল খুঁজে পাও?

- ক শামসুন নাহার      খ বেগম রোকেয়া  
গ সুফিয়া কামাল      ঘ জাহানারা ইমাম

২১২. কবির মনে কোন্ ঋতু অনুভূতি জাগাতে পারেনি?

- i. বসন্ত      ii. শরৎ  
iii. শীত

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i      খ ii      গ ii ও iii      ঘ i, ii ও iii

\* উদ্দীপকটি পড় এবং ২১৩ – ২১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সাবিরের ছিল সুখের সংসার। একদিন বর্ষার সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য তারা সপরিবারে নৌকা ভ্রমণে বাহির হয়। ওই দিন নৌকা ডুবিতে তার স্ত্রী, সন্তান

সবাই মারা যায়। এখন সে নিঃস্ব, রিক্ত। তাই কোনো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই আজ আর তার মনকে স্পর্শ করতে পারে না।

২১৩. সাবিরের কষ্টের সাথে তোমার পঠিত কোন কবিতার কবির সাথে মিল রয়েছে?

- ক তাহারেই পড়ে মনে      খ কবর  
গ আঠারো বছর বয়স      ঘ জীবন বন্দনা

২১৪. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় স্বামীহারা বেদনার প্রতীক কোনটি?

- ক শীত ঋতু      খ অলখের পাথর  
গ বসন্ত ঋতু      ঘ বাতাবী লেবু

\* উদ্দীপকটি পড় এবং ২১৫ – ২১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জিহান একাদশ শ্রেণিতে পড়ে। অন্যদের মতো তারও পবিত্র ঈদে আনন্দ করতে ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে ঘুরে বেড়াতে এমনকি সবার সাথে আড্ডা দিতেও। কিন্তু যখনই তার অকাল প্রয়াত বাবার কথা মনে পড়ে, তখন সে শোকে পাগল প্রায় হয়ে পড়ে, তখন কোনো আনন্দই তার মনকে স্পর্শ করতে পারে না।

২১৫. জিহানকে কোনো আনন্দই স্পর্শ করতে পারে না কেন?

- ক গভীর শোকে      খ উচ্ছ্বাসে      গ বেদনায়      ঘ বিরহে

২১৬. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার কবি জিহানের মতো শোকে আচ্ছন্ন কেন?

- ক পুত্রশোকে      খ কন্যাশোকে      গ পতিশোকে      ঘ মাতৃশোকে

২১৭. ‘গমন’ শব্দটি কোন ধাতু থেকে উৎপত্তি হয়েছে?

- ক মন      খ ঘন      গ গন      ঘ গম

২১৮. সুফিয়া কামাল সম্পর্কে সঠিক উক্তি হলো—

- i. বসন্ত সম্পর্কে উদাসীন  
ii. শোকে মুহ্যমান  
iii. মনে বিরাজ করছে শীতের রিক্ততার ছবি  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i      খ ii      গ iii      ঘ i, ii ও iii

\* উদ্দীপকটি পড় এবং ২১৯ – ২২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও: ঋতুরাজ বসন্ত। প্রকৃতিতে এ বসন্ত যখন আসে তখন কবি সাহিত্যিকগণের সাথে সাথে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা একে বরণ করে নেয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কারণ, বসন্তে প্রকৃতি এক নয়নাভিরাম রূপে সজ্জিত হয়। গাছে গাছে নতুন নতুন কচিপাতা গজায় এবং ফুল ফোটে। কোকিলসহ অন্যান্য পাখির কলকাকলিতে চারদিক মুখরিত হয়ে ওঠে। দখিনা বাতাসে আম্রমুকুলে গন্ধ বয়ে আসে। মোটকথা, প্রকৃতি তখন এক নতুন রূপে সজ্জিত হয়ে ওঠে।

২১৯. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবি ‘বসন্ত’কে কী নামে অভিহিত করেছেন?

- ক শেষ ঋতু      খ ঋতুর রানি  
গ ঋতুর রাজন      ঘ ঋতুর রাজা

২২০. প্রকৃতিতে বসন্ত আগমন সত্ত্বেও কবি বিমুখতার কারণ—  
 i. স্বামী শোক ii. প্রিয়জনের পরলোক গমন  
 iii. স্বামীকে হারানোর বেদনা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i গ ii ঘ iii ঙ i, ii ও iii
- \* উদ্দীপকটি পড় এবং ২২১ – ২২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:  
 রবি তার ভাইকে ভালোবাসে। কিন্তু হঠাৎ তার ভাই দুর্ঘটনায় মারা যায়। সে স্তম্ভ ও বাকবৃদ্ধ হয়ে যায়। শুধু গাছপালার সাহচর্য ও একাকী থাকতে ভালোবাসে। এতে সে স্বস্তিবোধ করে।
২২১. কবিকে বসন্তকে বরণ করে নিতে বলে কে?  
 ক কবির বোন গ কবির মতো ঘ কবির বন্ধুরা ঙ কবিভক্ত
২২২. উদ্দীপকে ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার কোন ভাব প্রকাশিত?  
 i. প্রিয়জনের বিচ্ছেদের  
 ii. প্রকৃতির বিচ্ছেদের  
 iii. স্থান বিচ্যুতির  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i গ i ও ii ঘ ii ঙ iii
- \* উদ্দীপকটি পড় এবং ২২৩ – ২২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:  
 সময় যতই নিষ্ঠুর হোক না কেন, তা মানুষের মনের সংবেদনশীলতা কখনই মুছে দিতে পারে না। সময় যেন এক

অনিবার্য নিয়তি। নদীর স্রোতের মতোই সে বয়ে চলেছে। এই গন্তব্যহীন চলার মধ্যেই সে কোনো কোনো মানুষকে পৌঁছে দেয় অন্য কোনো গন্তব্যে। আর এসবই ঘটে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে। বেঁচে থাকে কেবল স্মৃতি অতীতের অনুভব নিয়ে।

২২৩. উদ্দীপকে ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার কোন ভাব প্রতিফলিত হয়েছে?  
 i. মানবের জীবন প্রবাহ  
 ii. মানব মনে প্রকৃতির প্রভাব  
 iii. সময় ও প্রকৃতির সম্পর্ক  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i গ i ও ii ঘ iii ঙ i, ii ও iii
২২৪. মানুষের সংবেদনশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়—  
 ক অনুভূতির জাগরণে গ অতীতকে আঁকড়ে ধরে  
 ঘ স্মৃতি রোমন্থনে ঙ না পাওয়ার বেদনায়
২২৫. “মনে পড়ে আজ সে কোন জনমে বিদায় সন্ধ্যাবেলা আমি দাঁড়িয়ে রহিনু এপারে, তুমি ওপারে ভাসালে ভেলা”—উদ্দীপকের ভাবের সাথে কবির মিল কোথায়—  
 ক ওগো, কবি অভিমান করেছে কি তাই?  
 গ তাহারেই পড়ে মনে ভুলিতে পারি না কোন মতে  
 ঘ নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়  
 ঙ বসন্ত-বন্দনা তব কণ্ঠে শুনি-এ মোর মিনতি

## ➡ রিভিশন অংশ (Revision)

আলোচ্য অংশে জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করার জন্য বাড়ির কাজ, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা, জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনমূলক আরও কিছু প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করা হয়েছে। এ অংশটি অনুশীলনের মাধ্যমে পরীক্ষার চূড়ান্ত প্রস্তুতি ও Revision সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

### ➡ বাড়ির কাজ

- ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবির ঔদাসীন্য ও একাকিত্বের স্বরূপ তুলে ধর।
- ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবির যে শোক-বেদনার পরিচয় ফুটে উঠেছে তা বিশ্লেষণ কর।
- ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবি চিত্তের যে দ্বন্দ্বময় সত্তা রূপায়িত হয়েছে তা বিশ্লেষণ কর।
- ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবির প্রতি কবিভক্তের নিবেদন প্রকাশ পেয়েছে কীভাবে? ব্যাখ্যা কর।

### ➡ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা

- ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটি আবর্তিত হয়েছে কবি ও কবিভক্তের সংলাপের মধ্য দিয়ে। কবিভক্ত কবির কাছে বসন্ত বন্দনা শুনতে চেয়েছেন, জানতে চেয়েছেন কবি কেন উন্মাদ।
- ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় বাতাবি নেবুর ফুল ও আমের মুকুল ফোটান কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে মাধবী কুঁড়ির গন্ধের কথা।
- ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় বসন্ত ঋতুকে ঋতুরাজ বলা হয়েছে। কবিতায় মাঘ ও ফাল্গুন মাসের উল্লেখ রয়েছে। মাঘ মাসকে সন্ন্যাসী বলা হয়েছে।
- ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ‘মাসিক মোহম্মদী’ পত্রিকায়।

## টেস্ট বুক অ্যানালাইসিস

### ক জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

১. কবি সুফিয়া কামাল কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?  
উত্তর। কবি সুফিয়া কামাল ১৯১১ সালে জন্মগ্রহণ করেন।
২. সুফিয়া কামালের জন্মের সময় কাদেরকে গৃহবন্দি জীবন কাটাতে হতো?  
উত্তর। সুফিয়া কামালের জন্মের সময় বাঙালি মুসলমান নারীদেরকে গৃহবন্দি জীবন কাটাতে হতো।
৩. সুফিয়া কামালের জন্মের সময় পরিবারে কোন ভাষার প্রবেশ একরকম বন্ধ ছিল?  
উত্তর। সুফিয়া কামালের জন্মের সময় পরিবারে বাংলা ভাষার প্রবেশ একরকম বন্ধ ছিল।
৪. সুফিয়া কামালের স্বামীর নাম কী ছিল?  
উত্তর। সুফিয়া কামালের স্বামীর নাম ছিল সৈয়দ নেহাল হোসেন।
৫. পারিবারিক নানা উত্থান-পতনের মধ্যে সুফিয়া কামাল কেমন শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন?  
উত্তর। পারিবারিক নানা উত্থান-পতনের মধ্যে সুফিয়া কামাল স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন।
৬. সাহিত্য সাধনায় সুফিয়া কামালের প্রধান উৎসাহদাতা কে ছিলেন?  
উত্তর। সাহিত্য সাধনায় সুফিয়া কামালের প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন তাঁর স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেন।
৭. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটি ‘মাসিক মোহাম্মদী’ পত্রিকার কততম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়?  
উত্তর। ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটি ‘মাসিক মোহাম্মদী’ পত্রিকার ষষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।
৮. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবির মন কীসে আচ্ছন্ন হয়ে যায়?  
উত্তর। ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবির মন রিক্ততার হাহাকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়।
৯. কবিকে বসন্ত-বন্দনা রচনা করতে বলেছে কে?  
উত্তর। কবি-ভক্তরা কবিকে বসন্ত-বন্দনা রচনা করতে বলেছে।
১০. ‘অলখ’ শব্দের অর্থ কী?  
উত্তর। ‘অলখ’ শব্দের অর্থ— অলক্ষ বা দৃষ্টির অগোচর।
১১. ‘উন্মনা’ শব্দের অর্থ কী?  
উত্তর। ‘উন্মনা’ শব্দের অর্থ— অন্যমনস্ক।
১২. যবদীপের রাজধানীর নাম কী?  
উত্তর। যবদীপের রাজধানীর নাম বাটাতিয়া।
১৩. কোন ঋতুর দিকে চেয়ে কবি রিক্ত ও বিষণ্ণ হয়ে আছেন?  
উত্তর। শীত ঋতুর দিকে চেয়ে কবি রিক্ত ও বিষণ্ণ হয়ে আছেন।
১৪. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কোন ফুলের উল্লেখ আছে?  
উত্তর। ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় মাধবী ফুলের উল্লেখ আছে।

১৫. ‘আঁখি’ শব্দের বুৎপত্তি নির্দেশ কর।  
উত্তর। আঁখি < অক্ষি।
১৬. ‘সাজ’ শব্দের বুৎপত্তি নির্দেশ কর।  
উত্তর। সাজ < সজ্জা।
১৭. সুফিয়া কামাল কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?  
উত্তর : সুফিয়া কামাল ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।
১৮. শীতের রিক্ততার সাথে কবি কিসের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন?  
উত্তর : শীতের রিক্ততার সাথে কবি নিজ জীবনের অনন্ত শূন্যতার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন।
১৯. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটি কত খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়?  
উত্তর : ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটি ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।
২০. সুফিয়া কামাল কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?  
উত্তর : সুফিয়া কামাল বাংলাদেশের বরিশাল জেলার শায়েস্তাবাদে জন্মগ্রহণ করেন।
২১. ‘বরিয়া’ শব্দের অর্থ কী?  
উত্তর : বরিয়া শব্দের অর্থ বরণ করে।
২২. কবি সুফিয়া কামালের প্রথম স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেন কবে মৃত্যুবরণ করেন?  
উত্তর : কবির প্রথম স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেন মৃত্যুবরণ করেন ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে।
২৩. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার গঠনরীতির দিক থেকে প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?  
উত্তর : ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় গঠনরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সংলাপ নির্ভরতা।
২৪. ‘সমীর’ শব্দের অর্থ কী?  
উত্তর : সমীর শব্দের অর্থ বাতাস।
২৫. কবি সুফিয়া কামালের পিতার নাম কি?  
উত্তর : কবি সুফিয়া কামালের পিতার নাম সৈয়দ আবদুল বারী।
২৬. সুফিয়া কামালের পেশাগত জীবনের শুরু হয়েছিল কীভাবে?  
উত্তর : শিক্ষকতা দিয়ে সুফিয়া কামালের পেশাগত জীবনের শুরু হয়েছিল।
২৭. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবি কোন গান বাজার কথা জানতে চেয়েছেন?  
উত্তর : ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবি আগমনী গান বাজার কথা জানতে চেয়েছেন।
২৮. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটি ‘মাসিক মোহাম্মদী’ পত্রিকার কততম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়?  
উত্তর : ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটি ‘মাসিক মোহাম্মদী’ পত্রিকার ষষ্ঠতম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।
২৯. কবি সুফিয়া কামালের কাব্য সাধনার প্রেরণাপুরুষ কে ছিলেন?  
উত্তর : কবি সুফিয়া কামালের কাব্য সাধনার প্রেরণাপুরুষ ছিলেন কবির প্রথম স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেন।

৩০. তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির মন কিসে আচ্ছন্ন হয়ে যায়?

উত্তর : 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির মন রিক্ততার হাহাকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

৩১. কবি সুফিয়া কামালের যখন জন্ম হয় তখন বাঙালি রমণীরা কীভাবে দিন কাটাত?

উত্তর : কবি সুফিয়া কামালের যখন জন্ম হয় তখন বাঙালি রমণীরা গৃহবন্দি অবস্থায় দিন কাটাত।

### খ অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

১. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির যে বিষাদঘন একাকিত্বের বিষয়টি ফুটে উঠেছে, তা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর। কবি সুফিয়া কামাল রচিত 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটিতে মানবমনের বেদনামখিত শোকের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে।

প্রিয়জন হারিয়ে একাকী জীবনযাপন করতে থাকা কবি এতটাই উদাসীন হয়ে পড়েন যে, প্রকৃতিতে শীত চলে গিয়ে বসন্তের আগমন ঘটলেও কবি টের পান না। কবি-ভক্তরা তাঁকে বসন্ত বন্দনামূলক গান রচনা করতে অনুরোধ করলেও সাড়া দেন না কবি। কারণ কবির মনে যে বিষাদময় স্মৃতি বার বার ফিরে আসে, তা কিছুতেই ভুলতে পারেন না কবি। কবির এই বিষাদময়তা ও একাকিত্বের প্রভাব তাঁর কাব্য সৃষ্টিতেও পড়েছে।

২. "অলখের পাথার বাহিয়া"—চিত্রকল্পটির মর্মার্থ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর। সুদূরতম ইজিত প্রদান করার লক্ষ্যে কবি "অলখের পাথার বাহিয়া" চিত্রকল্পের অবতারণা করেছেন।

"অলখের পাথার বাহিয়া"—বাক্যটির আভিধানিক অর্থ দাঁড়ায় দৃষ্টিসীমার বাইরে সমুদ্রপথে ছুটে চলা কোনো কিছু। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় স্মৃতিভারাক্রান্ত কবির মনে বসন্তের আগমনের দৃশ্যটির দূরত্ব বুঝাতে এই চিত্রকল্পটি ব্যবহৃত হয়েছে। কবির হৃদয়ে যেন বসন্তের আগমনের মতোই সুদূর সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়ে কোনো এক সুখকর স্মৃতি দুয়ারে এসে হানা দেয়। এখানে প্রিয়-মানুষটির চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার বিষয়টির প্রতিও ইজিত প্রদান করা হয়েছে।

৩. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় শীত ঋতুকে কীসের সাথে তুলনা করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় শীত ঋতুকে মাঘের সন্ধ্যাসীর সাথে তুলনা করা হয়েছে।

শীত ঋতুতে চারদিকে নিঃস্বতা ও রিক্ততার যে ছবি দেখা যায় তাতে প্রকৃতিকে সন্ধ্যাসীর মতো অলংকারহীন মনে হয়। কবি সুফিয়া কামাল 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় শীতের রিক্ত ও জরাজীর্ণতাকে বোঝাতে শীত ঋতুকে মাঘের সন্ধ্যাসী বলে উল্লেখ করেছেন। শীত ঋতুতে চারদিকে পাতাবিহীন গাছের যে প্রাকৃতিক নান্দনিকতা তৈরি হয়, তা দৃশ্যত সন্ধ্যাসীর মতোই মনে হয়।

৪. প্রিয়জন হারানোর বেদনা কীভাবে মানুষের মনে ছায়াপাত করে?— 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাবলম্বনে তা বর্ণনা করো।

উত্তর। প্রিয়জন হারানোর বিষাদঘন বেদনা মানুষকে তিলে তিলে কষ্ট দেয়।

কবি সুফিয়া কামাল 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় তাঁর ব্যক্তিজীবনের এক মর্মান্তিক বেদনার স্মৃতিকেই তুলে ধরেছেন। প্রিয়জন হারানোর বেদনা মানুষকে ক্রমান্বয়ে বিষণ্ণ ও উদাস করে তোলে। কবি ও কবি-ভক্তের সৎলাপে কবির নিরাসক্ত উদাস ভাবটি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। প্রকৃতিতে বসন্ত এলেও কবি শীতের রিক্ততা ভুলতে পারেন নি। কারণ তাঁর মনোজগতে প্রিয়জন হারানোর ব্যথা গভীর হয়ে বার বার উঁকি দিচ্ছে। প্রিয় মানুষটিকে হারানোর বেদনা তাই কবিকে করে তুলেছে জীবনবিমুখ, নিরাসক্ত এক বিষণ্ণ মানুষ।

৫. "হে কবি নীরব কেন?"—কবি কোন কারণে নীরব?

উত্তর। প্রিয়জন হারানোর বিষাদময় স্মৃতি ভুলতে না পেরে নিঃস্ব কবিকে নীরব ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়।

প্রকৃতিতে বসন্তের আগমন ঘটলেও কবির মনোজগৎ জুড়ে বিরাজ করছে শীতের রিক্ততা ও বিষণ্ণতার ছবি। কবির মন দুঃখ-ভারাক্রান্ত। শীতের করুণ বিদায় কবির মনে যে বেদনার ছায়াপাত রেখে গেছে, তা কবি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। এখানে প্রকৃতি ও মানব মনের মিলের দিকটি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে। কবির নীরবতার কারণটি যেন প্রকৃতির চিরাচরিত পরিস্থিতির মাঝেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব। মূলত প্রিয়জন হারানোর বেদনায় কাতর কবি স্বাভাবিকভাবেই নিঃস্ব, রিক্ত এবং নীরব হয়ে পড়েন।

৬. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি নাটকীয় গুণসম্পন্ন।—সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : কবিতার মধ্যে যখন নাটকীয় গুণ থাকে তখন তাকে নাটকীয় গুণসম্পন্ন কবিতা বলে। নাটকীয় কবিতার মধ্যে একাধিক চরিত্র বা একাধিক ব্যক্তির মধ্যে ভাব ফুটে ওঠে। বেগম সুফিয়া কামালের 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় নাটকীয়তার ভাব সুস্পষ্ট।

গঠনরীতির দিক থেকে এটি একটি সৎলাপধর্মী কবিতা। কবিতাটি নির্মিত হয়েছে কবি ও কবিভক্তের মধ্যে নাটকীয় সৎলাপের ভিত্তিতে। এভাবে কবিতার সবকটি চরণ দ্বৈত ছন্দোবন্ধ কথোপকথনের রীতিতে রচিত হয়েছে। কবিতায় এ ধরনের নাটকীয়তা খুব কমই লব করা যায়। কবি সুফিয়া কামাল এ নাটকীয়তা সৃষ্টির মাধ্যমে কবিতাটিকে ভিন্নমাত্রায় ভূষিত করেছেন। কবিতায় নাটকীয় সৎলাপের ভাব থাকায় একে নাটকীয় গুণসম্পন্ন কবিতা বলা যায়।

৭. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বসন্তের আগমনে কবি উদাসীন কেন?

উত্তর : বসন্তের নয়নলোভা সৌন্দর্য থাকা সত্ত্বেও কবিমনে আজ তীব্র উদাসীনতা, আচরণে অনাকাঙ্ক্ষিত

বিষণ্ণতা। কেননা বসন্তের আগমনের কিছুকাল পূর্বেই যাবতীয় রিক্ততা, শূন্যতা আর নিঃস্বতা নিয়ে শীত ঋতু হারিয়ে গেছে পুষ্পশূন্য দিগন্তে। শীতের প্রকোপে বৃক্ষলতা হয়েছে পত্রহীন, পুষ্পহীন, পাণ্ডুর এবং শীহীন। এর আগমন ও বিদায়ে প্রকৃতি থেকেছে নীরব। শীতের এই উদার্য কবির কাছে শীতকে মহিমাম্বিত করেছে। তাই কবি শীতকে ভুলতে পারেন নি।

শীতের রিক্ত ও নিঃস্বভাব কবিচিন্তে যে বেদনার সঞ্চর করেছে তার আবেগেই তিনি নির্মোহ এবং নিশ্চল। একটি চরম দুঃখবোধ বা কিছু হারানোর বিলাপ কবির মানসে পূর্ণ আসন দখল করেছে। তাই কখন চুপিসারে তাঁর দ্বারে বসন্তের আগমন ঘটেছে তা তিনি লক্ষ্য করেন নি। তিনি উদাসীনভাবে বসন্তকে উপেক্ষা করেছেন। ফলে বসন্তের আগমনকে তিনি স্বাগত জানাতে পারেন নি।

৮. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় প্রকৃতির সৌন্দর্য ও কবির মনের অবস্থার মধ্যে কোনটি প্রধান হয়ে উঠেছে বলে তুমি মনে কর? কেন?

উত্তর : এ কবিতায় প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ও তাৎপর্যময় অভিব্যক্তি লাভ করেছে। কবিতার বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে আপাতদৃষ্টিতে তাকে প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা বলেই মনে হয়। নিঃস্বর্গ অর্থাৎ প্রকৃতি বিষয়ক কবিতার সমস্ত বৈশিষ্ট্য এতে রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির মধুর রূপরাশির বর্ণনা করাই কবির একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। বসন্তের আবেদন তার হৃদয় দুয়ারে বার্থ হয়ে গেছে। কবির মন দুঃখভারাক্রান্ত। তাঁর কণ্ঠ নীরব। শীতের কল্পণ বিদায়কে তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছে না। বসন্তের সৌন্দর্য তার অর্থহীন মনে কোন আবেদন জানাতে পারছে না। প্রসঙ্গাত উল্লেখ্য তার প্রথম স্বামী ও কাব্য সাধনার প্রেরণা পুরুষের আকস্মিক মৃত্যুতে কবির অন্তরে যে বিষণ্ণতা জাগে তারই সুস্পষ্ট প্রভাব ও ইজিত এ কবিতায় ফুটে উঠেছে।

ঋতুরাজ বসন্ত এসেছে ফুলে ফুলে সাজানো, সৌরভমুখর মাদকতাময় প্রকৃতির প্রতিশ্রুতি নিয়ে। কিন্তু বসন্তের নয়নলোভা সৌন্দর্য কবিকে মুগ্ধ করতে পারে নি। কেননা কবি শীতের রিক্ততার জন্য বেদনাক্লান্ত। শীতের প্রভাব তার হৃদয় থেকে মুছে যায় নি। তিনি উদাসীনভাবে বসন্তকে উপেক্ষা করেছেন।

৯. “তরী তার এসেছে কি? বেজেছে কি আগমনী গান? ডেকেছে কি সে আমারে? শুনি নাই, রাখি নি সন্ধান।” – পঙ্ক্তি দুটি বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : কবি অকাল বৈধব্যের শিকার। তাঁর হৃদয় দুঃখে-শোকে মুহমান। কবির সে শোকদগ্ধ মনে ঋতুরাজ বসন্তের অপরূপ সমারোহে আগমন কোনো আনন্দের বাণী নিয়ে আসে নি।

কবি এতই আনমনা যে, তিনি খেয়ালই করেন নি প্রকৃতিতে কখন ঋতুরাজের আগমন ঘটেছে। কবির চেতনা আজ বিমূঢ়। ফুলের সুবাস ও পাখির কলরব তাঁর চিন্তে পলক শিহরণ জাগায় নি। তাঁর বিরহকাতর ব্যাখ্যাদীর্ঘ

হৃদয়ের অনন্ত হাহাকারের জন্যই কবি এসবের সন্ধান রাখেন না। কবি এত ফুলের সৌরভ, দখিনা সমীকরণ দেখে এতটুকুও আবেগকম্পিত হন নি। অন্তরে তাঁর কোনো শিহরণ জাগে নি। তিনি মৌন, তিনি উদাসীন হয়ে আছে। কবির অনুরাগী জনৈক ভক্তের বসন্তকে বরণ করে নেয়ার মিনতি জানানোর পর কবি জানতে চাইলেন দিগন্তের পথ বেয়ে সৌন্দর্যের পসরা বোঝাই তরীখানি এসেছে কি না। বসন্তের কোনো আগমনী বাণী তিনি শুনতে পান নি। কেননা কবির মন শীতের ঋতুতেই আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

১০. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতা অবলম্বনে সংক্ষেপে বসন্ত ঋতুর বর্ণনা দাও।

উত্তর : সাধারণভাবে প্রকৃতির সৌন্দর্য মানব মনের অফুরন্ত আনন্দের উৎস। সেই অফুরন্ত আনন্দের উৎস হিসেবে পৃথিবীতে বসন্তের আবির্ভাব ঘটেছে। প্রকৃতিতে ঘটে গেছে এক অনিন্দ-হিন্দোল। দখিন দুয়ার খুলে গেছে। বাগানে ফুটেছে বাতাবি লেবুর ফুল। ফুটেছে আমের মুকুল। দখিনা সমীর গন্ধে গন্ধে অধীর-আকুল হয়েছে। নতুন ফুল প্রকৃতিকে সাজিয়েছে তার পূর্ণ রূপ মাধুর্য দিয়ে। মাধবী কুঁড়ির বুকে গন্ধ ছড়িয়েছে। দখিনা বাতাস বইতে শুরু করেছে। সঞ্জে এনেছে পৃথিবীর সমস্ত সৌরভ। আমের মুকুলে মৌমাছির গুঞ্জরণ, মাধবী ফুলের কুঁড়ির নাচন আর বনে বনে ফুলের আসরে নানা পাখ-পাখালীর কণ্ঠে বসন্তের এ আগমন যেন মানবমনকে আনন্দে শিহরণে উদ্বেলিত করে তুলেছে। বনভূমি নতুন পত্রপল্লবে বিচিত্র ফুলের বাহারে হয়ে উঠেছে রঞ্জিত, নতুন সাজে সজ্জিত হয়ে উঠেছে পলকিত স্বচ্ছলতার এক প্রগাঢ় নিকুঞ্জ।

১১. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় শীতের রিক্ততার মধ্যে কবির অতীত জীবনের যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় তা লেখ।

উত্তর : শীত ঋতু প্রকৃতিতে দেয় রিক্ততার রূপ। শীতের প্রকোপে বৃক্ষলতা পত্রহীন, পুষ্পহীন পাণ্ডুর এবং শীহীন হয়ে যায়। এমন রিক্ত নিঃস্ব প্রকৃতিকে তাই সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীর মতো মনে হয়। রিক্ত শীতের সাথে রিক্ত সন্ন্যাসীর অপূর্ব সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন কবি তাঁর প্রিয়জন হারানো রিক্ত নিঃস্ব অনিকেত জীবনে। শীতের রিক্ততার মত কবির হৃদয় বেদনাবিধুর। কারণ কবির সাহিত্য সাধনার প্রধান সহায়ক ও উৎসাহদাতা স্বামী নেহাল হোসেনের আকস্মিক মৃত্যুতে কবির অন্তরে অনির্বচনীয় শূন্যতা নেমে আসে। তাঁর কাব্য সাধনায় ছন্দপতন ঘটতে থাকে। এক দুঃসহ বিষণ্ণতায় কবির মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে রিক্ততার হাহাকারে। যে রিক্ততা রয়েছে শীত প্রকৃতিতেও। তাই কবি তাঁর অতীত জীবনের রিক্ততার আদর্শ সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন নিঃস্ব রিক্ত শীতের মধ্যে।

১২. “কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী— গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে রিক্ত হস্তে!”—ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। দখিনা দুয়ার আজ খোলা। চারিদিকে প্রকৃতি সেজেছে নবোঢ়া কন্যার মতন। কবির পরিচয় এই বসন্তের গান গাওয়াতে বসন্তকে "Come, gentle spring! ethereal mildness! come". এই বলে থমসন একদিন যে উক্তি করেছিলেন জগতের কবিকুলের তাইং শাস্ত্রত ধ্যান ধারণা। অথচ আমাদের কবি তা থেকে অন্যথা। কবিমন এই দ্বিধাঙ্ক এবং বসন্ত সমাগমনে ভ্রূ ক্ষেপহীনতার কারণ বিশ্লেষণ করে বলেছেন। কবি আজ বহুদিন ধরে প্রিয়জন বিরহিত। তাই শীতের জীর্ণতা আর রিক্ততার মাঝে কবি খুঁজে পান নিজের জীবনের সাদৃশ্য। কবির প্রথম জীবনের আলোর দিশারী, বর্তমান সম্পদপূর্ণ সুখী জীবনে আর নেই। যে দিয়েছে কবিকে অনুপ্রেরণা, কবিকে প্রস্তুতি ও বিকশিত করার জন্য যার আয়োজন ছিল ব্যাপক, সে রিক্ত শীতের মতন পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে হারিয়ে গেছে। কবির বসন্ত দিনে সেই সর্বশক্তি মাঘের সন্ধ্যাসী গভীর বিষাদের রাগিনী ধ্বনিত করেছে দিক হতে দিগন্তে। তাইতো কবি বসন্ত বন্দনায় নিজেকে করেন নি ব্যাপ্ত। ফিরে গেছেন অতীত জীবনের স্মৃতির কাছে। তাই চারিদিকের পুষ্পিত ফাল্গুন মনে হয় কবির কাছে নানবিধূর। স্মৃতির দংশন জ্বালায় কবিমন উদাসী এক বাউল— যেখানে সুখ নেই, নেই কোন আনন্দের বার্তা।

১৩. “অলখের পাথার বাহিয়া

তরী তার এসেছে কি? বেজেছে কি আগমনী গান?”—  
ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : প্রকৃতিতে বসন্ত এসেছে ফুলে-ফুলে সাজানো, সৌরভমুখর মাদকতাপূর্ণ প্রকৃতির প্রতিশ্রুতি নিয়ে। এসেছে বাতাবি লেবুর মন উদাস করা সুবাসে, পাখির গানে, ভ্রমরের গুঞ্জে আর আম্রমুকুলের সুরভিতে। শীতের জরাজীর্ণতার হয়েছে অবসান। অথচ সাড়ম্বরে জেগে ওঠা প্রকৃতির এতসব আহ্বান কবির মনে জাগাতে পারে নি কোন আনন্দের সুর। আনে নি কোন শিহরণ। কেননা পুষ্পশূন্য, রিক্ত হস্তে কিছুকাল পূর্বেই শীত ঋতু বিদায় নিয়েছে। শীতের আগমন ও বিদায়ে প্রকৃতি থেকেছে নীরব। শীতের এ রিক্ত ও নিঃস্বভাব কবিচিন্তে যে বেদনার সঞ্চর করেছে তার আবেগেই তিনি নির্মোহ এবং নিশ্চল। কবির ভক্তকূল তাঁকে বসন্তের আগমনী সংবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু কবি উদাসীনভাবে বলেছেন, সত্যিই বসন্ত এসেছে কি না কিংবা বসন্তের আগমনী গান বেজেছে কি না তা তিনি জানেন না। কখন চুপিসারে তাঁর দ্বারে বসন্তের আবির্ভাব ঘটেছে তা তিনি লক্ষ্য করেন নি। ফলে তিনি বসন্তকে স্বাগত জানাতে পারেন নি। তাই কবির ব্যথাতুর হৃদয়ের বাণী—

“অলখের পাথার বাহিয়া

তরী তার এসেছে কি? বেজেছে কি আগমনী গান?”

## ► পরীক্ষা-প্রস্তুতি যাচাই অংশ (Assesment)

### ১ সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন-১ : নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বিদ্যা ও সাহিত্যচর্চার জন্য বিয়ের পর অনিন্দিতা সবসময় স্বামী ধ্রুবগুপ্তের কাছ থেকে উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর সুখী দাম্পত্য জীবন দীর্ঘায়িত হয় নি। তবে স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি থেমে যান নি, একাকী জীবনযাপন করলেও বিদ্যা ও সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রেখেছেন। এছাড়া তিনি নারীশিক্ষার জন্য নিয়েছেন নানা উদ্যোগ। সর্বক্ষেত্রেই স্বামীর স্মৃতি ছিল তাঁর অনুপ্রেরণাস্থল।

ক. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার মূলসুর কী?

খ. বসন্তের সৌন্দর্য কবির কাছে অর্থহীন কেন?

গ. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার কোন ঋতুর সঙ্গে উদ্দীপকের অনিন্দিতার স্বামীর চিরবিদায়ের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “তাহারেই পড়ে মনে ভুলিতে পারি না কোন মতে”— কবির এ মনোভাবের সঙ্গে স্বামীহারা অনিন্দিতার মনোভাবের তুলনা কর।

### সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

ক. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার মূলসুর হলো প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্ক। মনের অবস্থাই প্রধান। মনে আনন্দ থাকলে প্রকৃতি আনন্দময়, আর মনে দুঃখ বিরাজ করলে প্রকৃতিতে বসন্ত থাকলেও তা দুঃখময়।

খ. বসন্তের আগমনের পূর্বক্ষেণে কবি তার প্রিয়জনকে হারিয়েছেন। তাই বসন্তের সৌন্দর্য কবির মনে আনন্দ দিতে পারে নি।

বেগম সুফিয়া কামাল তাঁর হৃদয়ের সবচেয়ে কাছের জনকে হারিয়েছেন। তাই বসন্তের সৌন্দর্য কবির কাছে অর্থহীন, কারণ কবির হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত। তাঁর কণ্ঠ নীরব। শীতের করুণ বিদায়কে তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। তাই বসন্ত তার মনে কোনো সাড়া জাগাতে পারছে না। বসন্তের সৌন্দর্য তাঁর কাছে অর্থহীন, মনে কোনো আবেদন জানাতে পারছে না। প্রসঙ্গাত উল্লেখ্য, তাঁর প্রথম স্বামী ও কাব্যসাধনার প্রেরণা পুরুষের আকস্মিক মৃত্যুতে কবির অন্তরে যে বিষন্নতা জাগে, তারই সুস্পষ্ট প্রভাব ও ইজিত এ কবিতায় ফুটে উঠেছে।

### ● টিপস্

গ. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার শীত ঋতুর সঙ্গে উদ্দীপকের অনিন্দিতার স্বামীর চির বিদায়ের মিল রয়েছে।

ঘ. অনিন্দিতা ও কবি দুজনেই তাদের স্বামী হারিয়েছেন। তাই স্বামী হারানোর ব্যাথা তাঁরা কোনো ভাবেই ভুলতে পারছেন না।

### প্রশ্ন-২ : নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

উত্তরীয় বায় মাগিছে বিদায় শালবীথিকার পাশে  
জাগে কিশলয় সবুজ স্বপনে ঝরা পাতা যায় খসে  
শিহরি শিহরি ওঠে সারা তনু  
বাজিল কাহার আসিবার রেনু?  
শিশিরের ধারা হয় বুঝি সারা আজি এ সকল ক্ষণে  
সার্থক আজি হইবে জীবন বুঝি তার দরশনে।

ক. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কোন ঋতুর কথা বলা হয়েছে?

খ. বিদায়ী শীতের শূন্যতায় কবিমন আচ্ছন্ন হয় কেন?

গ. উদ্দীপকের কবিতাংশে বর্ণিত বসন্ত প্রকৃতির সঙ্গে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বর্ণিত বসন্তের আগমনী চিত্রের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার মূলভাবের পার্থক্য বিশ্লেষণ কর।

### সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

ক. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বসন্ত ঋতুর কথা বলা হয়েছে।

খ. বসন্তের আগমন সত্ত্বেও বিদায়ী শীতের শূন্যতায় কবিমন আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। শীতের শেষে ঋতুরাজ বসন্তকে বরণ করার জন্য বন্দনাগীতি রচনা করে ফুলের ডালি সাজিয়ে নানা আয়োজন করা হয়। কিন্তু কবির প্রেরণাদায়ী স্বামীর অকালমৃত্যুতে তাঁর জীবনে নেমে এসেছে বিরাট শূন্যতা। শীতের করুণ বিদায়কে তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। তাঁর মনে আনন্দের পরিবর্তে আছে শীতের রিক্ততা ও বিষণ্ণতার ছবি। এ আচ্ছন্নতাই কবিমনকে ব্যথিত করে তোলে।

### ● টিপস্

গ. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বসন্ত-প্রকৃতির সঙ্গে উদ্দীপকের বসন্ত-প্রকৃতির আগমনী রূপের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার মূলভাবের পার্থক্য রয়েছে।

### প্রশ্ন-৩ : নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

'ওরে আয় রে তবে, মাতরে সবে আনন্দে  
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে ॥  
পিছন-পানের বাঁধন হতে চল ছুটে আজ বন্যাস্রোতে,  
আপনাকে আজ দখিন-হাওয়ায় ছড়িয়ে দে-রে দিগন্তে ॥  
বাঁধন যত ছিন্ন করো আনন্দে  
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে ॥'

ক. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কী বেয়ে বসন্তের তরী আসার কথা বলা হয়েছে?

খ. কবি শীতকে কেন সন্ন্যাসীরূপে কল্পনা করেছেন?

গ. উদ্দীপকের কবিতাংশের সঙ্গে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার ভাবগত বৈসাদৃশ্য তুলে ধর।

ঘ. উদ্দীপকের কবিতাংশের সঙ্গে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার শিল্পরীতির পার্থক্য যাচাই কর।

### সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

ক. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় অলখের পাথার বেয়ে বসন্তের তরী আসার কথা বলা হয়েছে।

খ. কবির কল্পনায় প্রকৃতিতে বসন্ত আসার আগে শীত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মতো কুয়াশার চাদর পড়েছে। 'মাঘের সন্ন্যাসী'র চিত্রকল্প এ অর্থে প্রকাশ করেছে। কবি শীতকে সন্ন্যাসীরূপে কল্পনা করেছেন। প্রকৃতিতে বসন্ত আসার আগে শীত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মতো কুয়াশার চাদর গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছে। সবকিছু ত্যাগ করে মিলিয়ে গেছে বহুদূর। প্রকৃতিতে বসন্ত নতুনরূপে সাজিয়ে দিলেও শীতের সন্ন্যাসীর রিক্ততা কবি ভুলে যেতে পারছেন না— এ ভাবার্থই প্রকাশ পেয়েছে কবির কল্পনায়।

### ● টিপস্

গ. উদ্দীপকের কবিতাংশের সঙ্গে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার ভাবগত বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. বসন্ত-বন্দনা ধ্বনিত শিল্পরীতির দিক থেকে উদ্দীপক ও কবিতার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।